উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৯ কার্তিক ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 15 November 2024 Friday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 176 JAL

৪ উইকেটে প্রত্যাবর্তন সামির

বারোর পাতায়

মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান পদে তুলসী গাবার্ড

সাতের পাতায়

অসুস্থ চালককে উদ্ধার করল পিঙ্ক পুলিশ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : গাড়ি চালানোর সময় আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন চালক। রাস্তার পাশে থামিয়ে দেন গাড়ি। ঘটনাস্থল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে পেট্রলিং করছিল পিঙ্ক পুলিশের টিম। চালকের অসুস্থতার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় প্রমিলাবাহিনী। চালককে দ্রুত উদ্ধার করে মহিলা পুলিশকর্মীরা নিজেদের গাড়িতে করে নিয়ে যান জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে। মুহূর্তের মধ্যে চালককে ভর্তি করে শুরু হয়ে চিকিৎসা। বুধবার রাতে মহিলা পিঙ্ক পুলিশবাহিনীর এমন মানবিক কাজের সাক্ষী রইলেন জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দারা। পিঙ্ক পুলিশের এহেন ভূমিকাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন শহরবাসী।

বুধবার ঘড়িতে তখন রাত প্রায় সাড়ে ১০টা। শহরের ডিবিসি রোড দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন আদরপাড়ার বাসিন্দা মানবেন্দ্র চক্রবর্তী। মাদ্রাসা মাঠের ঠিক সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় চলন্ত অবস্থাতেই আচমকাই অসুস্থ বোধ করেন মানবেন্দ্র। দ্রুত রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেন তিনি। তাঁর শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা আগে থেকেই ছিল। সেই মতো তিনি সর্বক্ষণের জন্য পকেটে 'ইনহেলার' রাখতেন। এদিনও আচমকা শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ইনহেলার নেন। কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হচ্ছিল না। শ্বাসকষ্ট এতটাই চরম আকার নেয় যে মুহূর্তের মধ্যে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। মানবেন্দ্রকে চালকের আসনে বসে ওই অবস্থায় দেখে তখন এগিয়ে আসেন আশপাশের কয়েকজন ব্যবসায়ী এবং পথচলতি মানুষ। ঠিক সেই সময় ঘটনাস্থল থেকে ঢিল ছোড়া দূরে পেট্রলিং করছিল পিঙ্ক পুলিশের টিম। গাড়ির সামনে ভিড় নজরে আসতেই প্রমিলাবাহিনী আন্দাজ করে কোনও সমস্যা হয়েছে। চালকের শারীরিক অবস্থা দেখে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্য নিয়ে তাঁকে চালকের আসন থেকে উদ্ধার করে মহিলা পুলিশকর্মীরা নিজেদের গাড়িতে তুলে নেন। দ্রুততার সঙ্গে মানবেন্দ্রকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসেন পিঙ্ক পুলিশের টিম।

এরপর দশের পাতায়

দেব দীপাবলি উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে দিনবাজারের একটি মন্দির প্রাঙ্গণ। বৃহস্পতিবার। ছবি : মানসী দেব সরকার

ট্যাব জালিয়াতি ১৫ জেলায়, তদন্তে সিট

নিউজ ব্যুরো

১৪ নভেম্বর : ট্যাব কেলেঙ্কারি ক্রমশ ছড়াচ্ছে গোটা রাজ্যে। প্রতারিত পড়ুয়ার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। 'তরুণের স্বপ্ন' নামে ওই প্রকল্পে ইতিমধ্যে ১৩৫২ জন পড়ুয়ার টাকা অন্য কারও অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে গিয়েছে। রাজ্যে মোট ১৯৪টি স্কুলে এই সমস্যা হয়েছে। সরকারি তথ্যে জালিয়াতির জাল ছড়িয়েছে ১৫টি জেলায়। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গে মালদা ও কোচবিহার জেলা আছে। এছাড়া কালিম্পং এবং শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় একই ধরনের অভিযোগ উঠে এসেছে।

মালদায় পুলিশ ইতিমধ্যে ১৮১টি এমন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে, যেগুলিতে ট্যাবের বরাদ্দ জমা পড়েছে। ওই অ্যাকাউন্টগুলির বেশিরভাগ ভিনরাজ্যের। কোচবিহার জেলায় বরাদ্দ পায়নি, এমন পড়ুয়ার সংখ্যা ৮১। ফ্রিজ করা হয়েছে মাত্র ১টি অ্যাকাউন্ট।

কালিম্পংয়ে ৪৪ এবং শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় ২৮ জন পড়ুয়া ট্যাবের টাকা পায়নি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩০০ পড়ুয়ার বরাদ্দ বিহারের কয়েকজনের অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে বলে খোঁজ মিলেছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের ২২ জন পড়ুয়ার বরাদ্দ আবার জমা পড়েছে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি অ্যাকাউন্টে। কলকাতা শহরের ৫০ জনের বেশি পড়ুয়ার একইরকম প্রতারণার শিকার হয়েছে। কলকাতা পুলিশের দাবি, এই চক্রের আঁতুড় উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ায়। সেখান থেকেই গোটা জালিয়াতি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

চক্রের মাথা চোপড়ায়

- বরাদ্দ হাপিস মালদা ও কোচবিহার জেলায়
- মালদায় ১৮১টি রহস্যজনক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ
- কোচবিহারে বরাদ্দে বঞ্চিত ৮১ জন পড়ুয়া
- তদন্তে কলকাতা পুলিশ ও মালদার পৃথক দুই সিট
- ট্যাব কেলেঙ্কারিতে চোপড়ায় গ্রেপ্তার আরও ১

পরিস্থিতি সামলাতে বৃহস্পতিবার নবান্নে বৈঠক করেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে তিনি রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ ১০ সদস্যের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) গঠন করেছে। মালদা জেলা পুলিশও পৃথকভাবে 'সিট' গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে।

মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে জানান, 'বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে রহস্যজনক অ্যাকাউন্টগুলির কেওয়াইসি'র ডিটেইলস চাওয়া হয়েছে। সেই তথ্য হাতে পেলে জানা যাবে ট্যাবের বরাদ্দ কোথায় কোথায় গিয়েছে। একজনের একাধিক অ্যাকাউন্ট রয়েছে কি না, তাও জানা সম্ভব হবে। কোন কোন আইপি অ্যাড্রেস থেকে সরকারি পোর্টালে অ্যাকসেস করা হয়েছে, তা আমরা খতিয়ে দেখছি।'

তদন্তে কলকাতা পুলিশ জানতে পেরেছে, ট্যাব কেলেঙ্কারির টাকা জমা করা হয়েছে সব ভাড়া করা অ্যাকাউন্টে। ওই অ্যাকাউন্টগুলি ৩০০ থেকে ৫০০০ টাকার বিনিময়ে ভাড়া করা হয়েছে। অ্যাকাউন্টে জমার ১ থেকে ২ ঘণ্টার মধ্যে তুলেও নেওয়া হয়েছে টাকা।

ট্যাব কেলেঙ্কারির এই হইচইয়ের মধ্যে চোপড়া থানা এলাকা থেকে আরও একজন গ্রেপ্তার হয়েছে বুধবার রাতে। ওই এলাকার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটগাঁও থেকে ধৃতের নাম নুর আলম। এর ফলে ট্যাব কেলেঙ্কারিতে চোপড়া

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

পাহাড় নিয়ে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী

পাহাড়ের বকেয়া, উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা, চা বাগানের জমির পাট্টা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৃহস্পতিবার দফায় দফায় কথা হল গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার। উত্তরকন্যায় ফেরার পরও মুখ্যমন্ত্রী অনীতের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। এ মাসেই অনীতের নেতৃত্বে জিটিএ'র প্রতিনিধিদল কলকাতায় যাচ্ছে।

বিস্তারিত দশের পাতায়

নেতার পোস্টে ক্ষোভ, অবরোধ

জাতীয় সড়কে কুশপুতুল পুড়ল

পূর্ণেন্দু সরকার ও সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : করলাভ্যালি চা বাগানের আদিবাসী চা শ্রমিকদের নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কৃষ্ণ দাসের বিতর্কিত পোস্টের প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হল। বৃহস্পতিবার সকালে জলপাইগুড়ি আসাম মোড় এলাকার জলপাইগুড়ি–শিলিগুড়ি জাতীয় সড়কের ঘটনা। এদিন তিরধনুক এবং ধামসা-মাদল সহযোগে শ্রমিকদের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে রাস্তাটি প্রায় এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সেখানে কৃষ্ণের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। অবরোধের জেরে যাত্রীদের ব্যাপক হয়রানির শিকার হতে হয়। কৃতকর্মের জন্য কৃষ্ণকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে শ্রমিকরা দাবি জানান। পুলিশের তরফে আশ্বাস মেলার পর শ্রমিকরা অবরোধ তোলেন। অন্যদিকে কৃষ্ণের দাবি, তিনি কোনও ভুলই করেননি। চা বাগানের শ্রমিকদের তাঁর সম্পর্কে ভুল বুঝিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে শামিল করা হয়েছিল বলে তিনি জানান।

গত ১১ তারিখ করলাভ্যালি চা বাগানের একটি মেলাকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। অভিযোগ, ওই মেলায় মদ ও জুয়ার আসর বসানো হয়েছে বলে ছবি দিয়ে কৃষ্ণ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি চা বাগানের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন বলে শ্রমিকদের অভিযোগ। এতে করলাভ্যালি চা বাগানের শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। শ্রমিকরা এদিন সকালে বাগানের কাজে যোগ দেননি। বিষয়টি নিয়ে প্রথমে তাঁরা বাগানের ফ্যাক্টরি গেটে মিটিং করেন। কৃষ্ণের সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হবে বলে সেখানে সিদ্ধান্ত হয়। এরপর বেলা ১০টা নাগাদ চা বাগানের প্রায় ৫০০ শ্রমিক আসাম মোড় এলাকায় জাতীয় সড়কে বসে পড়েন। শ্রমিকরা জাতীয় সড়কের পাশাপাশি মোহিতনগরগামী সার্ভিস রোড বন্ধ করে দেন।

আসাম মোড়ে তৃণমূল নেতার কুশপুতুল পুড়িয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন করলাভ্যালি চা বাগানের শ্রমিকরা। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

করলাভ্যালি চা বাগানের তৃণমূলের শ্রমিক নেতা তথা অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মহেশ রাউতিয়া বলেন, 'কৃষ্ণ দাস নিজেকে তৃণমূলের জননেতা বলে দাবি করেন। অথচ তিনি নিজে আদিবাসী সম্প্রদায়কে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। এটা আদিবাসী সম্প্রদায়কে অপমান করা হয়েছে। আমরা তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাতেই এদিন জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছি।' অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান টিকা রাউতিয়ার বক্তব্য, 'কৃষ্ণ দাস করলাভ্যালি চা বাগান এবং এখানকার আদিবাসী শ্রমিকদের অপমান করতে জুয়া খেলার যে ছবি পোস্ট করেছেন তা আমাদের বাগানের মেলার নয়। বাগানের শ্রমিকদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই উনি ইচ্ছাকৃতভাবে এসব করছেন। ওঁকে প্রকাশ্যে এসে শ্রমিকদের সামনে ক্ষমা চাইতে হবে।'

কৃষ্ণের দাবি, তিনি আদিবাসী সম্প্রদায়কে অপমান করেননি। তিনি বলেন, 'আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি তপন দে, মহেশ রাউতিয়া এবং রাজু সাহানি এঁরা ওই মেলায় নিজেদের পকেট ভর্তি করতে জুয়া এবং মদের আসর বসিয়েছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

সিকিমের কাছে হারছে বাংলার পাহাড়

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

গোলাপি, বেগুনি রঙের চেরি ফুল ফুটে রয়েছে পাহাড়ি পথে। জ্যোতি ঠিকরোচ্ছে সেখানে, কুয়াশা মেখে বসে আসে প্রকৃতি। ওই রাস্তাটা যেন চলে যাবে স্বর্গে। মেঘ আর কুয়াশার ফারাক বোঝা যায় না সেখানে।

ক'দিন ধরে এই রকম ছবি ঘোরাঘুরি করছে ফেসবুকে।

এত রঙের বর্ণময় চেরি, তুমি কোথা থেকে এলে? চেরি রকমারি বললে তো আমাদের ভাবনার দৌড় নিয়ে যায় ওয়াশিংটনের চেরি উৎসবে। অথবা জাপানে। অথবা আমেরিকার জর্জিয়া ম্যাকন- বিব কাউন্টিতে। স্পেনের জের্তে ভ্যালিতে।

অথচ এই ছবি সেখানকার নয়। কোথাকার, তা জানলে বুকের মধ্যে জ্বালা ধরে। অক্ষম ঈর্ষা আক্রান্ত করে বড় দ্রুত। বড় হিংসে জমে যায় মনের গভীরে।

এমন ঐশ্বরিক ছবি দেখে কেন ঈর্ষার আগুনে জ্বলেপুড়ে যেতে ইচ্ছে করে?

কারণ একটাই।

ছবিটা সিকিমের। সেখানকার একমাত্র চা বাগান টেমির। এই সময় শুধু টেমির চা বাগানের চেরির টানেই প্রচুর পর্যটক যাচ্ছেন সেখানে। এবং এখানেই বুকের মধ্যে প্রবল হিংসে দানা বাঁধে। সিকিম পারলে আমাদের বাংলা এত বিস্তৃত পাহাড়ে ওরকম চেরি লাগানোর কথা ভাবতে পারছে না কেন? টেমি এমনিতে শিলিগুড়ি থেকে ১০৫ কিলোমিটার।

এরপর দশের পাতায়

টয়ট্রেনের পরীক্ষামূলক যাত্রা সফল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পাহাড়-সমতলের মধ্যে গড়াতে পারে টয়ট্রেনের চাকা। আগামী ১৬ নভেম্বর শনিবার নতুন করে সবুজ পতাকা দেখতে পারে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন-দার্জিলিং টয়ট্রেন। পরীক্ষামূলক যাত্রা সফল হওয়ায় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে খবর। বৃহস্পতিবার কয়েকটি এলাকা সরেজমিনে পরীক্ষা করেন ডিএইচআরের ডিরেক্টর প্রিয়াংশু। সঙ্গে ছিলেন রেলের বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা। মেরামতি সংক্রান্ত কাজ সম্পর্কে তাঁরা সন্তোষপ্রকাশ করাতেই ট্রেন চালানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর।

টয়ট্রেন চলার অপেক্ষায় সুকনা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত এলাকার মেরামতির কাজ শেষ হওয়ার পর পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালিয়ে ট্র্যাক পরীক্ষা করা হয়েছে। সফল হয়েছে সেই পরীক্ষামূলক যাত্রা। নতুন করে কোনও সমস্যা দেখা না দিলে ১৬ নভেম্বর থেকে পুনরায় এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন চলাচল করবে।'

বর্ষার সময় ধসে গিয়েছিল পাগলাঝোরায় ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক। প্রবল বর্ষণ এবং ধসের জেরে তিনধারিয়া, চুনাভাটি সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্ধ হয়ে যায় পাহাড়-সমতলের মধ্যে টয়ট্রেন চলাচল। পাশাপাশি, নজরদারির অভাবে যে অনেক জায়গায় রেলট্র্যাক দীর্ঘদিন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত, সেটাও সামনে আসে। যার জেরে বর্ষা পরবর্তী সময়েও পাহাড়-সমতলের মধ্যে টয়ট্রেন চলাচল করেনি।

টয়ট্রেন বন্ধের কারণ জানতে চাওয়ার পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দেওয়ার পরামর্শ দেয় ইউনেসকো। এরপরেই 'টনক' নড়ে রেলের। কাজের অগ্রগতি দেখতে সম্প্রতি তিনধারিয়া যান এডিআরএম (এনজেপি) সঞ্জয় চিলওয়ারওয়ার। ১৫ অক্টোবরের আগে সমস্ত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন তিনি, যা শেষ হয় মঙ্গলবার। এরপরেই বুধবার পরীক্ষামূলকভাবে এনজেপি এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে একটি ট্রেন চালানো হয়।

কয়েকদিন আগে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত টয়ট্রেন বাতিলের কথা জানায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। নতুন করে এই সংক্রান্ত আর কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি।

লেডিজ স্পেশাল বাসের উদ্বোধন

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর : মহিলাদের পথ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার উদ্বোধন হল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) লেডিজ স্পেশাল বাস পরিষেবার। এদিন কোচবিহারের সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার রুটের এই বাস পরিষেবার উদ্বোধন করেন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই সহ অন্য আধিকারিকরা। চেয়ারম্যান বলেন, 'আগামী সপ্তাহ থেকে এই পরিষেবা শুরু হবে। সপ্তাহের সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত এই পরিষেবা মিলবে।'

তৈরি হচ্ছে পাতার স্টল, বাঁশের তোরণ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর : জিরো পয়েন্ট। বক্সা পাহাড়ে যাঁদের আসা যাওয়া রয়েছে এই জিরো পয়েন্ট সম্পর্কে তাঁদের প্রায় সবারই জানা। বক্সা পাহাড়ে যেতে হলে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এরপর হাঁটাপথ। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটক, সবার জন্যই একই ব্যবস্থা। এই জিরো পয়েন্টেই বসানো হয়েছে ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালের তোরণ। অন্য যে কোনও অনুষ্ঠানের তুলনায় এই উৎসবের তোরণের কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। কাপড়, থার্মোকল বা ফোম দিয়ে নয়, এই তোরণ তৈরি বাঁশ দিয়ে। বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দারাই উৎসবের জন্য এই তোরণ তৈরি করেছে। জিরো পয়েন্টের সঙ্গে বক্সা দুর্গের কাছেও একটি তোরণ তৈরি করা হয়েছে। তবে সেটা ছোট।

শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালের জন্য এভাবেই সেজে উঠছে বক্সা। উৎসবের যে স্টলগুলো বক্সা ফোর্টের কাছে তৈরি হচ্ছে, সেগুলোও 'প্লাস্টিক ফ্রি'। বাঁশের কাঠামো দেওয়া স্টলে ছাউনি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন গাছের পাতা দিয়ে।

উৎসবের অন্যতম আয়োজক সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সংগঠনের কোঅর্ডিনেটর ওসান লেপচা বলেন, 'উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হল ডুকপা জনজাতির সংস্কৃতি সংরক্ষণ। ডুকপাদের বিভিন্ন বিষয় যে হারিয়ে যাচ্ছে সেগুলো ধরে রাখা। সেজন্য উৎসব প্রাঙ্গণ ওই জনজাতির মতো করেই সাজানো হচ্ছে। আধুনিকতা সেখানে আসল বিষয় নয়। ঐতিহ্যই আসল।'

শুক্রবার দুপুরে বক্সা ফোর্টের পাশে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে।

বক্সা ফোর্টের পাশে তৈরি হচ্ছে পাতা দিয়ে স্টল।

আজও স্বমহিমায় 'বুড়িমার বাজি'

নিউজ ব্যুরো

পশ্চিমবঙ্গে বাজির বাজারে একটি বিশ্বস্ত এবং সবার প্রিয় নাম 'বুড়িমার বাজি'। বিগত কয়েক বছর ধরে উত্তরবঙ্গ সহ গোটা রাজ্যে 'বুড়িমার বাজি'র চাহিদা তুঙ্গে। দীপাবলি, ছটপুজো ও জগদ্ধাত্রীপুজোতে সবার পছন্দের বাজি হল 'বুড়িমার বাজি'। বুড়িমা ফায়ার ওয়ার্কস-এর বর্তমান কর্ণধার সুমিত দাস জানালেন উৎকৃষ্ট মানের বাজি দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁরা ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। ক্রেতাদের দিক থেকে তাঁরা বাজির মান নিয়ে কোনও অভিযোগ পাননি। বিগত কয়েক বছর ধরে পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে বর্তমানে বোমা সহ সব শব্দবাজি নিষিদ্ধ। তবে শব্দবিহীন আলো ঝলমলে আতশবাজির বাজারে বুড়িমা স্বগর্বে বিরাজমান। বুড়িমার আসল নাম অন্নপূর্ণা দাস। যিনি সংসার চালানোর জন্য বাজির ব্যবসাতে নেমে সফল হন।

সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলে আদিত্য

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর : ছোটবেলায় ফুটবল মাঠে বাবার দেখানো বিভিন্ন কেরামতির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকত ছেলেটা। সেখান থেকেই ফুটবলের প্রতি অদম্য আগ্রহ। তারপর আট বছর বয়সে স্থানীয় দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। সেখান থেকে কলকাতার ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব আর সদ্য ঘোষণা হওয়া সন্তোষ ট্রফির জন্য নির্বাচিত বাংলা দলে সুযোগ। আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়ার আদিত্য থাপার গল্পটা খানিক এইরকমই। যদিও খোদ আদিত্য এখানে থামতে রাজি নন। তাঁর লক্ষ্য ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে সেন্টার মিডফিল্ড পজিশনে মাঠ কাঁপানো।

গত মঙ্গলবার এবারের সন্তোষ ট্রফির জন্য ২২ জনের দল ঘোষণা করেছেন কোচ সঞ্জয় সেন। সেই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আদিত্য। এই খবর আসার পরেই খুশির হাওয়া আদিত্যর পরিবার, বন্ধুবান্ধব, প্রশিক্ষক এবং সহ ফুটবলারদের মধ্যে। এই মুহূর্তে কল্যাণীতে রয়েছেন আদিত্য। বাংলা দলের সঙ্গে সেখানেই অনুশীলনে ব্যস্ত। অনুশীলনের ফাঁকে তাঁকে ফোনে ধরা হলে তিনি বলেন, 'এতজন ট্রায়াল দিয়েছিল। তার মধ্যে সুযোগ পাওয়ায় খুবই আনন্দ হচ্ছে। টুর্নামেন্টে সুযোগ পেলে নিজের ১০০ শতাংশ দেওয়ার চেষ্টা করব।'

আট বছর বয়স থেকে ফুটবল খেলার সঙ্গে যুক্ত। প্রথমে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে ফুটবল শেখার জন্যে ভর্তি হওয়া। সেখানে দীর্ঘদিন খেলার পর গত এক বছর ধরে কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের হয়ে খেলা। ১৬ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলার প্রথম খেলা। তার আগে অনুশীলনে কোনও ফাঁক রাখতে রাজি নন আদিত্য। প্রতিদিন ছয় থেকে আট ঘণ্টা অনুশীলনের পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন ফিটনেসের ওপরেও।

অনুশীলনে ব্যস্ত।

আদিত্যর বাবা উত্তম থাপা পেশায় ব্যবসায়ী এবং দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সভাপতি। তাঁর কথায়, 'বাবা হিসেবে খুবই গর্ব হচ্ছে।' ওই অ্যাকাডেমির সচিব অমিত গুপ্তর বক্তব্য, 'এইরকম প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আদিত্য বাংলা দলের হয়ে খেলবে, সেটা খুবই আনন্দের ব্যাপার।'

আজ টিভিতে

শুভ বিবাহ ১ ঘণ্টার পর্ব রাত ৯টায়, **স্টার জলসায়।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ওয়ান, ৫.৩০ পূবের ময়না, সন্ধে ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধে ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধে ৬.০০ রাম কৃষ্ণ, ৭.০০ প্রেরণা-আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.৩০ শিবশক্তি (রিপিট), ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধে ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধে ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৪.৩৫ গুরু, ৮.১০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, ১০.৫০ আমার মায়ের শপথ

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ শতরূপা, ২.৪৫ অনুতাপ, বিকেল ৫.৪০ সুলতান, রাত ১০.৫০ ভ্রান্তিবিলাস

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ যুদ্ধ, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.০০ দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন, সন্ধে ৭.০০ অন্নদাতা, রাত ১০.০০ প্রতিকার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সাথী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয়ী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পৃথিবীর শেষ স্টেশন

১৪ ফেরে রাত ৮টায় **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে**

ভালাত্তি বেলা ১১.১৪ **জি সিনেমায়**

ফল বিকেল ৪.৪০ **স্টার গোল্ড থ্রিলস-এ**

দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন বিকেল ৪টা **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

[রুল ৮(১)] সারফেইসি রুলের অন্তর্ভুক্ত দখল নোটিশ

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কোচবিহার ব্রাঞ্চের অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এবং সেকশন ১৩ (২) এবং ১৩ (১২) সঙ্গে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর অধীনস্থ রুল ৩ এর ক্ষমতাবলে পঠিত ০৩.০১.২০২৪ তারিখের হিসাবে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে, যেখানে, ঋণগ্রহীতা এবং আইনগত উত্তরাধিকারী শ্রীমতী লাভলি কর প্রয়াত পরিতোষ করের স্ত্রী, এবং জামিনদাতা শ্রী প্রতীক কর প্রয়াত পরিতোষ করের পুত্রকে ডাকা হয়েছে নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য টা: ৩০,২৭,২৭০/- (টাকা ত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার দুইশত সত্তর মাত্র) (যেটি, ০২.০১.২০২৪ তারিখের হিসাবে দুটি অ্যাকাউন্ট নং; ১. ৪০২৫৩৭৪৩৫৫ এবং ২. ৩৯৫৮১৭৭৬৫৯ মোট বকেয়া সুদের হার প্রকাশিত করে), সঙ্গে ০৩.০১.২০২৪ তারিখ থেকে উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে মোট সুদ এবং অন্যান্য চার্জ শোধ করার জন্য।
যদি, ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের বকেয়া অর্থমূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হন তবে ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং সমস্ত জনসাধারণকে সাক্ষী রেখে, নিম্নে স্বাক্ষরকারী নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর অধীনস্থ রুল ৮ এবং উল্লেখিত আইনের সেকশন ১৩ (৪) এর পঠিত ক্ষমতাবলে দখল নিয়ে নেবে ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসের ১২তম দিবসে।
তথাপি, নির্দিষ্টভাবে, ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা এবং সমস্ত জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিটি ব্যবহার না করার জন্য। যদি কোনোভাবে, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিটি ব্যবহার করা হয় সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অর্থমূল্য টা: ৩১,৬৫,৯৭৭/- (টাকা একত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার নয়শত সাতাত্তর মাত্র) (যেটি ১১.১১.২০২৪ তারিখের হিসেবে মোট বকেয়া সুদ প্রকাশিত করে), সঙ্গে ১২.১১.২০২৪ তারিখ থেকে মোট সুদ এবং অন্যান্য চার্জ দাবির সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর অধীনস্থ সাব সেকশন (৮) এর দ্বারা সুরক্ষিত সম্পত্তিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মুক্ত করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা ঃ
জে.এল. নং. ১৩০, থাক নং ৯১৪, তৌজি নং ৪২০ এবং ১৫৬৮, শিট নং ৮ এবং ৯, আর.এস. খতিয়ান নং ১৪১৩ এবং ২০০৭, আর. এস. প্লট নং ৭৯১৩, ৭৯১৪ এবং ৮৯৯০ অনুরূপ এল.আর. খতিয়ান নং. ১২৮২১, এল.আর. প্লট নং. ১০৮২৪ এবং ১১৫৯৬, থানা-কোতোয়ালি, মৌজা-শহর কোচবিহার, জেলা-কোচবিহার, জমির পরিমাপ-২.১ ডেসিমেল।
সীমানা :
উত্তর : শ্রী মানস সরকারের জমি
দক্ষিণ : সর্বজনীন পথ তারপর শ্রী শ্যামল ডাকুয়ার জমি
পূর্ব : গুড়িয়াহাটি রোড
পশ্চিম : শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র করের জমি
স্বা:
(অনুমোদিত আধিকারিক)
অনুমোদিত আধিকারিক
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
কোচবিহার অঞ্চল

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ১৪৮-১৫১-এমএলডিডি-২৪-২৫, তারিখ ০৮.১১.২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ...

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২৭-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, তারিখ ১২.১১.২০২৪। সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ...

(MLD-144/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

(MLD-145/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

... ওয়েবসাইটে বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি। ওয়েবসাইটে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-141/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

... টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ০৪.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইটে বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি। (MLD-143/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিক্রয়

শিলিগুড়ি সংহতি মোড়ের কাছে সুসজ্জিত তিন তলা বাড়ি (বড় গ্যারাজ সহ) বিক্রয় করিব। যোগাযোগ - 98320 93348. (C/113404)

•

মধ্য শান্তিনগর সারদা মোড়ের নিকট 1.5 কাঠা জমি 16 লক্ষ টাকায় বিক্রয়। M : 9832898742. (C/113404)

জ্যোতিষ

বাস্তু ও জ্যোতিষবিদ শ্রী প্রশান্ত আচার্য্য যে কোনও সমস্যা সমাধানে সিদ্ধহস্ত। প্রেম, ব্যবসা, মামলা। 16/11 শিলিগুড়ি, 8145448077. (C/113404)

কর্মখালি

B.Tech/Diploma in civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tally. Email : raiganjoffice309@gmail.com (M-112613)

•

Anandaloke Sonoscan শিলিগুড়ির জন্য Ward Boy প্রয়োজন। বেতন - 8000/- Call - 8116610703. (C/113406)

•

শিলিগুড়ি, সেবক রোডে দরজা এবং U.P.V.C Window-শোরুমের জন্য সেলসম্যান লাগবে। 8001040040. (C/113403)

•

Wanted Security Guard, Call : T G Guards Pvt. Ltd. 9382982327, 8293790353. (C/113405)

JOB VACANCY'S

Network Manager, Team Leader, Workshop Supervisor, Back Office Staff (female) required for Yamaha Showroom, Sevoke Road, Ph. :- 9851000666/ 7908203407. (C/113404)

কিডনি চাই

কিডনি চাই AB+, বয়স - 30-40 পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর - 8016140555. (C/113372)

অ্যাফিডেভিট

আমার জমির খতিয়ান নং 28/1, JL No. 211, মৌজা- পান্থাবাড়ি, নাম ভুল থাকায় গত 20-10-24 2nd court (s), কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mahammad Miya এবং Alimuddin Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। একমুখা, চিলকিরহাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/111887)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম ভুল থাকায় 14.11.24 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারিতে Affidavit করে Samip Roy Basunia এবং Samip Ray Basunia এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/113368)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিই/সিওএন/২০২৪/প্রতিস্থাপন/০৫, তারিখ: ২৫-১০-২০২৪-এর জন্য সংশোধনী নং. ০২

... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
Office of the Registrar

Notice inviting e-Tender

Following e-Tenders are invited from reputed Vendors, for details please visit https://wbtenders.gov.in

SL NO.	NIT NO.	TENDER ID
1.	66/R-2024	2024_DHE_769080_1
2.	67/R-2024	2024_DHE_769095_1
3.	69/R-2024	2024_DHE_769112_1

Registrar (Addl. Charge)

অ্যান্টি-ফলিং ট্র্যাকশন মোটরগুলির জন্য বগির পরিবর্তনের ব্যবস্থা

... www.nfr.indianrailways.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

CINEMA
সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
KANGUVA
(Hindi)
*ing : Boby Deol, Suriya Sivakumar, Disha Patani
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭০৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৭৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৭৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ভালো সুযোগ পেতে পারেন। **বৃষ :** হঠাৎ কোনও পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দ। নতুন ব্যবসা নিয়ে বেশ সমস্যা হতে পারে। **মিথুন :** কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। কোনও জরুরি কাজের জন্য দূরে যেতে হতে পারে। **কর্কট :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সম্ভাবনা। **সিংহ :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। বাবার পরামর্শে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। **কন্যা :** শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। **তুলা :** দাদার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ। মাথার যন্ত্রণায় ভোগান্তি বাড়বে। **বৃশ্চিক :** হিংস্র পশু থেকে সাবধান। ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। খেলোয়াড়রা ভালো সুযোগ পাবেন। **ধনু :** পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। **মকর :** মায়ের শরীরের দিকে নজর রাখুন। পরিবারের কোনও সদস্য আজ আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে। **কুম্ভ :** বাবার পরামর্শে নতুন ব্যবসা খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ। চোখের সমস্যা কেটে যাবে। **মীন :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। পড়াশোনায় আর্থিক বাধা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৯ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ২৪ কার্তিক, ১৫ নভেম্বর ২০২৪, ২৯ কাতি, সংবৎ ১৫ কার্তিক সুদি, ১২ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৫।৫৪, অঃ ৪।৫০। শুক্রবার, পূর্ণিমা রাত্রি ৩।৪। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ১০।৩৪। ব্যতীপাতযোগ দিবা ৮।১১ পরে বরীয়ানযোগ শেষরাত্রি ৫।১২।বিষ্টিকরণ অপরাহ্ন ৪।১০ গতে ববকরণ রাত্রি ৩।৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১০।৩৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, শেষরাত্রি ৪।১৪ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১০।৩৪ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ৩।৪ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৮।৩৮ গতে ১১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৬ গতে ৯।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৮।১১ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। প্রদোষে সন্ধ্যা ৪।৫০ গতে রাত্রি ৬।২৬ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। গোস্বামিমতে প্রদোষে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। গুরুনানকের জন্মতিথি ও পুজোপাঠ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫২ মধ্যে ও ৭।৩৫ গতে ৯।৪২ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ২।৪৩ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪২ গতে ৯।১৫ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ৩।২৯ মধ্যে ও ৪।২৩ গতে ৫।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জেলার দুই গ্রামই তুরুপের তাস

মাদারিহাট উপনির্বাচন

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ১৪ নভেম্বর : মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের পাশাপাশি পড়ে জলপাইগুড়ি জেলার দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত। গত লোকসভা ভোটে জলপাইগুড়ির এই সাঁকোয়াঝোরা-১ ও বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটে বিজেপির জয় অনেকটা নিশ্চিত করেছিল। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, উপনির্বাচনে এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটই ঠিক করে দেবে গোটা বিধানসভা ক্ষেত্রে কোন দলের পাল্লা কতটা ভারী। আর জলপাইগুড়ির এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুত্ব বুঝতে পেরেই দুই ফুলের নেতারাও বারবার ভোটের হিসেব নিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে।

যদি তৃণমূল আসন দখল করতে চায়, তাহলে তাদের কিন্তু এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে ভালো ফল করতে হবে। কারণ লোকসভা ভোটে দুই গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে সাড়ে সাত হাজার ভোটের লিড ছিল বিজেপির। তাই এবার যদি ঘাসফুল শিবির লিড নাও পায়, গতবারের মার্জিনটুকু অন্তত মেকআপ করতেই হবে তাদের।

তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেছেন, 'ওই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। লোকসভা ভোটে ওই এলাকায় আমরা সেভাবে নজর দিতে পারিনি। কিন্তু এবার জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্ব ওখানে মাটি কামড়ে পড়ে ছিল। আমরাও তাঁদের সাহায্য করেছি।' তাই আত্মবিশ্বাসী প্রকাশ মনে করছেন, 'মাদারিহাট বিধানসভার অন্তর্গত আলিপুরদুয়ার জেলায় তো লিড পাবই, আমাদের হিসেব বলছে জলপাইগুড়ির দুই গ্রাম পঞ্চায়েতেও দল ভালো ফল করছে।'

বিজেপির ক্ষেত্রে আবার লোকসভা ভোটের লিড ধরে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ। যদি পদ্ম শিবির ওই ভোটের অর্ধেকও ধরে রাখতে পারে, তাহলেও মাদারিহাট আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গা আবার এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের ফলাফলের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছেন না। তিনি বলেন, 'জলপাইগুড়ির দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা ভালো ফল করব। তবে আমরা ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দিকেই তাকিয়ে আছি।'

মনোজ এখন বলতে না চাইলেও বিজেপি যে এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে গুরুত্ব দিচ্ছে, তা একেবারে প্রথম থেকেই স্পষ্ট। শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষের প্রচার শুরুই হয়েছিল এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও গয়েরকাটা ও বিন্নাগুড়িতেই প্রচার করেছিলেন। বিজেপি যে এই এলাকায় অধিক গুরুত্ব দিয়েছে, তা তো প্রচারে তাদের হেভিওয়েটদের আনাগোনা থেকেই স্পষ্ট।

গুরুত্ব কোথায়

- লোকসভা ভোটে দুই গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে সাড়ে সাত হাজার ভোটের লিড ছিল বিজেপির
- শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষের প্রচার শুরুই হয়েছিল এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে
- রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও গয়েরকাটা ও বিন্নাগুড়িতেই প্রচার করেছিলেন

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ওদেরই দিন।। শিশু দিবসে ইসলামপুরের একটি প্রাথমিক স্কুলে। ছবিটি তুলেছেন মণীশ দত্ত।

দুই কিশোরীর পড়ার দায়িত্ব নিল প্রশাসন

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : বছরখানেক আগে বাবা পথ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। সেই থেকেই সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন মা। শতকষ্টের মাঝে দুই মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দিনমজুরের কাজ করেন। কিন্তু নুন আনতে পান্তা ফুরানোর সংসারে মেয়েদের পড়াশোনা আর পেট চালানোর মধ্যে কোনটা বেছে নেবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাই কার্যত বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল দুই কিশোরীর পড়াশোনা।

বৃহস্পতিবার শিশু দিবসে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিও অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের মুভাবস্তি এলাকায় ওই পরিবারের বাড়িতে আসেন। দ্রুত মেয়েদের জন্য 'মিশন বাৎসল্য' প্রকল্পের সুবিধা সহ মায়ের বিধবা ভাতার বন্দোবস্ত করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

দুই কিশোরীর মধ্যে একজন দশম ও অন্যজন নবম শ্রেণিতে পড়ে। আর্থিক অনটনের মাঝে

> দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যাতে দুই বোন মিশন বাৎসল্য প্রকল্পে প্রতি মাসে ৪০০০ টাকা করে পায়। তবে তার আগে ওই দুই ছাত্রীর পড়াশোনার খরচ প্রশাসনের তরফে বহন করা হবে। তাদের মায়ের বিধবা ভাতারও ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।
>
> **মিহির কর্মকার, বিডিও**

তাঁদের কাছে বিডিওর এই আশ্বাস অক্সিজেনের মতো। দুই কিশোরীর মা দীপা রায় বলেন, 'কীভাবে মেয়েদের পড়াশোনার খরচ চালাব বুঝেই উঠতে পারছিলাম না। ওদের বাবার দুর্ঘটনার পর থেকে সাইকেল চালাতে দিতেও ভয় পাই। তাই অতিরিক্ত খরচ হয়ে দাঁড়িয়েছে দুই বোনের স্কুলে যাওয়ার টোটো ভাড়া। খুবই সমস্যা হয়। বিডিও এসে আশ্বাস দিলেন, দেখা যাক কবে আশার আলো দেখি।'

বিডিও বলেন, 'দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যাতে দুই বোন মিশন বাৎসল্য প্রকল্পে প্রতি মাসে ৪০০০ টাকা করে পায়। তবে তার আগে ওই দুই ছাত্রীর পড়াশোনার খরচ প্রশাসনের তরফে বহন করা হবে। তাদের মায়ের বিধবা ভাতারও ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।' তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের আটজন এমন ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে।

ছুটছে ট্রেন। মূর্তি নদীর কাছে পানঝোরায়। ছবি : শুভদীপ শর্মা

বেঘোরে প্রাণ গেল কিশোরের

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ধান কাটার কাজে বাবা-মাকে সাহায্য করতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ গেল বছর চোদ্দর মোহাব্বত আলির। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়রেটারি গ্রামে। কিশোরটি জমিতেই কোনও বিষাক্ত সরীসৃপ অথবা পতঙ্গের কামড়ে মারা যায় বলে স্থানীয়দের দাবি। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়।

পরিবার সূত্রে খবর, এখন ধান কাটা চলছে। এদিন সকালে তার বাবা-মা ধানখেতে যান। তাঁদের সাহায্য করতে মোহাব্বতও যায়। সেখানে আচমকাই মোহাব্বতের পায়ে কোনও কিছু কামড় দেয়। সেটি সাপ না অন্য কিছু তা কেউ দেখতে পাননি। মুহূর্তেই তার পায়ে অসহ্য জ্বালাপোড়া শুরু হয়। তড়িঘড়ি ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসা শুরু করতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে মোহাব্বত। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নেয়। পুলিশ জানায়, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই কীসের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে তা স্পষ্ট হবে।

প্রেসক্রিপশনে ব্র্যান্ড নেম, বিতর্কে ডাক্তাররা

জেনেরিক ওষুধ কিনলেও আপত্তি ডাক্তারদের। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ কিনতে যান এক ব্যক্তি। ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনলেও মুহূর্তের মধ্যে তা ফিরিয়ে দেন, জানান ওই 'ব্র্যান্ড'এরই ওষুধ চাই।

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ মেডিকেল কলেজের ফার্মাসিতে না পেয়ে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে যান এক রোগী। সমস্যার সূত্রপাত সেখানেই। দোকানে ডাক্তারের লেখা নির্দিষ্ট 'ব্র্যান্ড'র ওষুধটি নেই। তবে একই কম্পোজিশনের জেনেরিক ওষুধ সেখানে পাওয়া যাবে বলে জানালেন দোকানের এক কর্মী। বললেন, কার্যকারিতাও একই। সেইমুহূর্তে ওই জেনেরিক ওষুধ কিনে নিলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে রোগী বললেন, 'ডাক্তারবাবু যেটা লিখে দিয়েছেন ওটাই খেতে হবে।'

এমনটাই জানালেন জ্বর, সর্দি-কাশি নিয়ে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখাতে আসা শংকর দাস। তখন ওষুধ ফেরত নিতে বাধ্য হলেন দোকানের কর্মী। তাঁদের জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, বিষয়টি নতুন নয়। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের একদল চিকিৎসক নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড উল্লেখ করে ওষুধ লিখছেন। তাতে যেমন সমস্যায় পড়ছেন সরকার চুক্তিবদ্ধ ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানগুলো তেমনই বাইরে থেকে চড়া দামে ওষুধ কিনতে ভোগান্তি পোহাচ্ছে রোগীরা।

এখন প্রশ্ন উঠছে, সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক কোনওভাবেই ব্র্যান্ডের ওষুধ প্রেসক্রিপশনে লিখতে পারেন না। অথচ মেডিকেল কলেজেই এই ছবি? প্রসঙ্গ তুলতেই জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি কল্যাণ খান বললেন, 'এই অভিযোগ আমাদের কাছেও এসেছে। সরকারি মেডিকেল কলেজ বা হাসপাতাল থেকে ওষুধের কোনও কোম্পানির নাম লেখার কোনও নিয়ম নেই। তবে কে বা কারা এই ব্যবসা চালাচ্ছে তাদের দ্রুত প্রমাণ সহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

মেডিকেলের সামনে এদিন কথা হচ্ছিল শহরের রায়কতপাড়ার বাসিন্দা রতন কর্মকারের সঙ্গে। স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন বহির্বিভাগে। জানালেন, তিনিও এই সমস্যার ভুক্তভোগী। প্রেসক্রিপশনে লেখা চারটি ওষুধের মধ্যে একটি বাইরে থেকে বেশি দামে কিনতে হয়েছে। তাঁর কথায়, 'আগেরবার ডাক্তার যে ওষুধ দিয়েছিলেন তা ফার্মাসিতেই মিলেছিল। তবে এবার অন্য ডাক্তারকে আগের ওষুধের খালি স্ট্রিপ দেখাতেই তিনি বলেন, এ ওষুধে কাজ হবে না। উনি যেটা লিখেছেন সেটাই খাওয়াতে হবে।'

একটু খুঁজলেই চোখে পড়বে মেডিকেল চত্বরে গজিয়ে উঠেছে একাধিক প্রাইভেট ফার্মাসি। সেখানে বিভিন্ন কোম্পানির মার্কামারা ওষুধকে প্রোমোট করতে মুখিয়ে থাকে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা। একদল ডাক্তারের সঙ্গেও তেমনই চুক্তি থাকে তাঁদের। তবে এই সমস্যা নাকি শুধু দিনে। রাতে রোগীদের দিব্যি সেই ওষুধ দেওয়া যাচ্ছে বলে দাবি করলেন ন্যায্যমূল্যের এক দোকানকর্মী। কারণ তখন একমাত্র ভরসা এই ওষুধের দোকান। তাই রাতে জেনেরিক ওষুধ বিক্রি নিয়ে আপত্তি করছেন না চিকিৎসকরা।

এই দোকানের সঙ্গে বাইরের দোকানে ওষুধের দামের আকাশপাতাল ফারাক। যদি বাইরে থেকেই ওষুধ কিনতে হয় তাহলে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান খোলার প্রয়োজন কোথায়?' প্রশ্ন সাধারণের।

সমস্যায় রোগীরা

- কিনতে হচ্ছে ব্র্যান্ডের বেশি দামের ওষুধ
- ফার্মাসির জেনেরিক ওষুধেও আছে চিকিৎসকদের 'না'
- ডাক্তার বলছেন, এই ওষুধই খেতে হবে অন্য ওষুধে কাজ হবে না
- কারণে উঠে আসছে মেডিকেলের পাশে গজিয়ে ওঠা বাণিজ্যিক ফার্মাসি

মাপজোখই সার, দখলমুক্তির নাম নেই

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ধূপগুড়ি শহরে দিন দশেক আগে সরকারি জমির মাপজোখ সম্পন্ন হলেও তা এখনও দখলমুক্ত করতে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এ নিয়ে নানা মহলে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। কিছু প্রশাসনিক কর্তাদের মুখে কুলুপ। তাই এখন প্রশ্ন, এসবই কি লোকদেখানো? নাকি দায় সারতে ভূমি দপ্তরের কর্মীদের মাঠে নামানো হয়েছিল? অনেকের দাবি, মাপজোখের পর স্পষ্ট, ধূপগুড়ি বিডিও অফিস রোডে পূর্ত দপ্তরের আওতাভুক্ত বহু জমি দখল করে দোকান, এমনকি বাড়িও তৈরি হয়ে গিয়েছে। কেন সেগুলি ভেঙে সরকারি জমি দখলমুক্ত করা হচ্ছে না? এক্ষেত্রে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে ভবিষ্যতে ফের সরকারি জমি দখলের সম্ভাবনা থাকবে। বাধা দিলে অতীতের নজির টেনে আনা হবে।

শুধু যে পূর্ত দপ্তরের জমিই বেদখল হয়েছে, তাই নয়, জেলা পরিষদের জমি দখল করেও একাধিক নির্মাণ হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও এসবের কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য জেলা পরিষদের কাছে নেই। জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ তাদের এক্তিয়ারে কত জমি আছে, কত জমি বেদখল হয়েছে তার কিছুই তারা জানে না। জেলা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছে। ধূপগুড়ির মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা এ প্রসঙ্গে বলেন, 'জমির মাপজোখ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে নির্দেশ এলেই পরবর্তী পদক্ষেপ

বিডিও অফিস রোডে জমির মাপজোখ। - ফাইল ছবি

পরিষদের প্রাক্তন সহ সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ নিজেই এমন দখলদারি তদারকি করেছিলেন বলে অভিযোগ। নয়া বোর্ডের মেয়াদেও একই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সম্প্রতি ধূপগুড়ি বিডিও অফিস রোডের বহু জমি মাপজোখ করেছে ভূমি দপ্তর। সেই রিপোর্ট করা হবে।' উল্লেখ্য, গত ১১ জুলাই ধূপগুড়ি বিডিও অফিস রোডে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্মীরা পুলিশের উপস্থিতিতে মাপজোখ করে। এসময় দেখা যায়, কারও বাড়ির বারান্দা সরকারি জমি দখল করে তৈরি হয়েছে।

ম্যানেজারকে নিয়ে বিক্ষোভ জারি

নাগরাকাটা, ১৪ নভেম্বর : গত সোমবার দিনভর বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন গ্রাসমোড় চা বাগানের মহিলা শ্রমিকরা। তাঁদের অভিযোগ ছিল, কৌশল করে ম্যানেজারকে চা বাগান থেকে অপসারণ করা হয়েছে। মালিকের সঙ্গে বৈঠকের আশ্বাস মেলায় আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ প্রত্যাহার করেছিলেন।

বৃহস্পতিবার বৈঠকের মাধ্যমে ওই ম্যানেজারের বাগান ছাড়ার আসল কারণ মালিকের তরফে শ্রমিকদের জানানোর কথা ছিল। এদিন সকালে মহিলারা মালিকের সঙ্গে আলোচনার জন্য অফিসের সামনে জড়ো হন। তবে মালিক অনিবার্য কারণবশত আসতে না পারায় ওই আলোচনা এদিন আর হয়নি। মহিলাদের পক্ষে শুকরমণি ওরাওঁ বলেন, 'বিদায়ি ম্যানেজার ভাস্কর চক্রবর্তীকেই চাই। মালিকের ভাইয়ে আসার কথা হয়েছিল এদিন তিনি আসতে পারেননি ঠিকই, তবে আমরা আন্দোলন থেকে সরছি না।'

বোনাস আন্দোলনে গ্রাসমোড়ের মহিলারা শ্রমিকরাই অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। তাঁরাই পদত্যাগী ম্যানেজারকে ফিরিয়ে আনতে আন্দোলন শুরু করেছেন।

হস্তীশাবকের সঙ্গে ইউসুফ পাঠান। (ইউসুফ পাঠানের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নেওয়া ছবি)।

হস্তীশাবকের সঙ্গে ছবি

চালসা, ১৪ নভেম্বর : নির্বাচনি প্রচার সেরে ডুয়ার্সের জলদাপাড়া ও গরুমারা জাতীয় উদ্যান ভ্রমণ করেছেন সাংসদ তথা ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন তারকা ইউসুফ পাঠান। ডুয়ার্সের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। গরুমারা এবং জলদাপাড়ায় উদ্ধার হওয়া হস্তীশাবকদের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবিও পোস্ট করেছেন ইউসুফ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকা থেকে দলছুট এই সমস্ত হস্তীশাবক উদ্ধার করেছেন বনকর্মীরা। এই মুহূর্তে বন দপ্তর এই শাবকদের লালনপালন করছে। বনকর্মীদের এই ভূমিকায় খুশি প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বনকর্মীদের। জলদাপাড়ায় উদ্ধার হওয়া হস্তীশাবক 'গজরাজ' ও 'তিস্তারানি'র সঙ্গে খোশমেজাজে দেখা যায় ইউসুফকে।

শিশুদের জন্য উদ্যোগ

নাগরাকাটা, ১৪ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার শিশু অধিকার সপ্তাহের প্রথম দিন মালবাজার ও মেটেলি ব্লকে শিশুদের নিয়ে ক্যাম্প এক্সপোজার ভিজিটের আয়োজন করেছিল সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)। সহযোগিতায় ছিল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট (সিনি)। শিশু সুরক্ষা কমিটির উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়। দেশের প্রতিরক্ষায় নিরাপত্তাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে শিশুদের বিশদে জানানো হয়। অনুষ্ঠান শেষে এসএসবি'র (৪৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন) পক্ষ থেকে শিশুদের হাতে খেলাধুলার জুতো দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এসএসবি'র কমান্ডান্ট সুরেশ কুমার, ডেপুটি কমান্ডান্ট সুনীল কুমার, সিনি'র জলপাইগুড়ির কোঅর্ডিনেটর বর্ণালি দাশগুপ্ত কর প্রমুখ।

মামাশ্বশুরের ঘুসিতে নাক ফাটল বৌমার

ময়নাগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : বৌমাকে ঘুসি মেরে নাক ফাটানো ও পরনের কাপড় ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল মামাশ্বশুরের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নীরেন্দ্রপুর মধ্যপাড়ায়। ঘটনায় জখম মহিলা ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ি থানায় অভিযুক্ত মামাশ্বশুরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

অভিযোগ, নীরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা শুক্লা সরকারের চার বছরের মেয়ে এদিন দুপুরে সেন্টারে খাবার আনতে যায়। তখন অভিযুক্তর বছর চোদ্দোর ছেলে বাচ্চাটিকে কুকথা বলেছে। খবর পেয়ে শুক্লা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেওরকে মৃদু বকাবকি করেন। পাল্টা ওই কিশোর তাঁকে অশ্লীল গালিগালাজ করে। মেয়েকে নিয়ে তিনি ঘরে ফেরেন। কিছুক্ষণ পরই অভিযুক্ত মামাশ্বশুর শুক্লার বাড়ি গিয়ে স্বামী না থাকার সুযোগে তাঁর উপর চড়াও হয় ও মারধর করে নাক ফাটায় ও পরনের কাপড় ছিঁড়ে দেয়। তাঁর চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে বাঁশ দিয়ে পেটায় বলে অভিযোগ। তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরা জড়ো হলে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। প্রতিক্রিয়া জানতে অভিযুক্তকে ফোন করা হলেও তিনি কথা বলেননি।

অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় জখম

মালবাজার, ১৪ নভেম্বর : ট্রাফিক রেড সিগন্যাল থাকলেও অ্যাম্বুল্যান্সের দুরন্ত গতিতে আহত হলেন এক ব্যক্তি। জখম সেই ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আটক অ্যাম্বুল্যান্সের চালক। ধূপগুড়ির নাথুয়ার বাসিন্দা চন্দন রায় মালবাজার বিএসএনএল অফিসে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। মাল শহরের সুভাষ মোড় এলাকায় ট্রাফিক সিগন্যাল লাল দেখে রাস্তা পার করার চেষ্টা করছিলেন তিনি। তখনই আচমকা একটি অ্যাম্বুল্যান্স তীব্র গতিতে ধাক্কা মারে তাঁকে। অ্যাম্বুল্যান্সটি মেটেলি ব্লকের শালবাড়ি থেকে রোগী নিয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশে যাচ্ছিল। অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন চন্দন। মাথায় গুরুতর চোট লাগে। ট্রাফিক পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অ্যাম্বুল্যান্সটির চালককে আটক করা হয়। সেই অ্যাম্বুল্যান্সের রোগীকে অন্য একটি অ্যাম্বুল্যান্সে শিলিগুড়ি পাঠানো হয়।

সুভাষ মোড়ের ট্রাফিক পয়েন্টে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে সকলের জন্য। মাসখানেক আগেও সুভাষ মোড়ের ট্রাফিক পোস্টে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় একটি লরি। তার কিছুদিন পর সেখানেই দুটো মোটর সাইকেল ওভারটেক করার সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়। যদিও সমস্ত দুর্ঘটনায় প্রাণে রক্ষা পান আহতরা।

মাল থানার ট্রাফিক ওসি দেবজিৎ গুহ বলেন, 'অ্যাম্বুল্যান্সটি চালক সহ আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

আরেকটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক তরুণ, গুরুতর আহত কিশোরী। নিহতের নাম চিরঞ্জিৎ ওরাওঁ। চিরঞ্জিৎ প্যালিকাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গজলডোবা থেকে বাইকে করে আসছিলেন মালবাজারের উদ্দেশে। ডামডিম মোড়ের কাছে রানিচেরা বাগান সংলগ্ন এলাকায় একটি ঝোরায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক নিয়ে পড়ে যান দুজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চিরঞ্জিতের। আহত অনুপমা ওরাওঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবস পালন

চালসা, ১৪ নভেম্বর : বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবসে চালসায় আয়োজন করা হয়েছিল বিশেষ স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির। বৃহস্পতিবার লায়ন্স ক্লাব অফ মেটেলির তরফে জনবহুল চালসা গোলাইয়ে ওই শিবির করা হয়। ডায়াবিটিস পরীক্ষার পাশাপাশি দেখা হয় ব্লাড প্রেসারও। পথচলতি বহু মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। লায়ন্স ক্লাব অফ মেটেলির সম্পাদক রাহুল গুপ্তা বলেন, সচেতনতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে বহু মানুষ এসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন।

ছত্রাক ধরা সন্দেশ বিক্রি, নিন্দার ঝড়

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : মিষ্টির দোকান থেকে সন্দেশ কিনে হতভম্ব হয়ে গেলেন ক্রেতা। নাতির জন্য সন্দেশ কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন দিদা। বাড়িতে প্যাকেট খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ। ছত্রাক ছেয়ে আছে সন্দেশে, দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। ভাগ্যিস না দেখে পেটে পুরে দেওয়া হয়নি। মুখে পুরলেই বিপত্তি হয়ে যেত। নাতির জন্য ময়নাগুড়ির একটি মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন মেয়ের বাড়ি জলপাইগুড়িতে।

এরপর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছত্রাক ধরা সেই সন্দেশের ছবি পোস্ট করা হয়। প্রচুর শেয়ার হতে থাকায় নিন্দার ঝড় ওঠে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই বিষয়ে অবশ্য কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

১২ নভেম্বর, মঙ্গলবার ময়নাগুড়ির জনৈক বাসিন্দা এক মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কেনেন। ওই ছবি আপলোড করতেই নিমেষে ভাইরাল হয়ে যায়। ক্রেতার অভিযোগ, প্রশাসনের নজরদারি নেই। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী বলেন, কাঁচা সন্দেশ সকালে তৈরি করলে বিকেলেই নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়াও আমি শারীরিক অসুস্থতার কারণে ক'দিন ধরেই দোকানে যেতে পারিনি। হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা করিয়ে ফিরলাম আজ।

বিভিন্ন খাবার দোকান, যেমন হোটেল, রেস্তোরাঁ, মিষ্টির দোকান এমনকি ফুটপাথের অসংখ্য খাবারের দোকানে কোনও নজরদারি নেই প্রশাসনের। এর আগেও এমন অভিযোগ একাধিকবার উঠেছে। কোনও সুফল মেলেনি।

পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'আমাদের নিজস্ব ফুড ইনস্পেকটর নেই। ফুড সেফটি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযান চালানো হবে।'

ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার কার্যনির্বাহী সভাপতি অমল রায় বলেন, 'অধিকাংশ খাবারের দোকানেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। নিয়মিত প্রশাসনের তদারকি অত্যন্ত জরুরি।' ময়নাগুড়ি সুভাষনগর হাইস্কুলের শিক্ষক আনন্দ দাম বলেন, 'অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। যথেষ্ট বিপজ্জনকও বটে। এই বিষয়ে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ দাবি করছি।'

বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা। পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আশিস দত্তের কথায়, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় ছত্রাক ধরা মিষ্টির ছবি দেখে শিউরে উঠেছি। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। নজর দেওয়া প্রয়োজন।'

> ময়নাগুড়িতেও আলাদা টিম রয়েছে ফুড সেফটির। জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে নিয়মিত সমস্ত খাবারের দোকানে পরিদর্শন করা হয়। তবে ময়নাগুড়ির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। পেলে অবশ্যই খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **রাজেন রাই ফুড সেফটি অফিসার, জলপাইগুড়ি**

জলপাইগুড়ির ফুড সেফটি অফিসার রাজেন রাইয়ের বক্তব্য, 'ময়নাগুড়িতেও আলাদা টিম রয়েছে ফুড সেফটির। জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে নিয়মিত সমস্ত খাবারের দোকানে পরিদর্শন করা হয়। তবে ময়নাগুড়ির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। পেলে অবশ্যই খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

তবে এই মিষ্টির ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। মিষ্টির মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সকলে। প্রশাসনের কড়া নজরদারির দাবি তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিভিন্ন গ্রুপে এই ছবি ঘুরছে। এখনও কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি যদিও।

দুর্ঘটনা

বানারহাট, ১৪ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বানারহাট চামুর্চি মোড় এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় আহত হয় দুজন। এদিন বানারহাট থানার দিক থেকে মোটর সাইকেলে দুজন ভাড়া করা ছোট একটি গাড়ি আচমকা এসে পুলিশের ব্যারিকেডে সজোরে ধাক্কা মারে। এরপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মোটর সাইকেলের ওপরে উঠে যায় গাড়িটি। ওই ঘটনায় দুজন আহত হয়েছে। তাদের উদ্ধার করে বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বানারহাট থানার পুলিশ।

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট জনস্বার্থ মামলায় সাময়িক নিষ্পত্তি দিয়েছে মালবাজারের পুর চেয়ারম্যান স্বপন সাহাকে। এই রায় ঘোষণার পর মালবাজারে ফিরেই ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি দাবি করেছেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। পরবর্তীতে মহকুমা শাসককে লিখিতভাবে জানিয়ে পুনরায় দায়িত্বভার নেন স্বপন।

কাজে যোগ দিচ্ছি, স্বপনের চিঠি

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৪ নভেম্বর : মালবাজারের মহকুমা শাসককে চিঠি দিয়ে পুনরায় দায়িত্বভার নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ডেড পুর চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। দীর্ঘ একমাস অসুস্থতাজনিত কারণে ছুটিতে ছিলেন তিনি। সেই বিষয়টি চিঠি দিয়ে আগেই জানিয়েছিলেন মহকুমা শাসককে বলে স্বপনের দাবি। তাঁর বক্তব্য, 'মালবাজার পুর নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়া আমার নৈতিক কর্তব্য। থমকে থাকা উন্নয়নমূলক কাজগুলো পুনরায় শুরু করা হবে।'

যদিও বিষয়টিকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধী দল। বিরোধীদের দাবি, বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে দল থেকে সাসপেন্ড হয়েছেন পুর চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। সেজন্য লোকলজ্জার খাতিরে বাধ্য হয়ে ছুটির আবেদন করতে হয় তাঁকে। যদিও ছুটি নেওয়ার পর অধিকাংশ সময়ই মালবাজার শহরেই দেখা গিয়েছে তাঁকে।

এ বিষয়ে কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাস বলেন, 'হাইকোর্টে বিচারাধীন কোনও বিষয়ে মন্তব্য করা উচিত নয়। তবুও আমরা চাই নিরপেক্ষ অডিট এবং তদন্ত করুক সংশ্লিষ্ট বিভাগ, তাহলে দুর্নীতির ছবিটা স্পষ্ট হবে সবার কাছে।'

বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা কটাক্ষ করে বলেন, 'বিভাগীয় অডিটকে প্রভাবিত করতেই স্বপনবাবু পুনরায় কাজে যোগ দিলেন। নচেৎ এতদিন তিনি মালবাজারে থেকেও কেন চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসলেন না?' এ

> মালবাজার পুর নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়া আমার নৈতিক কর্তব্য। থমকে থাকা উন্নয়নমূলক কাজগুলো পুনরায় শুরু করা হবে।
>
> **স্বপন সাহা**

বিষয়ে কিন্তু আলোচনা চলছে শহরের অলিগলিতে। যদিও তেমন কোনও মন্তব্য করতে চাননি ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি। তাঁর কথায়, 'সম্পূর্ণ বিষয়টি দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। দলের সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নেব।'

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট জনস্বার্থ মামলার রায় ঘোষণার পর স্বপন সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছিলেন, তিনি খুব শীঘ্রই পুরসভায় ফের দায়িত্বভার নেবেন। তারপর থেকেই স্বপনের ঘনিষ্ঠ মহলে উৎসবের বাতাবরণ তৈরি হয়। সেই কথামতো মঙ্গলবার মহকুমা শাসককে লিখিতভাবে কাজে যোগদানের বিষয়টি তিনি জানান।

এ ব্যাপারে তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমার কাছে তো চিঠি আসেনি। প্রশাসন নিয়ম মেনে পদক্ষেপ করবে।'

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অন্তর্বর্তীকালীন অডিট চলাকালীন বেশকিছু অসংগতি নজরে আসে তদন্তকারী দলের। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে সেই তদন্ত চলাকালীন হঠাৎই সাসপেন্ড করা হয় মাল পুরসভার চেয়ারম্যানকে। তারপর থেকেই তিনি বিভিন্ন সময়ে সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, তিনি অসুস্থতার জন্য অনির্দিষ্টকাল ছুটিতে রয়েছেন।

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট জনস্বার্থ মামলায় সাময়িক নিষ্পত্তি দিয়েছে স্বপনকে। যদিও পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিবের তত্ত্বাবধানে অডিট করিয়ে মামলাকারী আইনজীবী সুমন শিকদারকে হস্তান্তর করতে বলেছে কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতা থেকে মালবাজারে ফিরেই ঘনিষ্ঠ মহলে দাবি করেছেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং কলকাতা হাইকোর্ট মামলা থেকে নিষ্পত্তি দিয়েছে। সেহেতু তাঁর পুরসভা অফিসে দায়িত্বভার নিতে বাধা থাকল না। পরবর্তীতে মঙ্গলবার মহকুমা শাসককে লিখিতভাবে জানিয়ে পুনরায় দায়িত্বভার নেন স্বপন।

শিশু দিবসে নারীশক্তির বন্দনা নাগরাকাটার শিশুমিত্র পুরস্কারপ্রাপক ঘাসমারি স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক স্কুলে।

জেলাজুড়ে বর্ণময় শিশু দিবস উদযাপন

পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলে বিশেষ মেনু

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৪ নভেম্বর : কোথাও তাক লাগিয়ে দিল খুদেদের উপস্থাপিত নারীশক্তির বন্দনা। কোথাও বা ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুলের মিড-ডে মিলে ছিল বিশেষ মেনু। কেউ কেউ কচিকাঁচাদের বাইরে বেড়াতেও নিয়ে গেলেন। চা বাগানের সরকারি ক্রেশেও একরত্তিদের নিয়ে কেক কেটে দিনটি উদযাপন করা হয়। উপহার হিসেবে দেওয়া হয় খেলার সামগ্রী। সব মিলিয়ে জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে বৃহস্পতিবারের শিশু দিবস ছিল বর্ণময়।

এদিন ময়নাগুড়ির খাগড়াবাড়ি গার্লস হাইস্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে ছাত্রীরা। শিক্ষিকাদের উদ্যোগে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল ছাত্রীর জন্য স্পেশাল মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করা হয়। মেটেলি ব্লকের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্কুলেও শিশুদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছিল কেক কাটা থেকে শুরু করে বিনোদনমূলক হরেক অনুষ্ঠান।

ওদলাবাড়ির বিভিন্ন স্কুলে মিড-ডে মিলে স্পেশাল মেনুর ব্যবস্থা করা হয়। ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর। তারঘেরা এসপি প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারা চাচা নেহরুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে দিনভর খেলা করে। পরে মিড-ডে মিলের স্পেশাল মেনু উপলক্ষ্যে ব্যবস্থা করা হয় তিথি ভোজনের।

ওদলাবাড়ি সহ বাগ্রাকোটের বিভিন্ন বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলেও দিনটি বিশেষভাবে পালন করা হয়েছে। বাগ্রাকোটের মাউন্ট অলিভ স্কুলে এদিন 'সেলেস্টা' শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শনিবার সায়েন্স ও আর্টস প্রদর্শনীর আয়োজনও করা হবে এখানে। ওদলাবাড়িতে হোলি ভিউ জুনিয়ার হাইস্কুলে সব ছাত্রছাত্রীর জন্য বিশেষ খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ।

নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চা বাগানের কর্মরত মায়েদের কোলের শিশুদের রাখার জন্য সরকারি ক্রেশে শিশু দিবসকে ঘিরে ছিল এলাহী আয়োজন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, সমাজসেবী প্রেম ছেত্রী প্রমুখ। ওই ক্রেশের দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন। নাগরাকাটারই শিশু মিত্র পুরস্কারপ্রাপক ঘাসমারি স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রীরা নারীশক্তির বন্দনার ওপর একটি তাক লাগানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দেয়।

খুদেদের প্রশিক্ষক ও স্কুলের সহ শিক্ষিকা জয়ীতা দত্তর কথায়, 'শহর কিংবা গ্রাম- শিশুদের প্রতিভায় কোনও পার্থক্য নেই। দরকার শুধু সুযোগের।' ওই স্কুলের তরফে এদিন দেওয়াল পত্রিকা ডায়না-র বিশেষ শিশু দিবস সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ছিলেন সুশান্ত রায়, মহম্মদ আলি আনসারি, কাজি থাপা, মিলি শৈব্যর মতো শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

অন্যদিকে, এদিন বৃহস্পতিবার মাল ব্লকের রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাটকানজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছোটদের সঙ্গে শিশু দিবস পালন করেন মালের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ, রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চিকবড়াইক সহ অন্যরা। স্কুল পড়ুয়াদের হাতে চকোলেট, কেক সহ বিভিন্ন উপহার তুলে দেন প্রশাসনিক কর্তারা। উপহার পেয়ে খুশি পড়ুয়ারা।

বাল্যবিবাহ রুখতে নম্বর শেয়ার বিডিওর

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার ছিল শিশু দিবস। এই বিশেষ দিনে জলপাইগুড়ির সেন্ট্রাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রীদের সামনে সোশ্যাল মিডিয়ার খারাপ দিকগুলো তুলে ধরলেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ সহ অন্য কোনও বিপদে পড়লে ফোন করার জন্য শেয়ার করলেন নিজের ফোন নম্বরও।

বিডিও প্রথমেই প্রশ্ন ছুড়ে দেন ছাত্রীদের উদ্দেশে- সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট রয়েছে কতজনের? উপস্থিত প্রায় সকলেই হাত তুলে সম্মতি জানায়। এরপর তিনি বার্তা দেন, এই বয়সে নতুন নতুন বন্ধু বানানোর ইচ্ছে মনে আসে। কিন্তু সেই ইচ্ছেকে সরিয়ে রাখতে হবে। অপরিচিত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিজের ব্যক্তিগত কিছু শেয়ার করা যাবে না। একান্ত ব্যক্তিগত কিংবা নিজের একা ছবি পোস্ট করা থেকে যতটা পারবে বিরত থাকবে।

এছাড়া বিডিও ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, 'বাড়ি থেকে বিয়ে দেওয়ার কথাবার্তা বললে বাবা-মাকে বোঝাতে হবে। নাবালিকাদের বিয়ে আইনত অপরাধ। তারপরেও যদি কারও পরিবার না শোনে তাহলে শিক্ষিকা কিংবা আমাকে জানাতে পারো। বাবা-মার সব কথা শুনবে। কিন্তু এই বয়সে বিয়ে একেবারেই 'নো'।' এরপর শিক্ষিকাদের উদ্দেশে আবেদন রেখে বিডিও'র নম্বর শেয়ার করতে বলেন।

এ বিষয়ে দশম শ্রেণির ছাত্রী কাবেরী রায় বলে, 'বাল্যবিবাহ যে অপরাধ তা আমরা জানি। তবে এদিন বিডিও স্যারের নম্বর পাওয়ার পর আলাদা শক্তি পেলাম।' শিশু দিবসের দিন বিডিও আসায় এবং এমন বার্তা দেওয়ায় খুশি ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তনিমা কর্মকার। তাঁর কথায়, 'শিশু দিবসের দিন বিডিও স্যারের আগমন অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের। ছাত্রীরাও বেশ আনন্দিত।'

মারধরের অভিযোগ

ময়নাগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : পুরোনো দিনের ঝামেলাকে কেন্দ্র করে ছেলে ও মাকে মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি বুধবার রাতে ময়নাগুড়ি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ড পেটকাটিতে ঘটেছে। অভিযোগের তির প্রতিবেশী দুই তরুণের দিকে। বৃহস্পতিবার সকালে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে আহত মা ও ছেলে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

ঘটনার দিন পেটকাটিতে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন রূপকুমার সরকার। ময়নাগুড়ি কলেজের বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তিনি। সেইসময় সহসা দুই প্রতিবেশী তরুণ তাঁকে চড় ও ঘুসি মারতে শুরু করে বলে অভিযোগ। রূপ ছুটে যান বাড়ির ভেতরে। রূপকে ওভাবে ছুটতে দেখে বাইরে আসেন রূপের মা রীতা সরকার। অভিযোগ, অভিযুক্ত তরুণরা রূপের মাকেও ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর বাড়ির অন্যরা বেরিয়ে এলে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এরপর বৃহস্পতিবার দুপুরে রূপের মা ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, 'ওদের সঙ্গে এক বছর আগে ঝামেলা হয়েছিল। হয়তো সেই আক্রোশেই এমন ঘটনা ঘটিয়েছে।'

এদিকে, এদিন অভিযুক্ত ওই দুই তরুণকে বাড়িতে গিয়েও পাওয়া যায়নি। ফোনে চেষ্টা করেও তাদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

আশায় দক্ষিণ বেরুবাড়ির চারটি গ্রাম

জমি জরিপে নকশা আসছে কলকাতা থেকে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : দক্ষিণ বেরুবাড়ির বাসিন্দাদের জমির নথি তৈরি করতে এখন ভরসা পশ্চিমবঙ্গ ল্যান্ড সার্ভেয়ার বিভাগের নকশা। জেলা প্রশাসনের আবেদনের ভিত্তিতে সেই জমির নকশা এলেই বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা শুরু করবে জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। এ ব্যাপারে জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্যর বক্তব্য, 'আমরা রাজ্যের ল্যান্ড সার্ভেয়ার বিভাগ থেকে দক্ষিণ বেরুবাড়ির চারটি গ্রামের জমির নকশা চেয়ে পাঠিয়েছি।'

ইতিমধ্যে সীমান্ত সুরক্ষা নাগরিক কমিটির তরফে ভূমি দপ্তরে জমা করা জমির নকশার সঙ্গে ল্যান্ড সার্ভেয়ারের পাঠানো জমির নকশার কাগজ মিলিয়ে দেখেই বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা শুরু করা হবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

জেলা শাসক শামা পারভিন জানান, বিএসএফের সঙ্গে দক্ষিণ বেরুবাড়ির জমি জরিপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ৮০ শতাংশ কাজ এগিয়েছে। বাসিন্দাদের জমির ওপর পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে খুব শীঘ্রই। বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার কাজ করে জমির সমস্যার সমাধানের পরেই পাকাপাকিভাবে সীমান্তে স্থায়ী পিলার বসানোর কাজ বিএসএফ-কে সঙ্গে নিয়েই করা হবে।

দক্ষিণ বেরুবাড়ি পঞ্চায়েতের চিলাহাটি, বড়শশী, নাওতারি নবাবগঞ্জ ও নাওতারি দেবোত্তর কাজলদিঘি গ্রাম চারটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অ্যাডভার্স পজেশন বা বেদখল সমস্যাজনিত গ্রাম বলেই পরিচিত। গ্রামের

দক্ষিণ বেরুবাড়ির আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা।

> **সমস্যা কোথায়**
>
> ■ দক্ষিণ বেরুবাড়ির চারটি গ্রাম ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বেদখল সমস্যাজনিত গ্রাম বলে পরিচিত
>
> ■ বাসিন্দাদের আবাদি ও বসতভিটের জমির দলিলে আজও বাংলাদেশের বোদা থানার উল্লেখ
>
> ■ জমির দলিল এখনও রয়েছে বাপঠাকুরদার নামে

বাসিন্দাদের আবাদি ও বসতভিটের জমির দলিলে আজও বাংলাদেশের বোদা থানার উল্লেখ রয়েছে। জমির দলিল এখনও রয়েছে বাপঠাকুরদার নামে। পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের নামে জমির নামজারি আজও হয়নি।

এদিকে বিএসএফ এবং ভূমি দপ্তর থেকে এই চারটি গ্রামের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের জিরো পয়েন্টে অস্থায়ী পিলার বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। সীমান্ত সড়ক ও কাঁটাতারের বেড়া কোন জমির উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তা ঠিক করতেই আগে থেকেই চিহ্নিত করে রাখা হচ্ছে বর্তমান যৌথ জরিপের মধ্য দিয়ে।

এ ব্যাপারে দক্ষিণ বেরুবাড়ির পঞ্চায়েত উপপ্রধান অন্নকান্ত দাস জানান, গ্রামবাসীদের বাড়ি, বসতভিটের জমি, স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, মন্দির বাঁচিয়েই সীমান্তে অস্থায়ী পিলার বসানোর কাজ শুরু করেছে রাজ্য ও কেন্দ্র।

রাজ্য ও কেন্দ্রের বর্তমান জরিপে খুশি বলে জানালেন দক্ষিণ বেরুবাড়ির সীমান্ত নাগরিক সুরক্ষা কমিটির সভাপতি সারদাপ্রসাদ দাস। তবে তিনি বলেন, 'বাসিন্দাদের জমির দখলিস্বত্ব ভারতীয় মৌজায় দ্রুত দিতে হবে। নইলে যে রাস্তা ও বেড়া করা হবে বলে এখন পিলার বসানো হচ্ছে তাতে অনেক আবাদি জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। কাজেই সেই জমির দখলিস্বত্ব গ্রামের মানুষের নামে না থাকলে জমি অধিগ্রহণের কাজই এগোবে না। আমরা নাগরিক সমিতি থেকে ভূমি দপ্তরকে জমির নকশা দিয়েছি। আশা করছি দ্রুত সমস্যা মিটবে।'

বেরুবাড়ির জমি সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের জেলা কোঅর্ডিনেটর চন্দন ভৌমিক বলেন, 'আমি জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ করেছি। বাসিন্দাদের জমির কাগজের ফয়সালা না করাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তাঁরা পাচ্ছেন না। দ্রুত কীভাবে তাঁদের জমির দখলিস্বত্ব দেওয়া যায় তার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। কোথা থেকে জমির নকশা আনা হবে প্রশাসনকে দ্রুত সেই বিষয়ে রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

১৪ মাসের ভাতা বকেয়া প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ারদের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : নাবালিকা বিয়ে রুখে দেওয়া থেকে শুরু করে সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষকে বিনামূল্যে আইনি পরিষবা পাইয়ে দেওয়া, পরিবহণ দপ্তরের জরিমানা আদায়ে লোক আদালত আয়োজন করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেও মাসের পর মাস ভাতাহীন জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ার (পিএলভি)-রা।

এই মুহূর্তে জেলার তিন মহকুমা মিলে মোট ৪৩ জন প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ার সক্রিয় রয়েছেন। চুক্তিভিত্তিক এই কর্মীদের দাবি অনুসারে, গত বছর জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসের ভাতা বকেয়া রয়েছে তাঁদের। এরপর দু'মাস বসিয়ে

ধূপগুড়ি

রেখে ফের চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে নবীকরণ হলেও সেই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত নয় মাসের ভাতা বকেয়া পড়ে রয়েছে জেলার পিএলভিদের।

এর মাঝে ১১ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরফে জারি এক নির্দেশিকায় ডিসেম্বর মাস থেকে পিএলভিদের দৈনিক ভাতা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৭৫০ টাকা করা হয়েছে। দৈনিক ভাতা বৃদ্ধির আনন্দের চাইতে চোদ্দো মাসের বকেয়া না পাওয়ার জ্বালা নিয়ে সরব কর্মরত পিএলভি'রা। জেলায় দীর্ঘদিন কর্মরত এক প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ার বলেন, 'প্রকাশ্যে মুখ খুললেই পরেরবার নবীকরণ থেকে নিশ্চিতভাবে বাদ দেওয়া হবে। না হলে অফ ডিউটি করে বসিয়ে রাখা হবে। এই ভয়ে আমরা কেউই মুখ খুলি না। গরিব মানুষকে আইনি পরিষেবা পাইয়ে দিতে গিয়ে আমরা নিজেরাই বঞ্চিত হয়ে পড়েছি।'

যদিও জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ পিএলভিদের তোলা এমন অভিযোগ মানতে রাজি নন। জেলা সচিব অনুপম সরকারের কথায়, 'আমি সদ্য এখানে বদলি হয়ে এসেছি। ফলে বিস্তারিত সবটা জানি না। যতটুকু তথ্য হাতে পেয়েছি তাতে এত দীর্ঘসময় ভাতা বকেয়া থাকার কথা নয়। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

জেলায় সক্রিয় পিএলভিদের সমস্ত অভিযোগের তির এর আগের দফায় জেলা কর্তৃপক্ষের সচিব পদে দায়িত্ব সামলানো এক মহিলা আধিকারিকের বিরুদ্ধে। অক্টোবরে তিনি এখান থেকে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। তিনি দায়িত্বে থাকাকালীন বারবার অনুরোধের পরেও পিএলভিদের ভাতা দিতে উদ্যোগী হয়নি কর্তৃপক্ষ। আশপাশের সব জেলায় নিয়মিত প্রতি মাসে ভাতা দেওয়া হয় বলে দাবি জেলার সক্রিয় পিএলভিদের। এই অবস্থায় জলপাইগুড়িতে নাবালিকা বিয়ে আটকানো সহ অন্যান্য কাজে কিছুটা হলেও শিথিলতা এসেছে বলেই জানাচ্ছেন এই পেশায় যুক্ত ভাতার দাবিতে অপেক্ষারত পিএলভিরা।

জল্পেশ সহযোগী স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের সদস্যরা মিলিত হয়ে তৈরি করছেন হরেক মডেল। বৃহস্পতিবার।

উজ্জ্বল সংঘের আকর্ষণ স্থায়ী রাসচক্র

ময়নাগুড়িতে রাসমেলায় ভূতের শো

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ময়নাগুড়ি জল্পেশ মেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকায় দুটি ক্লাবের তরফে আলাদাভাবে রাসপুজো ও মেলার আয়োজন করা হয়েছে। দুটো পুজোকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের মধ্যে উৎসাহ চরমে। শুক্রবার রাসপূর্ণিমা। তার আগে বৃহস্পতিবার জল্পেশ মেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত দুটি পুজো কমিটি।

জল্পেশ সহযোগী স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের রাস উৎসবের এবছর ১৪তম বর্ষ। মাঠজুড়ে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে। প্যান্ডেলের পাশাপাশি পুজো কমিটির সদস্যরা মিলিত হয়ে প্যান্ডেলের ভেতর চারদিনব্যাপী ভূতের শো দেখানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন। থিমের নাম ভূতের ঘর। পুজো কমিটির সদস্যরা নিজেরাই হাত লাগিয়ে বিভিন্ন মাপের ও আকারের ভূতের মডেল তৈরি করছেন। মাঠের মধ্যে অস্থায়ী রাসচক্র তৈরি করা হচ্ছে। মূর্তি তৈরি করছেন স্থানীয় শিল্পী দীনবন্ধু রায়।

পুজো কমিটির সভাপতি চয়ন দাস জানান, ভূতের শো দেখানোর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মঞ্চে চারদিনব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাস উৎসবের আয়োজনে কোনও রকমের খামতি রাখা হচ্ছে না বলে জানালেন কমিটির সম্পাদক প্রদীপ রায়।

অন্যদিকে, উজ্জ্বল সংঘের রাসপুজোর এবছর ৫৩তম বর্ষ। পুজোর জায়গায় তৈরি করা হয়েছে সুবিশাল প্যান্ডেল। উজ্জ্বল সংঘের রাস উৎসবের বাড়তি আকর্ষণ এখানকার স্থায়ী রাসচক্র। প্রতি বছর রাসপূর্ণিমার দিন ওই রাসচক্রকে নতুনভাবে সাজানো হয়।

শুক্রবার গ্রামের কয়েকশো মহিলা মিলিত হয়ে কলস যাত্রায় বের হবেন। এরপর শুরু হবে ১৬ প্রহর ব্যাপী সংকীর্তন। এখানকার রাসমেলা দেখার জন্য বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ আসেন বলে জানালেন পুজো কমিটির সম্পাদক কার্তিকচন্দ্র রায় ও সভাপতি অশোক রায়।

সিঙ্গীমারির রাস উৎসবে সাম্প্রদায়িক মেলবন্ধন

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে উজ্জ্বল সিঙ্গীমারির রাস উৎসব। এবার এই উৎসব ৩৮তম বর্ষে পড়ল। স্থানীয় সন্ধানী সংঘ ও পাঠাগারের উদ্যোগে হওয়া এই উৎসব উপলক্ষ্যে বসছে মেলা। রাস উৎসবের পাশাপাশি মেলার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। হিন্দুদের পাশাপাশি এই উৎসবের আয়োজক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন- এটাই এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

সিঙ্গীমারি গ্রাম ছাড়াও আশপাশের লক্ষ্মীরহাট, বাংলারঝাড় দোমোহিন ও ময়নাগুড়ির কয়েক হাজার মানুষের কাছে আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু সন্ধানী সংঘ ও পাঠাগারের রাস উৎসব। শুক্রবার রাসপূর্ণিমার দিন রাধাকৃষ্ণের পুজোর মাধ্যমে রাস উৎসবের সূচনা হবে। এদিনই পুজো প্রাঙ্গণে মেলার উদ্বোধন করবেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন।

সন্ধানী ক্লাব ও পাঠাগারের সভাপতি ভলেন রায় ও সহ সম্পাদক গোলাব মহম্মদ জানান, গ্রামের জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে এই মেলা ও পুজোয় অংশ নেন। পুজোর সব আয়োজন মিলেমিশে করেন বাসিন্দা অঞ্জলি রায়, লক্ষ্মী রায়, সঞ্জয় রায়, রঞ্জিত শীল, বাবলু হক, আলিউল ইসলাম। এটাই এই পুজোর অন্যতম ঐতিহ্য। বর্তমানে জোরকদমে চলছে পুজো ও মেলার আয়োজন। পুজোর জন্য সুউচ্চ সুন্দর মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে। নাগরদোলা থেকে শুরু করে ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য যেমন বিভিন্ন আয়োজন থাকছে, তেমনই ছোট-বড় প্রায় পাঁচ শতাধিক দোকান থাকছে মেলায়। রাসপূর্ণিমার দিন থেকে তিনদিন পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের পুজো চলবে। পুজো ও মেলা কমিটির সহ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় রায় জানান, প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে। তাছাড়া দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থাও থাকছে।

জেলার খেলা

ডিপিএসের টেনিস

ট্রফি ও শংসাপত্র হাতে লন টেনিসে সফল খেলোয়াড়রা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) ফুলবাড়ির তিনদিনের তৃতীয় সুরেন্দ্র আগরওয়াল মেমোরিয়াল আন্তঃস্কুল লন টেনিসের ফাইনাল বুধবার শেষ হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ছেলেদের ১২ বছর বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অভিমন্যুকুমার যাদব। ১৪ বছর বিভাগে চ্যাম্পিয়ন সস্মিত দালাল। ১৬ ও ১৮ বছর বিভাগে চ্যাম্পিয়ন প্রিয়দর্শন রাজ। মেয়েদের ১২ বছর বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ওজস্বী ঠাকুরি। ১৪ ও ১৬ বছর বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ইভানা অরোরা। ১৮ বছর বিভাগে চ্যাম্পিয়ন কাসভি আগরওয়াল। প্রতিযোগিতায় পাঁচটি স্কুলের ৫০ জন অংশ নিয়েছিল। পুরস্কার তুলে দেন বিএসএফের আইজি এসকে শর্মা এবং সিআরপিএফের ডেপুটি কমান্ডান্ট নিয়াজ আহমেদ। প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভিসি কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির প্রো ভিসি শরদ আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির পরিচালক স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ির অধ্যক্ষ অনীশা শর্মা, ডিপিএস ফুলবাড়ির অধ্যক্ষ মনোয়ারা বি আহমেদ প্রমুখ।

ধান নিয়ে বৈঠক

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার রাইস মিল মালিক ও পাইকারি চাল ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক হল। বৃহস্পতিবার রাজ্য খাদ্য দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি জনাব পরবেজ আহমেদ সিদ্দিকী জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের আরটিসি সভাকক্ষে বৈঠকটি করেন।

জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার খাদ্য নিয়ামকরা ছাড়াও অন্য খাদ্য আধিকারিক, রাইস মিল মালিক, পাইকারি চাল ব্যবসায়ীরা এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য খাদ্য দপ্তরের তরফে নভেম্বর মাস থেকে সরকারি মূল্যে ধান কেনা শুরু হয়েছে। এই ধান চালকল মালিকদের দিয়ে পরিবর্তে দপ্তর চাল নিয়ে থাকে। রাইস মিলের মালিকরা যাতে আগের মতো দপ্তরকে সহযোগিতা করেন, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির তরফে সেই আবেদন করা হয়। বৈঠকে রেজিস্ট্রেশন করা প্রকৃত কৃষকরা যাতে ধান বিক্রি করার সুযোগ পান এবং কোনওমতে যাতে ফড়েরা কৃষকদের থেকে ধান কিনতে না পারেন সেজন্য নজরদারি করা হবে।

প্রবীণদের জন্য আশ্রম

নাগরাকাটা ১৪ নভেম্বর : নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চা বাগানে তৈরি হতে চলেছে শ্রীহনুমান লক্ষ্মণ প্রাণদাতা আশ্রম। বৃহস্পতিবার শুরু হয় আশ্রম তৈরির কাজ। পুজোপাঠের মধ্য দিয়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এক বছরের মধ্যে কাজ শেষ করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আশ্রমে অনাথ ও প্রবীণদের বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া এলাকার বাসিন্দাদের চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। আশ্রমের অন্যতম নির্মাতা বরুণ ভগত বলেন, 'মানুষের ইচ্ছা ও সহযোগিতায় আশ্রম তৈরি করতে চলেছি। এলাকার বাসিন্দাদের জন্য একটি হাসপাতালও চালু করা হবে।'

আবাস যোজনায় ঘর না পেয়ে প্রশাসনের দ্বারে

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : আবাস যোজনার ঘরের দাবিতে বিডিওর দ্বারস্থ হলেন নন্দনপুর বোয়ালমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশ কুষ্ঠিয়া ১৭/২১৫ বুথের শতাধিক মানুষ। ঠকপাড়া, তাঁতিপাড়া, বোদাপাড়া, তিস্তার চর, বানিয়াপাড়ার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ২০১৮ থেকে সরকারি প্রকল্পে ঘরের আবেদন করলেও প্রায় ৫০০ পরিবারের নাম আবাসের তালিকায় কোনওদিন ওঠেনি। তাই ঘরের দাবিতে এদিন এলাকার শতাধিক মানুষ বিডিও অফিস এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার দাবি জানান। বিডিও উপস্থিত না থাকায় তাঁরা অন্যান্য আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরবর্তীতে বিডিওর সঙ্গে দেখা করার কথা জানিয়ে যান।

নন্দনপুর-বোয়ালমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ মানুষ আর্থিকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে। টিন, টালি, মাটির বাড়িই তাঁদের মাথা গোঁজার ঠাঁই। বর্ষায় ঘরে জল পড়ে। খুবই দুর্দশায় দিন কাটে। স্থানীয় বাসিন্দা শেফালি রায়, বেণুবালা রায়দের কথায়, 'আমাদের এই পাঁচটি গ্রামে সকলের অবস্থা দুর্বিষহ। ২০১৮ থেকে আমাদের গ্রামগুলিতে আবাস যোজনার সমীক্ষা করা হলেও তাতে কারও নাম ওঠেনি। এবারের তালিকাতেও কারও নাম নেই। আমরা চাই বিডিও নিজে গিয়ে এলাকা পরিদর্শন করে তারপর তালিকা বানান।' এদিকে নন্দনপুর বোয়ালমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুফল সরকার বলেন, 'এর আগে যাঁরা সমীক্ষা করতে এসেছিলেন তাঁরা ঠিকমতো তালিকা তৈরি করেননি। গ্রামবাসীরা আমার কাছে এলে আমি তাঁদের বিডিওর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিই।' এদিন গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিডিও অফিস এসেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক হীরেন রায়। তিনি বলেন, 'আমরা এই পরিবারগুলির পাশে রয়েছি। উপযুক্ত তালিকা প্রকাশ করে যোগ্য ব্যক্তিদের ঘর দেওয়া হোক।' প্রধান বিজেপির হলেও হীরেন অবশ্য সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেননি।

কঠোর নবান্ন

ম্যানুয়াল হাজিরা পদ্ধতি আর রাখা যাবে না বলে জানিয়ে দিল নবান্ন। অর্থ দপ্তরের সিনিয়ার ডেপুটি সেক্রেটারি স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বায়োমেট্রিক হাজিরাকেই উপস্থিতি হিসেবে গণ্য করা হবে।

দুর্ঘটনায় পুলকার

বৃহস্পতিবার কলকাতার বাইপাসে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেলারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি পুলকার। এই ঘটনায় এক পড়ুয়া ও পুলকারচালক জখম হন।

নাবালিকাকে ধর্ষণ

জন্মদিনের পার্টিতে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনায় এক তরুণের বিরুদ্ধে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত।

প্রস্তাব

কয়লা পাচার মামলায় বৃহস্পতিবার সিবিআই আদালতে চার্জ গঠনের প্রস্তাব দিলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। নির্দিষ্ট মামলা ও ধারা গ্রহণ করেছেন বিচারক।

হুঁশিয়ারিই সার, প্রতিবাদ শুধু সমাজমাধ্যমে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : প্রতিরোধের হুঁশিয়ারিই সার বিজেপির। নিয়মরক্ষার প্রতিবাদ শুধু কি সমাজমাধ্যমে? প্রশ্ন বিজেপিতে। বুধবার রাজ্যের ছয় বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট লুঠ ও সন্ত্রাসের অভিযোগের পর এদিন রাজ্যের কোথাও সরকারিভাবে কোনও প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে দেখা যায়নি বিজেপিকে। ভোট লুঠের অভিযোগ তোলা হলেও কমিশনে পুনর্নির্বাচনের দাবিও জানায়নি বিজেপি। যদিও ভোটের আগে একাধিকবার শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, এবার আর তৃণমূলকে অবাধে ভোট লুঠ করতে দেব না। প্রয়োজনে প্রতিরোধ হবে।

নির্বাচনের দিন উত্তরে মাদারিহাটে দলীয় প্রার্থীর ওপর হামলা, গাড়ি ভাঙচুর থেকে শুরু করে দক্ষিণে নৈহাটি সংলগ্ন ভাটপাড়ায় খুনের ঘটনায় দিনভর উত্তপ্ত ছিল ভোটবাজার। কিন্তু সেই ঘটনার প্রতিবাদে উত্তর থেকে দক্ষিণে কোনও প্রতিবাদ, বিক্ষোভ বা নিদেনপক্ষে কোনও পথ অবরোধের মতো কর্মসূচিতেও দেখা গেল না বিজেপিকে।

দিনভর তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোটলুঠের অভিযোগে সরব থাকলেও বাস্তবে এই ধরনের

বিজেপিতেই প্রশ্ন

কোনও কর্মসূচিই চোখে পড়েনি বিজেপির। ব্যারাকপুর বিজেপির এক নেতা বলেন, 'এই ধরনের কোনও কর্মসূচির কোনও নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়নি। ভোট শেষ করে কন্ট্রোল রুম থেকে বেরোতেই তো রাত ১০টা বেজে গেল। ঘেরাও কখন হবে?'

বৃহস্পতিবার দিনভর সিতাই, মাদারিহাট থেকে মেদিনীপুর, তালডাংরা বা নৈহাটি বা হাড়োয়ার মতো কেন্দ্রে সরকারিভাবে বিজেপির কোনও প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়নি।

এই প্রসঙ্গে উপনির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক রাজ্য নেতা আক্ষেপ করে বলেন, 'কীভাবে প্রতিবাদ হবে?' আমরা ভোট লুঠ সন্ত্রাস নিয়ে মিডিয়ায় অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু ১টি বুথেও পুনর্নির্বাচন চেয়ে কমিশনে দাবি জানাইনি।'

তবে, এদিন নন্দীগ্রামে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'গোটা রাজ্যেই ভোট লুঠ করে তৃণমূল। তৃণমূল কোথাও ভোট করে না। আর করলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে কাজে লাগিয়ে ভোট লুঠ করে।' দিল্লি থেকে রাজ্যের ভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিবাদ করেছেন রাজ্যে বিজেপির অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য। তিনি বলেছেন, 'পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড সহ দেশের একাধিক রাজ্যে উপনির্বাচন শান্তিপূর্ণ হলেও একমাত্র এই রাজ্যের নির্বাচনেই সন্ত্রাস অব্যাহত। তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূলই দায়ী। মালব্যর মন্তব্যে চূড়ান্ত হতাশা প্রকাশ করে দলের এক নেতা বলেন, 'দিল্লি থেকে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতা সমাজমাধ্যমে এই পোস্ট করার আগে উপনির্বাচনে তৃণমূলের ভোট সন্ত্রাস নিয়ে রাজ্যে দলের ভূমিকার বিষয়ে একবার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল।'

আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা...

শিশু দিবসে কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে। ছবি : আবির চৌধুরী

'রাশিয়া থেকে রাসায়নিক অস্ত্র আনা হয়েছে'

প্রাণহানির আশঙ্কা অর্জুনের

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : রাসায়নিক অস্ত্রে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁকে হত্যা করতে চক্রান্ত করেছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুরে এই অভিযোগ করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। এদিকে অর্জুনের এই আশঙ্কাকে 'পাগলের প্রলাপ' বলে কটাক্ষ করে তাঁর বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগেছেন তৃণমূলের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

চার বছর আগের একটি মামলার সূত্রে এদিন ভবানী ভবনে সিআইডির কাছে হাজিরা দিতে যাওয়ার আগে ব্যারাকপুরে অর্জুন সিং বলেন, 'আমি, শুভেন্দু অধিকারী সহ চার বিজেপি নেতাকে হত্যা করতে রাশিয়া থেকে রাসায়নিক আনা হয়েছে। সিআইডি জেরার জন্য আমাকে যে চেয়ারে বসাবে, সেখানে আগে থেকে ওই রাসায়নিক স্প্রে করা থাকবে। তার জেরে আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে আমার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।' এরপরেই হুঁশিয়ারি দিয়ে অর্জুন বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশে তিনি সিআইডির কাছে হাজিরায় এসেছেন। কিন্তু আগামী ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে তাঁর যদি কোনও শারীরিক ক্ষতি বা প্রাণসংশয় হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে সিআইডি। অর্জুনের দাবি, তাঁকে কৌশলে হত্যা করার জন্য অনেকদিন ধরে চক্রান্ত করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাইপোর (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) সরকার। সেই কারণেই চার বছরের পুরোনো মামলায় তাঁকে তলব করেছে সিআইডি। যদিও অর্জুনের এই আশঙ্কা ও অভিযোগের কোনও সারবত্তা নেই বলেই মনে করে তৃণমূল।

> আমি, শুভেন্দু অধিকারী সহ চার বিজেপি নেতাকে হত্যা করতে রাশিয়া থেকে রাসায়নিক আনা হয়েছে। সিআইডি জেরার জন্য আমাকে যে চেয়ারে বসাবে, সেখানে আগে থেকে ওই রাসায়নিক স্প্রে করা থাকবে। তার জেরে আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে আমার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
>
> -অর্জুন সিং

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য এসব গিমিক করে কোনও লাভ নেই। আমাদের কাউকে মেরে ভোটে জিততে হবে না। ওঁর হাতে যদি সত্যি এই ধরনের কোনও প্রমাণ থাকে, তাহলে সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করান।'

অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'সম্প্রতি তাঁর বাড়িতে বোমা হামলায় আহত হয়েছিলেন অর্জুন। শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলা ও প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে মনে করে বলেই তো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সম্প্রতি তাঁর নিরাপত্তা বাড়িয়েছে।' চার বছরের পুরোনো ওই মামলায় নৈহাটি উপনির্বাচনের আগের দিন গত ১২ নভেম্বর অর্জুনকে তলব করেছিল সিআইডি। তলব এড়াতে আদালতে গিয়ে সিআইডির হাজিরার নির্দেশকে পরিকল্পিত চক্রান্ত দাবি করে হাজিরা এড়াতে চেয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি গ্রেপ্তারি এড়াতে আদালতের কাছে রক্ষাকবচ চান অর্জুন। কিন্তু আদালত জানিয়ে দেয়, ভোটের জন্য ১২ তারিখের পরিবর্তে ১৪ নভেম্বর অর্জুনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারবে সিআইডি। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১৮ ডিসেম্বর। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে অর্জুনের দাবি মেনে কোনও রক্ষাকবচ দেয়নি আদালত। ফলে গ্রেপ্তারির আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না অর্জুন। যদিও মামলা চলাকালীন অর্জুনের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না বলে মৌখিকভাবে জানিয়েছে আদালত। এদিকে, অর্জুনকে সিআইডির তলব প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের প্রোটেকশন আছে। হাইকোর্ট জেরার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছে। এরপর ডাকলে ক্ষতি কী?'

বেসরকারি হাসপাতালকে নির্দেশ স্বাস্থ্য দপ্তরের

স্বাস্থ্যসাথীর তথ্য এবার ডিসপ্লে বোর্ডে

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা করাতে গিয়ে বার বার নাজেহাল হতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এই নিয়ে তাঁদের সতর্ক হতেও নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতি ঠিক হয়নি।

আরজি কর ইস্যুতে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতির কারণে সাধারণ মানুষকে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য দৌড়োতে হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও নানা আছিলায় চিকিৎসা পেতে তাঁদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। আবার বিভিন্ন চিকিৎসায় বিল অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ায় নিজেদেরই সেই বিল মেটাতে হয়েছে। এই নিয়ে প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই বৃহস্পতিবার রাজ্যের সমস্ত বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে নির্দেশিকা পাঠিয়ে নবান্ন জানিয়ে দিয়েছে, এবার থেকে স্বাস্থ্যসাথী সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ডিসপ্লে বোর্ডে টাঙিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এই ডিসপ্লে বোর্ডে তথ্য আপলোড করার কাজ সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম।

যা থাকবে

- স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে কী কী পরিষেবা দেওয়া হয়
- ওই পরিষেবা বাবদ রাজ্য সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছে
- স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের জন্য কতগুলি বেড রয়েছে
- হাসপাতালে ভর্তির জন্য কতজন রোগী আবেদন করেছেন

স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে কী কী পরিষেবা দেওয়া হয়, ওই পরিষেবা বাবদ রাজ্য সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছে, ওই হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের জন্য কতগুলি বেড রয়েছে ও তার মধ্যে কতগুলিতে রোগী রয়েছেন, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে হাসপাতালে ভর্তির জন্য কতজন রোগী আবেদন করেছেন এই সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ওই ডিসপ্লে বোর্ডে টাঙিয়ে রাখতে হবে।

প্রতিদিন তথ্য আপডেট করতে হবে। কোনও হাসপাতাল বা নার্সিংহোম এই নির্দেশ অমান্য করলে রাজ্য সরকার আইনানুগ পদক্ষেপ করবে। একইসঙ্গে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি হেল্পলাইন নম্বরও চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কোনও ব্যক্তি স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে হাসপাতালে ভর্তি হতে সমস্যায় পড়লে তাঁরা ওই হেল্পলাইন নম্বরে অভিযোগ জানাতে পারেন। স্বাস্থ্য দপ্তর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে ভর্তি হতে গিয়ে ডাক্তারদের আন্দোলন চলাকালীন সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হওয়া নিয়ে 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' নম্বরে অভিযোগ জমা হয়েছিল। তারপর এই নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবারই মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এই নিয়ে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। ওই বৈঠকেই বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিকে এই ডিসপ্লে বোর্ড টাঙিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক করা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপরই বৃহস্পতিবার এই নিয়ে নির্দেশিকা জারি হয়েছে।

প্রশ্নবাণ

- মান্না দে'র গাওয়া বিখ্যাত গান 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা' লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। গানটির সুরকার কে?
- আলাস্কার এস্কিমোদের পারিবারিক জীবন ও পরিবেশ নিয়ে রবার্ট ফ্লহার্টি একটি ধ্রুপদি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন, তার নাম কী?
- বিদেশিদের মধ্যে ভারতীয় নাম হিসেবে ব্যতিক্রমী হল ইন্ডিয়া। এটা কোন বিখ্যাত বিদেশি ক্রিকেটারের মেয়ের নাম?

আগের দিনের উত্তর

ডোনাল্ড ট্রাম্প, জমিরুদ্দিন খাঁ, ভজহরি মুখার্জি

ঠিক উত্তরদাতা : অরূপ মাহাতো- পুরুলিয়া, আবেশ কর্মকার, অমিত চক্রবর্তী, আদৃতা দত্ত- শিলিগুড়ি, নিবেদিতা হালদার- বালুরঘাট, সমাদৃতা চন্দ- ভোলারডাবরি, শংকর সাহা- পতিরাম, আব্দুল মালেক সেখ- নদিয়া, সুপর্ণা অধিকারী- দিনহাটা, ভাস্কর ঘোষ- শিবমন্দির, কালিদাস সাহা- কামাখ্যাগুড়ি, নীলরতন হালদার- মালদা।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

এক্তিয়ার-বহির্ভূত : অধ্যক্ষ

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ও বর্তমান এসটিএফ প্রধান বিনীত গোয়েলের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্যপালের রিপোর্ট তলবকে 'এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ' বলে মন্তব্য করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে আক্রমণ করে বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'নিজের এক্তিয়ার সম্পর্কে রাজ্যপালের বোঝা উচিত। বিনীত গোয়েলের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট চাওয়া অর্থহীন।' এরপরেই রাজভবনের মহিলা নিরাপত্তা ইস্যুতে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ইঙ্গিত করে বিমান বলেন, 'তাঁর পদত্যাগ চেয়েও অনেকে দাবি জানিয়েছেন। সেই অভিযোগের বিষয়ে তিনি কী করবেন?' অধ্যক্ষ বিমানের মন্তব্যের পালটা সমালোচনা করেছে বিজেপি।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে বিনীতের বিষয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের এই রিপোর্ট তলব প্রসঙ্গেই এদিন বিধানসভায় এই মন্তব্য করেন বিমান। যদিও তাঁর এক্তিয়ার নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। শমীক বলেন, 'বিধানসভার অধ্যক্ষ তৃণমূলের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টের মতো কথা বলছেন। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে কোনও বিষয়ে রিপোর্ট চাইতেই পারেন। রাজ্যপাল কার কাছে রিপোর্ট চাইবেন সেটা দেখার এক্তিয়ার তৃণমূলের স্পিকারকে কে দিয়েছে?'

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভার অধিবেশনের মুখে অধ্যক্ষের মন্তব্যে রাজ্য ভবনের সঙ্গে আবার সংঘাতে রাজ্য। ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়ার কথা বিধানসভার অধিবেশন।

মুঙ্গেরে অস্ত্র কারখানার হদিস, ধৃত ২

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : কয়েকদিন আগে শিয়ালদা থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র উদ্ধার করেছিল কলকাতা পুলিশ। ওই ঘটনায় ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিহারের মুঙ্গেরের তারাপুরে হানা দিয়ে অস্ত্র কারখানার হদিস পেল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্স। বুধবার রাতে তারাপুরে একটি খাবারের থালা বানানোর দোকানে হানা দেয় এসটিএফ। ওই দোকানেরই মাটির তলায় চেম্বার করে অস্ত্র তৈরি করা হত।

সেখানেই তল্লাশি চালিয়ে ৬টি ৭এমএম পিস্তলের যন্ত্রাংশ, ৬টি পিস্তলের বাট এবং একটি লেদ মেশিন উদ্ধার করে পুলিশ। এছাড়াও ড্রিলিং মেশিন সহ অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত বেশ কিছু যন্ত্রাংশ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় মহম্মদ মোনাজির হোসেন ও মহম্মদ নাসিম নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনায় আর কে কে যুক্ত তা জানতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

অস্বস্তি সিপিএমে

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : পরপর নির্বাচনে এরাজ্যে সিপিএমের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতি প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও দলীয় নেতাদের কার্যকলাপে ক্রমশ অস্বস্তিতে পড়েছে দল। তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ বা এরিয়া কমিটির সম্মেলনে প্রকাশ্যে গোষ্ঠীকোন্দলের ঘটনায় বিড়ম্বনায় পড়েছে সিপিএম। বেশ কয়েকটি জেলায় এরিয়া কমিটির সম্মেলনে ভোটাভুটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে দলীয় নেতাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব সামনে এসেছে। খোদ টালিগঞ্জ-২ এরিয়া কমিটির সম্মেলনে বচসা থেকে হাতাহাতির মতো ঘটনাও ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে বিব্রত আলিমুদ্দিন। এই অবস্থা ঠেকাতে দলের তরফে জেলায় জেলায় কড়া বার্তা পাঠানো হয়েছে। দলীয় নেতাদের এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, দলের তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে, পার্টিতে শৃঙ্খলাই শেষ কথা। বিভিন্ন স্তরের সম্মেলনগুলিকে সংগঠিত করতে এই ধরনের উপদলীয় কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। দলকে ঐক্যবদ্ধ এবং আন্দোলনমুখী করে তুলতে হবে। বুথস্তর থেকে দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি শোচনীয়। এই বিষয়ে বহুবার দলের অন্দরে চর্চা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে খোদ কলকাতার এরিয়া কমিটিতেই এই ধরনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ আলিমুদ্দিন। এই পরিস্থিতিতে দলের তরফে জেলায় জেলায় শৃঙ্খলারক্ষার বার্তা দিল সিপিএম।

তদন্তের আর্জি

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের অ্যানাস্থিশিয়া বিভাগের চিকিৎসক দীপ্র ভট্টাচার্যের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল। ৭ নভেম্বর ঝাড়গ্রামের একটি হোটেল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছিল। মামলাকারীর বক্তব্য, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার দুর্নীতি, হুমকি সংস্কৃতি, কর্মক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি। আরজি করের ঘটনার পর সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতেও প্রতিবাদ করেছিলেন দীপ্র। মৃত্যুর আগে স্ত্রীকে পাঠানো বার্তাতেও এই বিষয়গুলি জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে এই বিষয়গুলি বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছে। আরজি করের ঘটনাতেও নয়া রহস্য এনেছে। তাই তাঁর মৃত্যুর রহস্য জানতে সিবিআই তদন্ত চাওয়া হয়েছে।

হাসপাতালে জ্যোতিপ্রিয়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। শারীরিক বেশ কিছু সমস্যায় তিনদিন আগেই বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে। বৃহস্পতিবার ইডির বিশেষ আদালতে র‍্যাশন দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় এই বিষয়ে জানিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবী। তবে ইডির তরফে এদিনও তাঁর জামিনের বিরোধিতা করা হয়।

বজ্র আঁটুনি

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার বিচার প্রক্রিয়ার চতুর্থ দিন। এদিন আদালত চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়। বিচার প্রক্রিয়া শুরুর দিনই কলকাতার পুলিশ কর্তাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। ওই ঘটনার পরেই তাকে আদালতে নিয়ে আসার গাড়ি পরিবর্তন করা হয়। কালো কাচ ও জাল দিয়ে ঢাকা গাড়িতে আদালতে আনা হয় সঞ্জয়কে। এদিনও ওই গাড়িতেই সঞ্জয়কে আদালতে নিয়ে আসার পর র‍্যাফ এবং কলকাতা পুলিশ আদালত চত্বর ঘিরে ফেলে। গাড়িটি ঘিরে ফেলার যে কৌশল কলকাতা পুলিশের তরফে করা হয় তাতে সঞ্জয়ের উপস্থিতিটুকুও ওই চত্বরে উপস্থিত থাকা মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি।

ইডি'র তল্লাশি

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : লটারির মাধ্যমে দুর্নীতির ঘটনায় ফের সক্রিয় হল ইডি। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। তদন্তকারীদের ধারণা, লটারির মাধ্যমে উদ্ভূত করের টাকা সরকারি কোষাগারে না গিয়ে হাওয়ালার মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়।

লক্ষ্যপূরণে কোমর বেঁধে দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : রাজ্যে মহিলাদের মধ্যে বিজেপির সদস্য হতে আগ্রহ বাড়ছে। এমনই দাবি বঙ্গ বিজেপি নেতাদের। একদিকে যখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কারণে মহিলাদের মন জয় করা নিয়ে শাসকদল তৃণমূলের লাগাতার দাবি রয়েছে, তখন বিজেপির সদস্য হতে রাজ্যে মহিলাদের আগ্রহ বাড়ার খবর রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ।

দলের এই অভিযানের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা বঙ্গ বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদে'র কাছে দাবি করেন, এখনও পর্যন্ত তাঁদের যা সদস্য সংগ্রহ হয়েছে, তা সন্তোষজনক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এখনও পর্যন্ত তাঁদের সংগ্রহ করা সদস্যদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। যদিও এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে এই নিয়ে খোলসা করে কিছু বলতে পারেননি তিনি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বিভিন্ন দুর্নীতির ইস্যু তো আছেই, সেই সঙ্গে আরজি কর ঘটনার ইস্যুতেই রাজ্যের মহিলাদের বিজেপির সদস্য হওয়ার আগ্রহ বাড়ছে।

দিল্লি সূত্রের খবর, এরাজ্যে বঙ্গ বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট নন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এই ব্যাপারে বারবার বার্তা পাঠিয়ে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা। এরাজ্যে দলের ভারপ্রাপ্ত দুই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষককেও এই বিষয়ে কড়া নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা।

সম্প্রতি কলকাতায় এসে দলের 'চাণক্য' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বঙ্গ বিজেপি নেতাদের ১ কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন। ২১ নভেম্বর দলের এই অভিযান শেষ হওয়ার কথা। যদিও শমীকবাবু জানিয়েছেন, 'এই মাসের ২১ তারিখে অভিযান কেমন হল, তা নিয়ে পর্যালোচনায় বসব আমরা। এমনিতেই আমাদের এই রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযান পুজো, উপনির্বাচন সহ বিভিন্ন কারণে দেরিতে শুরু হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে দল অনেক আগেই এই অভিযান শুরু করেছে। আমরা মোটামুটি পুজোর পরে এই নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছি।'

বঙ্গ বিজেপি সূত্রের খবর, ১ কোটি সদস্য তো দূর অস্ত, এখনও পর্যন্ত তার ১০ শতাংশেও পৌঁছোতে পারেনি। বঙ্গ বিজেপি নেতাদের সদস্য সংগ্রহের প্রত্যেককে লক্ষ্যমাত্রা দল বেঁধে দিলেও এখনও পর্যন্ত সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছোতে পারেননি তাঁরা। এদিন তার কিছুটা আভাস মিলল দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি প্রবীণ নেতা দিলীপ ঘোষের কথায়। দলের অন্যান্য রাজ্য নেতার মতো বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁকে সদস্য সংগ্রহের কোনও টার্গেট বেঁধে দেননি। তবুও দলের স্বার্থে দক্ষ এই সংগঠক নিজেই দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমে পড়েছেন।

তিনি বলেন, 'কী আর করা যাবে। দলের স্বার্থে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমে পড়েছি। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমে অনেকটাই সাহায্য করতে পেরেছি। এদিনও বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে এই কর্মসূচিতে দলের লোকেদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। শুক্রবারও আসানসোল যাব। সেখানেও দলের স্বার্থে এই সদস্য সংগ্রহ অভিযান করব। তারপর আমার মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় যাওয়ার কথা আছে।'

বঙ্গ বিজেপি সদস্য সংগ্রহ অভিযানে কেন তেমন সাড়া পাচ্ছে না দল? এই প্রশ্নে অবশ্য দিলীপবাবু বলেন, 'আসল ব্যাপারটা তা নয়। মাঝে পুজো, উপনির্বাচনের ভোট প্রচার ও তারও আগে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে দলের লাগাতার প্রচার এসব কারণেই সদস্য সংগ্রহ অভিযান আমরা এখানে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় দেরিতে শুরু করেছি। দলের নেতা-কর্মীরা এই কাজে সেভাবে মাঠে নামতে পারেননি। তাছাড়া রাজ্য দলের নেতৃত্বে রদবদল নিয়েও কিছুদিন ধরেই জোর চর্চা চলছে।' তাঁর মতে, এসব কিছুরই একটা প্রভাব আছে দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে।

ধান কাটার ব্যস্ততা। নলহাটির আকালিপুরে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

শুক্রবার, ২৯ কার্তিক ১৪৩১, ১৫ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৭৬ সংখ্যা

পাহাড় পরিকল্পনা

হঠাৎ কিছু করেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সদ্য দার্জিলিং সফরের পিছনেও ছিল সুচিন্তিত পরিকল্পনা। যদিও শুভেন্দু অধিকারী নাকি সরকারি সূত্রে জেনেছেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচি নাকি আচমকা। নবান্নের কাছে বিজেপির সমর্থনে একটি সমাবেশের ভয়ে নাকি মমতা পাহাড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। বিরোধী দলনেতার এই মন্তব্যের অন্তঃসারশূন্যতা বেআব্রু হয়ে যাবে মুখ্যমন্ত্রীর তিনদিনের সফরে পাহাড় নিয়ে তাঁর কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে।

তিনি যখন পাহাড়ে গেলেন দেশের নজর তখন মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের দিকে। বাংলায় আবার কৌতূহল রাজ্যের ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে। এই ভোটে আরজি কর মেডিকেলের প্রভাব পড়বে কি না, জানার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। অথচ উপনির্বাচনের এই আবহ থেকে যেন নিজেকে দূরে রাখলেন তৃণমূল নেত্রী। কোথাও প্রচারে যাননি। ভোটের আগে চলে গেলেন দার্জিলিংয়ে। যাওয়ার পথে শুধু কলকাতায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আর্জি জানালেন।

তাঁর সফরের সময় পাহাড়ের পরিস্থিতি কী? জিটিএ-তে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা ক্ষমতাসীন। এই দলের গাঁটছড়া আছে তৃণমূলের সঙ্গে। গত লোকসভা নির্বাচনে প্রাক্তন আমলা গোপাল লামা প্রার্থী ছিলেন এই জোটের তরফে। দুই শাসকদলের প্রার্থী কিন্তু জেতেননি। তেমন কোনও সাংগঠনিক শক্তি না থাকলেও দার্জিলিং লোকসভা নির্বাচনে ফুটেছে পদ্মফুল। পরিস্থিতিটা পাহাড় ও রাজ্যের দুই শাসকের কাছে উদ্বেগজনক নয় কি?

কিন্তু দুশ্চিন্তাটা প্রকাশ্যে চলে আসা কোনও শাসকের কাছে কাম্য নয়। মমতা তাই বেছে নিলেন এমন সময়, যখন অধিকাংশের নজর ভোটের দিকে। পোড়খাওয়া নেত্রী জানেন, তিনি যতই পাহাড় তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বলে প্রচার করুন না কেন, তৃণমূলের এককভাবে দার্জিলিং জয় বাস্তবে শুধু মুশকিল নয়, অসম্ভবই। ইতিমধ্যে চা শ্রমিকদের বোনাস, পাহাড়ের জমিতে পাট্টা, জনজাতি উন্নয়ন বোর্ডগুলির বরাদ্দ বন্ধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তেতে আছে পাহাড়।

সেই উত্তাপ যে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা ও তৃণমূল উভয় দলকে পুড়িয়ে দিতে পারে, তা টের না পাওয়ার মতো অজ্ঞ বা অর্বাচীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নন। ইতিমধ্যে পাহাড়ে আরেকটি দল গঠনের আভাস ফুটে উঠেছে। যে দলের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন হামরো পার্টির নেতা তথা ব্যবসায়ী অজয় এডওয়ার্ড। সেই দলের ছাতার তলায় বিমল গুরুং, মন ঘিসিংরা না থাকলেও পাহাড়বাসীর একাংশের জোটবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সফরের তৃতীয় দিনে তাই মমতার মুখে শোনা গেল, চার বছর পরপর পাহাড়ে একজন করে নতুন নেতা আসে। তাতে ঝামেলা হয়। উন্নয়ন হয় না। তিনি অনীত থাপাকেই যেন পাহাড়ের সর্বময় নেতার আসনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। জিটিএ'র প্রধান তো বটেই, সমস্ত জনজাতি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনায় অনীতের নেতৃত্বে নজরদারির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। জনজাতিদের উন্নয়নের স্বার্থে এখন তাই অনীতের বিরোধিতা করা কঠিন হয়ে যাবে।

রাজ্য সরকারের কাছে অনেক বকেয়া পড়ে থাকায় জিটিএ-তে অসন্তোষ ছিল। যা ছড়িয়ে পড়ছিল পাহাড়বাসীর মনে। সেই সমস্যার কিছুটা সমাধান হল মমতার সফরে। সরকারি বরাদ্দ বন্ধ থাকায় উন্নয়ন বোর্ডগুলির অচলাবস্থার কারণে ক্ষোভ ছড়িয়েছিল বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে। বোর্ডগুলির পুনর্গঠন ও আবার বরাদ্দের সিদ্ধান্ত জানিয়ে সেই সমস্যাতেও মুখ্যমন্ত্রী যেন প্রলেপ দিলেন।

নেপালের চায়ের কারণে দার্জিলিং চায়ের সংকট রোধে নীতি প্রণয়নের কথা শোনা গেল মমতার মুখে। কিন্তু চা শ্রমিকদের বোনাস জটিলতা নিয়ে নীরব থাকলেন। কেননা, ওই সমস্যায় হইচই শুধু বিরোধীদের। তাঁর পাহাড় সফর যে কতটা পরিকল্পিত, এরপর বুঝতে আর অসুবিধা হয় না।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

পথ আঁধার, তবু হাঁটা থামালে চলবে না

ইরানের প্রতিবাদী মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রতিবাদ চলছে। বিশ্বে ছবিটা বাড়ছে।

তৃষ্ণা বসাক

'আমি আমার শরীর ছেড়ে এসেছি, যেমনভাবে লোকে জ্বলন্ত বাড়ি ছেড়ে যায়। আমার শরীর আর নিরাপদ জায়গা ছিল না। আর নিরাপদ ছিল না...'

(আলেকজান্দ্রা নিকোড, সুইস কবি, অনুবাদ - লেখক)

মেয়েদের শরীর নিয়ে প্রতিষ্ঠানের অস্বস্তির শেষ নেই। সে প্রতিষ্ঠান কখনও পরিবার, কখনও সমাজ, কখনও রাষ্ট্র। তার গানও কি তার শরীর?

ধরা যাক হেলিনের কথা। তুরস্কের মেধাবী তরুণী হেলিন বলিক ইস্তাম্বুলে মাত্র ২৮ বছর বয়সে মারা যান। টানা ২৮৮ দিন অনশন করে ৩ এপ্রিল ২০২০ সালে। তাঁর গানের গ্রুপ ইয়োরাম ব্যান্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাঁদের স্বর রুদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্র সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। তরুণদের মধ্যে তাঁদের জনপ্রিয়তা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল এর্দোগান সরকারকে।

কিংবা কুর্দিস্তান থেকে তেহরানে আসা মাসা আমিনী। ইরানের নীতিপুলিশ যাকে গ্রেপ্তার করেছিল হিজাব ঠিক করে পরেনি বলে। তার চুল দেখা যাচ্ছিল। নির্মম অত্যাচারে তার মৃত্যু হয়। বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে ওঠে তার চুল। নিজেদের চুল কেটে নিশান বানিয়ে মেয়েরা পথে নামে। মেয়েদের চুল নিয়ে সমস্যা কি সব দেশেই? আমাদের বাঙালি পরিবারেও মেয়েদের শেখানো হয় চিরুনিতে ওঠা চুল থুতু দিয়ে ফেলতে, যাতে তারা উড়তে না পারে, উড়ে গিয়ে জুড়ে বসতে না পারে পুরুষের পঞ্চব্যঞ্জনে!

''ভাত বাড়ার সময় একটা চুলও যেন থালার ওপর না পড়ে,

একটা চুলও যেন পড়ে না মাটিতে কিংবা জলে,

ছেঁড়া চুলগুলো দল বেঁধে যেন না ওড়ে হাওয়ায়-

ওদের দেখে আমার মেয়েরা কুশিকশা পেতে পারে,

ভাবতে পারে 'আহা আমাদেরও ওড়ার কথা ছিল!''

আবার সেদিন ঠিকমতো হিজাব না পরার জন্যে ইরানের নীতিপুলিশ সামান্য কড়কে দিতে চেয়েছিল মেয়েটিকে। তা বলে সে সব খুলে বসে থাকবে অন্তর্বাস মাত্র পরে! তারপর থেকে সেই মেয়েটিকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিক। এমন 'অনাছিস্টি' কাণ্ড করলে তাকে মুছে ফেলাই তো দস্তুর!

অনেকে আবার বলছেন এই যে নগ্ন হয়ে প্রতিবাদ- এ নাকি মোটেই ইরানের উদ্ভাবন নয়। এর উদ্গাতা, ফেমেন, ইউক্রেনের একটি নারী অধিকারবাদী সংগঠন যার জন্ম ২০০৮ সালে। ইউক্রেনের সেক্স ট্যুরিজম আর নারী পাচারের বিরোধিতা করে তারা নগ্ন শরীরে। সদস্যরা নিজেদের পরিচয় দেয় 'সেক্সটিভিস্ট' হিসেবে। নারীর শরীরকেই পোস্টার হিসেবে ব্যবহার করলে খুব সহজেই সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। তৈরি করা যায় দ্রুত জনমতও। তবে সব আন্দোলন সব দেশে সফল হবে কি না তা বলা কঠিন।

২০১৪ সালে গবেষক টমাস ডেভিস বিখ্যাত 'আরব বসন্ত সহ' অন্যান্য গণ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করে যে গবেষণা করেন, তাতে তিনি ধরে ধরে দেখান বাহরাইন, মিশর, সিরিয়া ও লিবিয়ায় কেন গণ আন্দোলনগুলো ব্যর্থ হল। অধ্যাপক ব্রায়ান মার্টিনও এই বিষয়ে অনেকগুলো কেস স্টাডি করেন। দুজনের গবেষণার সিদ্ধান্ত কাছাকাছি। মার্টিন 'জাস্টিস ইগনাইটেড : ডায়নামিকস অফ ব্যাকফায়ার' নামের বইতে লিখেছেন সাফল্যের পথে হাঁটা আন্দোলনও ব্যর্থ হতে পারে আন্দোলনে ক্ষতিকর কোনও উপাদানকে যদি প্রতিপক্ষ (শাসকেরা) শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। দুই, ক্ষতিকর উপাদানের ছুতোটিকে ব্যাপক জনগণের মধ্যে যদি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে। একে তিনি বলেছেন 'বুমেরাং এফেক্ট', 'ব্যাকফায়ার এফেক্ট', 'পলিটিকাল জিউ-জিৎসু এফেক্ট'।

তবে এসবের পরোয়া না করেই ইউক্রেনের প্রতিবাদের ধরনটি পৌঁছে গেছে ইরানে। এই হাতের মুঠোয় পৃথিবীর দিনে প্রতিবাদের ঢেউ কীভাবে দেশের সীমা ছাড়িয়ে যায় তা তো আমরা সাম্প্রতিক আরজি কর কাণ্ডেই দেখেছি, যেখানে তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা বিশ্ব।

২

নারী মানেই জরায়ু?

একইভাবে কোরিয়ার ৪বি আন্দোলন উদ্বুদ্ধ করেছে আমেরিকার তরুণীদের। কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে ট্রাম্পের জয়ে মুষড়ে পড়েছেন মার্কিন মুলুকের অনেক মেয়েই। ট্রাম্প সরকারের রক্ষণশীল নীতি যে নারীর অধিকার সংকুচিত করবে এমন আশঙ্কা তাঁদের আছে। তাই তাঁরা সমাজমাধ্যমে ঘোষণা করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার মেয়েদের মতো তাঁরা ৪বি আন্দোলনে যাবেন। এই পোস্টটি মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় ২ কোটি ভিউ এবং প্রায় ৫ লাখ রিঅ্যাকশন পেয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়াতে ২০১৯ সালে 'মি টু' আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শুরু হয় ফোর বি আন্দোলন। গোপনে নারী শরীরের ভিডিও তোলার প্রতিবাদে, যার উদ্দেশ্য ছিল নারীদের শরীরকে যৌন বস্তু হিসেবে নয়, বরং একটি স্বাধীন ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখতে শেখানো। 'আমরা নারীরা আর কোনও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অংশ হতে চাই না। আমরা নিজেদের দেহ এবং জীবনের মালিক।'

দক্ষিণ কোরিয়াতে এ আন্দোলনটি বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। কারণ অনেকের ধারণা এর ফলে দেশে জন্মহার হ্রাস পেয়েছে, যা দেশের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগের। আসলে 'ফোর বি' আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল, নো ডেট উইথ মেন, নো ম্যারেজ, নো সেক্স, নো গিভিং বার্থ। অর্থাৎ, পুরুষদের সঙ্গে কোনও ডেটিং, প্রেম, যৌন সম্পর্ক বা সন্তানধারণ চলবে না।

দক্ষিণ কোরিয়া হচ্ছে সেই দেশ যেখানে মেয়েদের প্লাস্টিক সার্জারির হার অত্যন্ত বেশি। এর জন্য দায়ী সে দেশের পুরুষতন্ত্রের বেঁধে দেওয়া সৌন্দর্যের মাপকাঠি। পুরুষের চোখে লোভন ও মোহন হবার চক্করে পড়ে মেয়েরা তাদের স্তন, নিতম্ব, ঠোঁট কাটাকুটির মধ্যে যায়।

এই ফোর বি আন্দোলন সেখানে একটা বড় ধাক্কা দিয়েছে। কমে গেছে প্লাস্টিক সার্জারির সংখ্যা। বিউটি প্রোডাক্টস বেচা সংস্থাগুলি চাপের মুখে পড়েছে। দেখা যাক মার্কিন মেয়েরা এই ফোর বি করে কতটা অভিঘাত তৈরি করতে পারে।

৩

আলো ক্রমে আসিতেছে

'পুলিশ আসে, শাসক আসে, রক্তজবা শুকায় ঘাসে

খাঁচার টিয়াও বলছে এখন 'কেস তুলে নে, কেস তুলে নে'

তারপরে কী? খটখটিয়ে চলল আবার সেলাই মেশিন

ঘরের কোণে

উপড়ে আসা বোতামগুলো ফিরছে এখন শার্টের বুকে

...

আইন সেলাই সাক্ষী সেলাই রক্ত এবং জমাট সেলাই

কবি ও তার কাব্য সেলাই

নদী এবং নাব্য সেলাই...'

(বকুলমন্দ্রিত সিরিজের কবিতা, শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়)

আন্দোলন যত তীব্রই হোক, শেষকথা বলে আইন। দাবিকে আইনি রূপ দিতে না পারলে সব মহতী বিনষ্টি। দেশে দেশে যখন নারীরা রাস্তায় নেমেছে, সমাজমাধ্যমে সোচ্চার হচ্ছে, রাত দখলে যাচ্ছে, তখন নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটে গেল বোম্বে হাইকোর্টের একটি রায়ে। শুধু স্ত্রী নয়, স্বামীকেও সামলাতে হবে ঘরের কাজ এমন রায় দিয়েছেন বিচারপতি নীতিন সাম্ব্রে ও শর্মিলা দেশমুখ একটি দাম্পত্য মামলার প্রেক্ষিতে। সেখানে স্বামী অভিযোগ করেন স্ত্রী সারাক্ষণ নিজের বাপের বাড়ির লোকের সঙ্গে ফোনে ব্যস্ত থাকেন, ঘরের কাজ করতে চান না, এইজন্যে তিনি বিবাহবিচ্ছেদ চান।

স্ত্রীর অভিযোগ ছিল দুজনেই চাকরি করে একই সময়ে ফেরেন কিন্তু ঘরের কাজের সব দায় একা তাঁর। তাঁকে ফোনে কথা বলতে দেখলেই স্বামী দুর্ব্যবহার করেন, গায়ে হাত তোলেন এবং বেশিরভাগ সময়েই শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকেন।

হাইকোর্ট বলেছে স্বামীর অভিযোগ ভিত্তিহীন। ঘরের কাজের দায়িত্ব শুধু মেয়েদের- এমন ধারণা আদিম, নেতিবাচক এবং এই আধুনিক সমাজে খাটে না। স্ত্রীকে নিজের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বাধা দেওয়াও একধরনের মানসিক নির্যাতন।

'আকাশ অন্ধকার,

অন্ধকারে বসবাসকারী পাখিরা

শরীরের ভার মুক্ত করে উড়ছে,

ওড়ার জন্য

কতবার মরতে হবে আমাকে?

কেউ আমার হাত ধরবে না।

...

তাড়াতাড়ি করো

তোমার নিজস্ব পথে যাও।'

(ঘন কালো আলোর ঘর, হান কান / অনুবাদ- সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়)

পথ দীর্ঘ, অন্ধকার ও বন্ধুর, কিন্তু পথ আছে। শুধু হাঁটা থামালে চলবে না।

(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

১৮৭৫

মুন্ডা জনজাতির বিদ্রোহী নেতা বিরসা মুন্ডার জন্ম আজকের দিনে।

২০২০

অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

অর্জুন সিং, শুভেন্দু অধিকারীর মতো চারজন বিজেপি নেতাকে মেরে ফেলতে চাইছে রাজ্য। এজন্য রাশিয়া থেকে রাসায়নিক বিষ আনা হয়েছে। তিন-চার মাসের মধ্যে আমার মাল্টি অর্গান ফেলিওর হলে রাজ্য দায়ী থাকবে।

- অর্জুন সিং

ভাইরাল/১

শৈফালি নাগপাল একজন মেকআপ আর্টিস্ট। পরনের পোশাকে রক্তের দাগ। চোখে ভয় ধরানো কনট্যাক্ট লেন্স। সেই ভয়ংকর চেহারায় রাস্তায়, পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর বড়-ছোট সবাইকে ভয় দেখাচ্ছেন। মহিলার প্র্যাংক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। প্রতিক্রিয়া মিশ্র।

ভাইরাল/২

স্টান্ট দেখাতে গিয়ে এক মদ্যপ রেললাইনের ওপর গাড়ি চালাচ্ছিল। গাড়ির চাকা হঠাৎ লাইনে আটকে যায়। সেই সময় ওই লাইন দিয়ে একটি মালগাড়ি আসছিল। দেখতে পেয়ে গাড়ি থামিয়ে দেন চালক। অল্পের জন্য বেঁচে যায় গাড়িটি। পুলিশ গাড়ি ও চালককে আটক করেছে।

জনমন জনমত

বাগডোগরা বিমানবন্দরের নামকরণ নিয়ে মতামত

সিস্টার নিবেদিতার নামাঙ্কিত হোক

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়াল মাধ্যমে বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের সূচনা করলেন। এই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বিমানবন্দরের নামকরণ নিয়েও চর্চা চলছে। আমার মতে, এই বিমানবন্দরের নামকরণ হোক সিস্টার নিবেদিতা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট।

সিস্টার নিবেদিতার আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি সম্বন্ধে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া ভগিনী নিবেদিতা দার্জিলিং শহরে দেহ রেখেছিলেন এবং দার্জিলিং পুরসভা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছে। সিস্টার নিবেদিতা লেবংয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বোনের 'রায় ভিলা' ভবনে বসবাস করতেন, যা বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধীনে। যাইহোক, এই নামটি বিবেচনা করার জন্য সর্বস্তর থেকে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো উচিত বলে আমার মনে হয়।

সুদীপ্ত লাহিড়ী, শিলিগুড়ি।

উত্তরবঙ্গ বিমানবন্দর করা যেতে পারে

সম্প্রতি বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় দুই বছর সময় লাগবে। এখন নতুন চেহারার বিমানবন্দরের নামকরণের জন্য বহু প্রস্তাব আসতে শুরু করেছে। প্রত্যেকেরই কিছু যুক্তি আছে। আমার মতে, বাগডোগরা বিমানবন্দরের নাম 'উত্তরবঙ্গ বিমানবন্দর' রাখা যেতে পারে।

ধ্রুব সরকার, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

চিলারায়ের স্মৃতিতে হলে ভালো হয়

অনেকেই বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন নাম হিসেবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পর্বতারোহী তেনজিং নোরগের নাম প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু একজন উত্তরবঙ্গবাসী হিসেবে আমার মনে হয় বাগডোগরা বিমানবন্দরের নাম বিশ্ববীর চিলারায়ের নামে করাটা বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা তিনি ছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের একজন বিখ্যাত বীর। বিশেষত গেরিলা যুদ্ধের প্রবর্তক হিসেবে তিনি খ্যাত।

চিলারায় গোটা বিশ্বের কাছে শ্রেষ্ঠ বীরের মর্যাদা পেলেও তাঁর নিজের দেশ তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেয়নি আজও। এমনকি উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসেও তিনি তেমন জায়গা পাননি বললেই চলে। তাই বাগডোগরা বিমানবন্দরের নাম চিলারায়ের নামেই করা হোক।

ভূপেশ রায়, টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

ক্ষুধা ও বেকারত্বের জ্বালা যখন ট্রেনের যাত্রী

বালুরঘাট, মালদা, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা-- সব স্টেশনেরই ছবিটা এখন এক। পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিড় নানা প্রশ্ন জোগায়।

সনাতন পাল

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে। তার কিছুক্ষণ আগেই দলবেঁধে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বেশ কিছু তরুণ বালুরঘাট স্টেশনে এসে হাজির। দেখে মনে মনে ভাবছি, 'এতগুলো ছেলে একসঙ্গে এভাবে কোথায় যাচ্ছে?' তারপরে ভাবলাম একটা বার জিজ্ঞেস করে দেখাই যাক। জিজ্ঞেস করতেই পাশ থেকে একজন বলল, 'দিল্লি যাচ্ছি।'

সবাই দিল্লি! কিন্তু কেন? শুনে একজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমরা সবাই কাজের জন্য দিল্লি যাচ্ছি। এখানে কাজ নেই তো কী করব?' পাশের জন তো ছলছল চোখে বলেই ফেলল, 'ছোট বাচ্চাটা আমাকে ছেড়ে থাকতেই চায় না, আমারও না। কিন্তু কী করব? পেটের দায়ে যেতেই হবে।'

হেমন্তের সোনালি রোদ্দুরের মধুর ছোঁয়া আর ভোরের কুয়াশা মাখা উত্তরের হিমেল বাতাসের পরশ এবং পরিজনদের মায়া যেমন ওদের প্রিয়জনদের কাছে বেঁধে রাখতে পারেনি, তেমনি মাঠভরা সোনালি ধানের খেত ওদের ভরসা জোগাতে পারেনি। ক্ষুধার জ্বালা আর চাহিদার কাছে সবকিছুই হেরে গিয়েছে। তাই তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। জীবিকার জন্যই মানুষ যেমন ঘর বাঁধে, সেই জীবিকার কারণেই ওরা ঘর ছেড়ে চলেছে হাজার হাজার মাইল দূরে। যেখানে নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে কান পাতলেও প্রিয়জনের কান্নার শব্দ শোনা যায় না-- হৃদয় দিয়ে শুনতে হয়। বালুরঘাট, মালদা, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা সহ উত্তরের সব স্টেশনেরই ছবিটা প্রায় এক।

ভারতীয় রেল জীবনরেখা নাম নিয়ে যাত্রী এবং মাল পরিবহণ শুরু করেছিল। কিন্তু এখন! উত্তরবঙ্গ থেকে বহন করছে মানুষের বুকভরা যন্ত্রণা, বেকারত্বের জ্বালা আর পরিজনের বাঁধন ছেঁড়ার হৃদয়বিদারক কষ্টটাও বহন করছে। এই জন্য সরকার বাহাদুরকে অন্তত একটা ধন্যবাদ দেওয়া দরকার- যে তারা নিজভূমিতে কাজের বন্দোবস্ত করতে না পারলেও ক্ষুধা পরিবহণের জন্য সস্তায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করেছে। সেই সুযোগে উত্তরবঙ্গের গ্রামের অভাবী পরিবারের ছেলেপুলেরা মজুর থেকে শ্রমিক হতে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে।

আগেও দেখেছি ভোরবেলায় এরা পতিরামে বাস ধরতে দাঁড়িয়ে থাকত। তবে সংখ্যায় অনেক কম ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাটাও বাড়ছে। সঠিক তথ্য সরকারের কাছেও নেই। কেউ ওদের হিসাব রাখে না। গ্রাম থেকে স্টেশনে আসার রাস্তা আর ট্রেন দিয়েই হাততালি কুড়োতে ব্যস্ত। মাটির দিকে তাকালে বোঝা যায়- ভাবনা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, আরও অনেক গভীরে গিয়ে ভাবা দরকার।

উত্তরবঙ্গের মানুষ আজও স্বপ্ন দেখি- এখানে কলকারখানা হবে, শিল্প হবে, কাঁটাতারের বাধা ছিন্ন করে দুই বাংলার মধ্যে বাণিজ্য হবে। ফলে বিপুল কর্মসংস্থান হবে। তখন হয়তো কুমারগঞ্জের আলতাফ, বিমান, অমরদের আর কাজের জন্য নিজের জন্মভূমি ছাড়তে হবে না। তাদের পরিজনদেরও স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে অনেকটা দূরে মিলিয়ে যাবার পরে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরতে হবে না। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হবে।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৮৮

পাশাপাশি : ১। রিভলবার বা বন্দুকের শব্দ, তোপধ্বনি ৩। নিজের সন্তান, পুত্র ৫। লবণাক্ত স্বাদ বা এক ধরনের ফল ৬। শস্যবিশেষ, ভুট্টা ৮। বড় হরিণবিশেষ, মাছবিশেষ, পৌরাণিক অসুরবিশেষ ১০। বাচনিক, মৌখিক ১২। বড় পেরেক, মাছবিশেষ ১৪। মায়ের বাবা ১৫। বলবান ও সাহসী, রণকুশল ১৬। মোটা লাঠি।

উপর-নীচ : ১। যিনি নিন্দা ও আলস্যকে জয় করেছেন, শিব, অর্জুন ২। রমণীয়, অতি সুন্দর ৪। রজ্জু, দড়ি ৭। চাঁদ ৯। প্রতারক ১০। কথার ফাঁক, বাগাড়ম্বর ১১। মেঘের শব্দ বা শক্ত জিনিস চিবানোর শব্দ ৩। জহ্নুমুনির কন্যা, গঙ্গাদেবী।

সমাধান ■ ৩৯৮৭

পাশাপাশি : ১। গোলাম ৩। তড়পানো ৪। নিছক ৫। তড়বড় ৭। গদা ১০। দাদি ১২। কারাগার ১৪। বালাই ১৫। মতবাদ ১৬। তিমির।

উপর-নীচ : ১। গোলযোগ ২। মনিব ৩। তকতক ৬। বরদা ৮। দায়রা ৯। বরবাদ ১১। দিলদার ১৩। বাইতি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মণিপুরে আরও ছয় থানায় আফস্পা

ইম্ফল, ১৪ নভেম্বর : জাতিগত হিংসা-মৃত্যুর ঘটনায় রাশ টানতে মণিপুরের বেশ কয়েকটি এলাকাকে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (আফস্পা)-এর আওতায় নিয়ে এল কেন্দ্র। সোমবার জিরিবাম জেলায় কুকি জঙ্গিরা একটি থানা ও সিআরপিএফের শিবির আক্রমণ করেছিল। আধাসেনার সঙ্গে সংঘর্ষে ১১ জন জঙ্গির মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন এক নিরাপত্তাকর্মী। ওই ঘটনার পর মণিপুরে হামলা-পালটা হামলার তীব্রতা বেড়েছে। মেইতেই ও কুকি দুই জনগোষ্ঠী একে অন্যের বিরুদ্ধে হামলা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ এনেছে। গত ৩ দিনে কমপক্ষে ৪ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। মহিলা ও শিশু সহ নিখোঁজ ৬।

জঙ্গিহানায় ভস্মীভূত পণ্যবাহী ট্রাক। মণিপুরের জিরিবাম জেলায়।

মঙ্গলবারই মণিপুরে বাড়তি ২০ কোম্পানি সিআরপিএফ পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের একাংশে নতুন করে আফস্পা জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। জিরিবাম ছাড়াও আফস্পার আওতায় এসেছে ইম্ফল পশ্চিম জেলার সেকমাই এবং লামসাং, ইম্ফল পূর্ব জেলার লামলাই, জিরিবাম জেলার জিরিবাম, কাংপোকপির লেইমাখং এবং বিষ্ণুপুরের মইরাং এলাকা। এতদিন ইম্ফল, বিষ্ণুপুর, জিরিবাম ও লামফেলের ১৯টি থানা আফস্পার বাইরে ছিল। এবার সেগুলির মধ্যে ৬টি থানা এলাকায় আফস্পা জারি করা হল। বর্তমানে ১৩টি থানা এলাকা বাদে গোটা মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩১ মার্চ পর্যন্ত আফস্পার আওতায় থাকা ৬টি থানা এলাকাগুলিকে 'উপদ্রুত অঞ্চল' হিসাবে গণ্য করা হবে। বৃহস্পতিবার জিরিবাম ও চূড়াচাঁদপুরে তল্লাশি চালিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী একটি ২ ইঞ্চির মর্টার, একটি রাইফেল, একটি ৯ এমএম পিস্তল, ২টি স্বল্পপাল্লার স্থানীয়ভাবে তৈরি কামান এবং ২টি দূরপাল্লার স্থানীয়ভাবে তৈরি কামান সহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে।

গত ৭ নভেম্বর জিরিবাম জেলায় একটি পুড়ে যাওয়া বাড়ি থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ৩ সন্তানের মা ওই মহিলার ওপর অকথ্য অত্যাচারের ইঙ্গিত মিলেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ভাঙা হাড় সহ মৃতার দেহে ৮টি গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

ডমিনিকার সর্বোচ্চ সম্মান প্রধানমন্ত্রীকে

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : কমনওয়েলথ অফ ডমিনিকার সর্বোচ্চ সম্মান ডমিনিকা অ্যাওয়ার্ড অফ অনার পেতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। করোনাকালে ডমিনিকাকে ভারতের তরফে সহায়তা এবং দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার ব্যাপারে মোদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে এই সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডমিনিকা সরকার। ১৯ থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত গুয়ানার জর্জটাউনে ক্যারিকম সামিট বসতে চলেছে। সেখানেই মোদির হাতে ওই সম্মান তুলে দেবেন ডমিনিকার প্রেসিডেন্ট সিলভ্যানি বার্টন।

ডমিনিকার প্রধানমন্ত্রী রুজভেল্ট স্কেরিকের কার্যালয়ের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ডমিনিকাকে ৭০ হাজার ডোজ অ্যাস্ট্রাজেনেকা কোভিড টিকা দিয়েছিলেন। এটি একটি মহতী উপহার যা ডমিনিকা তার ক্যারিবীয় প্রতিবেশীদের পাঠিয়ে সাহায্য করেছিল। মোদির ভূয়সী প্রশংসা করে ডমিনিকার প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডমিনিকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইটি সহ সব ক্ষেত্রে ভারত যেভাবে ভরসা জুগিয়েছে তার স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান দেওয়া হবে।

এর আগে গত জুলাই মাসে রাশিয়ার সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'অর্ডার অফ সেন্ট অ্যান্ড্রিউ' পেয়েছিলেন মোদি। তার আগে ভুটানের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'অর্ডার অফ দ্য ড্রাগন কিং' পান তিনি। গতবছর ফ্রান্সের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান লিজিয়ন অফ অনার পেয়েছিলেন মোদি। এই নিয়ে ১৬টি দেশের নাগরিক সম্মান পেয়েছেন তিনি।

সংবিধান পড়েননি মোদি, তোপ রাগার

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : বিজেপি-আরএসএস ভারতের সংবিধানের ওপর আঘাত হানছে বলে বারবার অভিযোগ তোলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। এবার লোকসভার বিরোধী দলনেতার তোপ, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কখনও ভারতের সংবিধান পড়েননি। তাই তাঁর কাছে সংবিধান নিছকই একটি লাল বই ছাড়া আর কিছুই নয়।' বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের নান্দুরবরে একটি জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় নিশানা করেন রাহুল। এর আগে তাঁর হাতে থাকা লাল রংয়ের ভারতের সংবিধান বই থাকা নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছিল বিজেপি।

> মোদিজি এই বইটি শূন্য নয়। এতে ভারতের আত্মা এবং জ্ঞান আছে। বিরসা মুন্ডা, বুদ্ধ, মহাত্মা ফুলে, ড. বিআর আম্বেদকর, মহাত্মা গান্ধির মতো জাতীয় মনীষীদের আদর্শ রয়েছে। আপনি যদি এই বইটিকে খালি বলেন তাহলে আপনি এই মহান মানুষজনকে অপমান করছেন।
>
> **রাহুল গান্ধি**

এদিনের বক্তৃতায় সেই প্রসঙ্গে নিজের হাতের সংবিধান বইটি তুলে দেখান রাহুল। বইটি দেখিয়ে রাহুল বলেন, 'মোদি এই লাল বইটি ফাঁকা বলে জানিয়েছেন। বিজেপি এই বইটির লাল রং নিয়ে আপত্তি তুলেছে। কিন্তু বইটির রং নীল না লাল তা নিয়ে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা এই বইটি রক্ষা করার জন্য সংকল্পবদ্ধ। এর জন্য আমরা জীবনও দিতে পারি। আমার হাতে যে বইটি রয়েছে সেটি ফাঁকা বলে মনে করেন মোদি। কারণ, এর মধ্যে কী লেখা আছে সেটা উনি জীবনেও কখনও পড়ে দেখেননি। এর মধ্যে কী আছে সেই ব্যাপারেও ওঁর কোনও ধারণা নেই।' রাহুলের সাফ কথা, 'মোদিজি এই বইটি শূন্য নয়। এতে ভারতের আত্মা এবং জ্ঞান আছে। বিরসা মুন্ডা, বুদ্ধ, মহাত্মা ফুলে, ড. বিআর আম্বেদকর, মহাত্মা গান্ধির মতো জাতীয় মনীষীদের আদর্শ রয়েছে। আপনি যদি এই বইটিকে খালি বলেন তাহলে আপনি এই মহান মানুষদের অপমান করছেন।'

মহারাষ্ট্র থেকে বড় বড় শিল্পপ্রকল্প অন্যত্র চলে যাওয়া নিয়েও বিজেপি এবং রাজ্যের মহায্যুতি সরকারকে বিঁধেছেন রাহুল। তাঁর অভিযোগ, প্রকল্পগুলি হাতছাড়া হওয়ায় মহারাষ্ট্র থেকে পাঁচ লক্ষ চাকরি চলে গিয়েছে। এদিন কংগ্রেস সভাপতি মহারাষ্ট্রের জন্য ঘোষিত প্রতিশ্রুতিগুলি সম্পর্কে দাবি করেন, 'আমরা যে কাজগুলি করতে পারব শুধুমাত্র সেগুলিরই ঘোষণা করেছি। ইউপিএ সরকার যখন, মনরেগা এনেছিল তখন সবাই আমাদের নিয়ে মজা করেছিল।'

প্রচারের ফাঁকে বাসযাত্রীর সঙ্গে রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের নান্দেরে।

এফআইআর বেশি বিজেপি শাসিত রাজ্যে, কম বাংলায়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : ভারতীয় ন্যায়সংহিতা চালু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে এফআইআর দায়ের হওয়া সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে সংসদের স্থায়ী কমিটিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দেওয়া প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে। মঙ্গলবার স্থায়ী কমিটিকে দেওয়া কেন্দ্রের ওই প্রেজেন্টেশনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে এফআইআর দায়েরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

উত্তরপ্রদেশে এখনও পর্যন্ত ১,৫৫,৬৪৮টি এফআইআর দায়ের হয়েছে, যা সর্বাধিক। বামশাসিত কেরলে ন্যায়সংহিতার অধীনে দায়ের এফআইআরের সংখ্যা ১,১৯,৪৩৭। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে মহারাষ্ট্র (১,১৭,৮৩৩টি) এবং মধ্যপ্রদেশ (১,০২,০৪৬টি)। দিল্লিতে ন্যায়সংহিতার অধীনে ১,০০,৮৯১টি এফআইআর দায়ের হয়েছে। রাজধানী শহর এলাকা হওয়ায় দিল্লির আইনশৃঙ্খলা তথা পুলিশ বিভাগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে রয়েছে।

তবে বিহারে বিজেপি এবং জেডিইউ জোট সরকার থাকা সত্ত্বেও এফআইআরের

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিপোর্ট

সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। নীতীশ কুমারের রাজ্যে ন্যায়সংহিতার অধীনে ৭১,৯২৩টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা আরও কম। ৬৬,০৩২টি। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার অধীনে দেশে মোট ১২,১২,২৬৯টি এফআইআর দায়ের হয়েছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, বিজেপিশাসিত 'ডাবল ইঞ্জিন' রাজ্যগুলির কয়েকটিতে অপরাধের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। বাংলার বিজেপি নেতাদের একাধিকবার রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ তুলতে দেখা গিয়েছে। বঙ্গ বিজেপি নেতারা বারবার দাবি করেছেন, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়া উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। যদিও কেন্দ্রের রিপোর্টেই জানানো হয়েছে, শাসক জোটের প্রধান শরিক দল যে সমস্ত রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে অপরাধের সংখ্যা বেশি।

বিধায়কের জামিন

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : দিল্লি ওয়াকফ বোর্ড মামলায় জামিন পেলেন আপের বিধায়ক আমানাতুল্লা খান। ইডি তাঁর বিরুদ্ধে যে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছিল সেটি খারিজ করে দিয়েছে বিশেষ বিচারক জিতেন্দ্র সিং। ১ লক্ষ টাকার বন্ডে আপ বিধায়কের জামিন মঞ্জুর করেন তিনি। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের ৩৬ কোটি টাকার জমি দুর্নীতির মামলায় ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে আপ বিধায়ক আমানাতুল্লা খানকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। পরে ওয়াকফ বোর্ডে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মের মামলাতেও তাঁর নাম যুক্ত হয়। ইডি ২৯ অক্টোবর ১১০ পাতার প্রথম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছিল।

তথ্য তালাশ

ঐতিহ্যবাহী দেশ

ঐতিহ্যই বহন করে দেশের পরিচিতি। ইট-কাঠ-পাথরে তৈরি জড় পদার্থই হয়ে ওঠে দেশের গর্ব। সেসব দেখতে যেমন ভিড় করেন সেদেশের মানুষজন, তেমনই আসেন বিদেশি পর্যটকরাও। এক্ষেত্রে এগিয়ে ভ্যাটিকান সিটির দেশ। পিছিয়ে নেই মোদের দেশ ভারতও। রইল তালিকা...

১. ইতালি	৫৯
২. চিন	৫৭
৩. জার্মানি	৫২
৪. ফ্রান্স	৫২
৬. ভারত	৪২

ভারত থেকে হাসিনার বিবৃতিতে রুষ্ট বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৪ নভেম্বর : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর থেকে কেটে গিয়েছে তিনমাসেরও বেশি সময়। বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই নিরাপদ আশ্রয় থেকেই লাগাতার যে সমস্ত রাজনৈতিক বক্তব্য এবং বিবৃতি তিনি দিচ্ছেন, তাতে ক্ষুব্ধ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। বিষয়টি তারা ভালো চোখে দেখছে না বলে নয়াদিল্লিকে ইতিমধ্যে জানিয়েও দিয়েছে ঢাকা। বাংলাদেশ মনে করে, দুই দেশের ঐতিহাসিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের স্বার্থে শেখ হাসিনাকে এই ধরনের বিবৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা উচিত ভারতের।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র তৌফিক হাসান বলেন, 'আমরা বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার এবং ভারত সরকারকে শেখ হাসিনার দেশবিরোধী মন্তব্য করার বিষয়টি বারবার জানিয়েছি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গণ অভ্যুত্থানের সময় ভারতে চলে যাওয়ার পর সেখানকার বিভিন্ন গণমাধ্যমে যেভাবে রাজনৈতিক বিবৃতি ও বক্তব্য দিয়েছেন, সেটা বাংলাদেশ সরকার ভালোভাবে দেখছে না। আমাদের দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের জন্যও এই ধরনের বক্তব্য প্রদান করা থেকে শেখ হাসিনাকে বিরত রাখা দরকার।' শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারির জন্য ইন্টারপোলের কাছে আর্জিও জানিয়েছে ঢাকা। এবার তাঁর মুখ বন্ধ করার জন্যও ভারতের ওপর কূটনৈতিক স্তরে চাপ দেওয়ার চেষ্টাও করছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার।

> প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গণ অভ্যুত্থানের সময় ভারতে চলে যাওয়ার পর সেখানকার বিভিন্ন গণমাধ্যমে যেভাবে রাজনৈতিক বিবৃতি ও বক্তব্য দিয়েছেন, সেটা বাংলাদেশ সরকার ভালোভাবে দেখছে না।
>
> **তৌফিক হাসান**
> *বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র*

গত ১০০ দিন ধরে শেখ হাসিনা নয়াদিল্লির একটি উচ্চ সুরক্ষাবলয়ে ঘেরা বাংলোয় রয়েছেন। ভারত আগেই জানিয়ে দিয়েছে, শেখ হাসিনা যতদিন খুশি নয়াদিল্লিতে থাকতে পারবেন। হাসিনা ভারতের আশ্রয়ে আগেও ছিলেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত দিল্লির পান্ডারা রোডে নিজের পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। সূত্রের খবর, দিল্লির যে সেফ হাউসে শেখ হাসিনা বর্তমানে রয়েছেন তার নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে এনএসজি। এদিকে বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, 'সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় ভারতের কিছু বলার দরকার নেই। সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশেরই নাগরিক।'

নেহরু স্মরণে রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : দশবছরে এই প্রথমবার মোদি সরকারের কোনও মন্ত্রী সংসদের সেন্ট্রাল হলে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মবার্ষিকী পালনের অনুষ্ঠানে হাজির থাকলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ

সিং বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে নেহরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। সেখানে হাজির ছিলেন জয়রাম রমেশ, কেসি বেণুগোপালের মতো কংগ্রেস নেতারাও। ছিলেন তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই প্রথমবার নেহরুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিংয়ের মতো একজন শীর্ষস্তরের মন্ত্রীকে হাজির থাকার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে।

এদিকে নেহরুকে 'ভারতের জহর' বলে আখ্যা দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয় নেহরুর ১৩৫তম জন্মজয়ন্তী। শিশুদিবস হিসেবে এই দিনটি পালন করা হয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

শিশু দিবসে চাচা নেহরুর মোমের মূর্তির দিকে চেয়ে রয়েছে খুদেরা। বৃহস্পতিবার তিরুবনন্তপুরমে।

মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান তুলসী

ওয়াশিংটন, ১৪ নভেম্বর : যোগকে আন্তর্জাতিক আঙিনায় নিয়ে আসার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করে যিনি সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন, ভারতীয় বংশোদ্ভুত সেই হিন্দু-মার্কিন তুলসী গাবার্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দাপ্রধান হতে চলেছেন। আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের ভার তুলসীর ওপর ন্যাস্ত করেছেন। বুধবার তা ঘোষণা করে জানানো হয়েছে। এভিল হেইন্সের স্থলাভিষিক্ত হবেন তুলসী। এদিকে, গতকাল হোয়াইট হাউসে ভাবী প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। বিদায়ি ও হবু প্রেসিডেন্টের মধ্যে বৈঠক হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হিসেবে মনোনীত হওয়ায় পদাধিকার বলে আমেরিকার ১৮টি গুপ্তচর সংস্থার পরিচালনাও থাকবে তুলসীর হাতে। একসময়ে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে থাকলেও ২০২২ সাল থেকে তিনি রিপাবলিকান দলে। তুলসী চলতি বছরের গোড়া থেকেই ট্রাম্পের সমর্থনে প্রচার চালাচ্ছেন। এবার তার পুরস্কার পেলেন।

তুলসী গাবার্ড সম্পর্কে ট্রাম্প জানিয়েছেন, তুলসীর মধ্যে ভয় বলে কিছু নেই। তাঁর নির্ভিকতা ও বর্ণময় কর্মজীবন মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগকে সমৃদ্ধ করবে।

তুলসী হাওয়াইয়ে বড় হয়েছেন। ১৯৮১ সালে তাঁর জন্ম আমেরিকার সামোয়ার লেলোআলোতে। শাকাহারি তুলসী। তাঁর মা হিন্দু। বাড়িতে হিন্দুয়ানার চল। কংগ্রেসে প্রথম হিন্দু এমপি হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন ভগবদগীতায় হাত রেখে।

উৎসস্থলেই দূষিত গঙ্গা

দেরাদুন, ১৪ নভেম্বর : উৎস থেকে গঙ্গা যত অববাহিকার দিকে গড়িয়েছে, ততই দূষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এখন উৎসস্থলেই দূষণ ভয়াবহ আকার নিয়েছে। উত্তরাখণ্ড সরকারের রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। মূলত নর্দমার জলেই এই দূষণ বাড়ছে।

জাতীয় পরিবেশ আদালতে উত্তরাখণ্ড সরকার জানিয়েছে, নিকাশি জলশোধন কেন্দ্রের বর্জ্য জল গঙ্গায় পড়ায় এই দূষণ ছড়াচ্ছে। উত্তরাখণ্ডে গঙ্গা দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণের ওপর একটি মামলার শুনানিতে এই কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের হলফনামা অনুসারে দিনে ১০ লক্ষ লিটার জলের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তাতে সর্বাধিক ফেকাল কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়া রয়েছে ৫৪০/১০০ এমএল। এই ব্যাকটিরিয়া মানুষ ও পশুর মলমূত্র থেকে পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মানদণ্ড অনুযায়ী খোলা জায়গায় এই মান হওয়া উচিত ৫০০/১০০। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বিস্তৃত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বিক্ষোভে পিছু হটল যোগী সরকার

লখনউ, ১৪ নভেম্বর : চাকরিপ্রার্থীদের তীব্র বিক্ষোভের জেরে পিছু হটতে বাধ্য হল উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকার। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিপিএসসি) চাকরিপ্রার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে জানিয়েছে, একদিনেই প্রভিন্সিয়াল সিভিল সার্ভিস বা পিসিএস পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রয়াগরাজে নিয়োগপ্রার্থীদের তুমুল বিক্ষোভের কারণেই পিএসসি পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে ঠিক হয়েছিল, ৭ ও ৮ ডিসেম্বর পিসিএস পরীক্ষা নেওয়া হবে। আরও-এআরও প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর তিনটি শিফটে করার কথা বলা হয়েছিল। আপাতত এই পরীক্ষাগুলি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিন কড়া নিরাপত্তায় প্রয়াগরাজে পড়ুয়াদের সামনে হাজির হয়ে নতুন ঘোষণা করেন পিএসসির সচিব অশোক কুমার।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও প্রয়াগরাজে পড়ুয়াদের বিক্ষোভের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কমিশনকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বলেন তিনি। তবে নতুন সিদ্ধান্ত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ হতাশ। এদিকে সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব বলেছেন, 'যাঁরা এক দেশ, এক ভোটের কথা বলে তাঁরা একদিনে পরীক্ষা নিতে পারছেন না।'

চেন্নাইয়ে ফের আক্রান্ত চিকিৎসক

চেন্নাই, ১৪ নভেম্বর : ক্যানসার আক্রান্ত মায়ের চিকিৎসায় ক্ষুব্ধ ছেলের চিকিৎসককে ছুরির কোপ। গুরুতর আহত চিকিৎসক আইসিইউয়ে ভর্তি। চেন্নাইয়ের সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে আক্রান্ত হলেন আরও এক চিকিৎসক। এবার আক্রমণকারী একজন রোগী। ঘটনাস্থল সেই চেন্নাই। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘটা ২টি ঘটনায় তামিলনাড়ুতে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠে

গ্রেপ্তার মনোরোগী

গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার স্ট্যানলি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে রোগী দেখছিলেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হরিহরণ। সেইসময় আচমকা উত্তেজিত হয়ে পড়েন এক রোগী। ঝাঁপিয়ে পড়েন চিকিৎসকের ওপর। হরিহরণকে মার খেতে দেখে দৌড়ে আসেন হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরা। রোগীকে বাগে আনতে হিমসিম খেতে হয় তাঁদের। পরে ওই রোগীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের মধ্যে।

হাসপাতালের একটি সূত্র জানিয়েছে, ভরত নামে ওই রোগী কয়েকমাস ধরে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসছিলেন। বুধবারও বহির্বিভাগে এসেছিলেন তিনি। হরিহরণের আঘাত গুরুতর নয়। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

শিশুর চোখে ভুল অস্ত্রোপচার, তদন্ত

লখনউ, ১৪ নভেম্বর : সাত বছরের শিশুর বাম চোখে অস্ত্রোপচারের কথা। হল ডান চোখে। উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডার এক নামী হাসপাতালে মঙ্গলবার এই ভুল অস্ত্রোপচার হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। চিকিৎসকের লাইসেন্স বাতিলের দাবি জানিয়েছেন শিশুর বাবা। পরিজনেরা গৌতম বুদ্ধ নগরের মুখ্য মেডিকেল অফিসারের কাছে গাফিলতির অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিশুর বাবা নীতিন ভাতি জানিয়েছেন, তাঁর ছেলের বাম চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তে থাকায় তিনি ছেলেকে আনন্দ স্পেকট্রাম হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তার আনন্দ ভার্মা বলেছিলেন, শিশুর বাঁ চোখে প্লাস্টিকের মতো কিছু রয়েছে, অস্ত্রোপচার করতে হবে। সেজন্য ৪৫ হাজার টাকা পড়বে। নির্দিষ্ট দিনে অস্ত্রোপচারের পর সন্তান বাড়িতে এলে মায়ের চোখ কপালে ওঠে। ভুল চোখে যে অস্ত্রোপচার হয়েছে তা প্রথম তাঁর নজরে পড়ে।

মহিলা পুলিশের বাড়তি ছুটি

ইটানগর, ১৪ নভেম্বর : ওড়িশার পর অরুণাচলপ্রদেশ। পেমা খান্ডু সরকার ঋতুকালীন সমস্যা মেটাতে মহিলা পুলিশকর্মীদের জন্য প্রতিমাসে একদিন সবেতন ছুটির ব্যবস্থা করেছে। এই ছুটি ঋতুচক্রের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে নিতে পারবেন মহিলা পুলিশকর্মীরা। এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এই ছুটি মাসে একদিনই পাওয়া যাবে।পুলিশ প্রশাসনের আশা, এর ফলে মহিলা পুলিশকর্মীরা কাজে আরও সক্রিয় হয়ে উঠবেন।

নির্দল প্রার্থীর গ্রেপ্তার ঘিরে মরুঝড়

জয়পুর, ১৪ নভেম্বর : তিনি নির্দল প্রার্থী। শাসক বিজেপি বা বিরোধী কংগ্রেসের ব্যানারও তাঁর নামের পাশে নেই। তবুও ওই নির্দল প্রার্থী নরেশ মীনাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে রীতিমতো 'মরুঝড়'-এর সম্মুখীন হতে হল রাজস্থানের পুলিশ-প্রশাসনকে। ওই প্রভাবশালী নেতার মারমুখী সমর্থকদের রোষ থেকে বাঁচতে শেষপর্যন্ত পালটা বলপ্রয়োগের রাস্তায় হাঁটতে হয়েছে পুলিশকে। বুধবার টঙ্ক জেলার দেওলি-উনিয়ারা আসনে উপনির্বাচন চলাকালীন একটি বুথের বাইরে নির্বাচনি আধিকারিক এসডিএম অমিত চৌধুরীকে ঠাসিয়ে চড় মেরেছিলেন নরেশ। ওই কাণ্ড ক্যামেরাবন্দি হয়েছিল। বিক্ষুব্ধ এই কংগ্রেস নেতা আগেও একাধিক বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন। টিকিট না পাওয়ায় তিনি কংগ্রেসও ছেড়েছিলেন দুবার।

কর্তব্যরত নির্বাচনি আধিকারিককে শারীরিকভাবে নিগ্রহ

রাজস্থানে ভোটের দিন এসডিএম-কে চড়

করার অভিযোগে বুধবার রাতেই সামরাবাটা গ্রামে নরেশকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু তাঁর সমর্থকদের বাধার মুখে শেষমেশ ফিরে আসতে হয়েছিল পুলিশকে। সমর্থকরা তাণ্ডব চালান গোটা গ্রামে। ২৪টি বড় গাড়ি এবং ৪৮টি মোটরবাইকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। একাধিক বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। নরেশের সমর্থকদের রুখতে বৃহস্পতিবার ভোরে গ্রামে ঢোকে রণসজ্জায় সজ্জিত এসটিএফের বিশাল বাহিনী। পুলিশের হাতে ধরা পড়েন গুণধর নির্দল প্রার্থী। নেতার গ্রেপ্তারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়েন তাঁর সমর্থকরা। পুলিশকে বাধা দিতে রাস্তার ওপর জ্বালিয়ে দেওয়া হয় টায়ার। কিন্তু তাতে নরেশ মীনার গ্রেপ্তারি আটকানো যায়নি। জানা গিয়েছে, তাঁর নামে ২৩টি মামলা চলছে। এর মধ্যে ৫টি মামলায় এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। আজমের রেঞ্জের আইজি ওম প্রকাশ জানিয়েছেন, হিংসার অভিযোগে অন্তত ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মীনা এদিন গ্রেপ্তার হওয়ার আগেও বলেছিলেন, 'আমি আত্মসমর্পণ করব না।' পুলিশকে ঘিরে ফেলে রাস্তা অবরোধ করার নির্দেশও দেন সমর্থকদের। মীনা বলেছেন, 'এসডিএম ভুল কাজ করেছেন। তাই আমি ওঁকে চড় মেরেছি।'

ভাবের ভাষা হয়ে উঠুক কাজের ভাষা

ডঃ বঙ্গজ মণ্ডল

সহকারী শিক্ষক বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার

‘হাতের কাছে যাহা থাকে, যাহাকে লইয়া অহরহ কারবার করিতে হয়, তাহার যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে খুব একটা স্পষ্ট অনুভূতি আমাদের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় না।’

(‘ভাষার অত্যাচার’-সুকুমার রায়)

এটা একটা অসুখ। রাতারাতি সেরে ওঠার উপায় নেই। এ রোগ বাংলা ভাষার। দীর্ঘকালের। অধিকাংশ মানুষ মাতৃভাষায় বাচনে-ভাষণে যতটা সাবলীল, লেখায়-সাহিত্য সমাবেশে ততটা নয়। অথচ, রাজ্যের বেশিরভাগ স্কুলের পঠনপাঠন বাংলায়। প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি বাদে সমস্ত বিষয় বাংলায় পড়ালেখা হয়। স্বাভাবিকভাবে সেই ভাষায় গতিশীল হয়ে ওঠার কথা। বাস্তবে যদিও তা হয়নি।

আধুনিক শিক্ষা শিষ্যকেন্দ্রিক। পড়ুয়ার সুবিধা-অসুবিধা বুঝে নিতে হবে শিক্ষকদের। তাদের কাছে ভালোবাসার মাধ্যমে পৌঁছাতে হয়। যার পোশাকি নাম ‘পিকক মডেল’। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ‘প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন’ (Formative Evaluation) ও ‘পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন’ (Summative Evaluation)-এর মাধ্যমে পাঠকালীন মান নির্ণয় হয়। ‘পরীক্ষার্থী’ হিসেবে কতটা শক্তপোক্ত হতে পেরেছে, দেখা হয়। মূল্যায়নে যাতে ভালো নম্বর পায়, সেদিকে প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশ থাকে। সর্বভারতীয় বোর্ড ও অন্য রাজ্যের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে এই সরলীকরণ।

ফলে, ‘পরীক্ষার্থী’ হিসেবে ছাত্ররা এখন বেশি নম্বর পায়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, ‘শিক্ষার্থী’ হিসেবে তারা কতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারছে। শিক্ষাবিজ্ঞান মতে, বাবলিং-কুইং পিরিয়ড বা বকবককালীন (১১/২-২ বছর) একজন শিশু প্রায় ৬০০০ শব্দ জানে, কিন্তু বলতে পারে না। বলে দিলে দেখিয়ে দেয়। একইরকমভাবে ৬ বছর বা তার বেশি সময়ে বাংলায় লিখতে-পড়তে যতটা পারুক না কেন, অনেক কথা সে বলতে পারে। এই কথা বলাটা শেখে পরিবারে। পরিবেশে। এখানেই তফাত তৈরি হয়। যে পরিবার সচেতন, সেই পরিবারের শিশুর কথ্যভাষা বা বোল অনেকটা গোছানো। আর যেসব শিশু অসচেতন পরিবারে বেড়ে ওঠে, তাদের কথা বা লেখার ভাষা- দুটোই ভুলে ভরা থাকে।

প্রথম দলের শিশুর বাংলা ভাষা, ভাবের সঙ্গে কাজের হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় দলের শিশু দুটোতেই পিছিয়ে পড়ে। ব্যতিক্রম হয় না, তেমন নয়। সেজন্য সরকারি স্কুলে লটারি সিস্টেমে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। অন্তত দ্বিতীয় দলের শিশু পরিবার থেকে না শিখুক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কিছু শিখে পরবর্তী প্রজন্ম সঠিকভাবে যেন গড়তে পারে।

মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র স্কুলবই থেকে বাংলা পাঠক্রমের ক্লাসভিত্তিক নির্বাচিত অংশ পড়লে একজন ভালো বাংলা লিখতে-পড়তে পারবে, তা নয়। ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। নাচ-গান-নাটক-সাহিত্য-সিনেমা-ভাস্কর্য, এমনকি খেলাধুলোর সঙ্গে নিবিড় যোগ থাকা দরকার। এসবে সরাসরি অংশ নিতে না পারলেও দেখা বা শোনার মধ্য দিয়ে ধারণা তৈরি হয়। যা থেকে পড়ুয়ার মনে উন্নত রুচি-শুচি আসে। বাংলা ভাষা ও ভাবের সংগঠনে বড় ভূমিকা নেয়।

ছবি আঁকলে বুদ্ধি বাড়ে, হাতের লেখা ভালো হয়। গান

আবেগের ভাষা। গাইলে বা শুনলে মনে কাব্যিক ভাব আসে। লোকসংগীত বা পল্লিগীতি তুলনায় বেশি মনোরম। ছোট থেকে আঞ্চলিক লোকগান শুনলে কোমল ভাব আসে। নাটক দেখলে বা তাতে অভিনয় করলে কথার ভিত শক্তপোক্ত হয়। খেলাধুলো করলে শরীর গঠনের পাশাপাশি জয়-পরাজয়ের ‘জেদি ভাষা’ শেখা যায়।

মায়ের সঙ্গে কথা যেন শব্দ গাঁথা ফুলের মালা। মায়ের ভাষার সঙ্গে শিশুর ভাষার একটা মিল থাকে। যে শিশু মায়ের সঙ্গে যত বেশি কথা বলবে, তত বলিষ্ঠ ভাষা শিখবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম পত্রপত্রিকা পড়া। রোজ সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাস করো। সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়ো। এতে ভাষায় দখল আসে। নতুন শব্দ শেখা যায়। একইসঙ্গে চারপাশে ঘটে চলা ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারবে।

যে কোনও জায়গা থেকে নতুন শব্দ শিখলে সেটা নির্দিষ্ট খাতায় লিখে রাখতে পারো। তারপর অভিধান বা ডিকশনারি খুলে সঠিক বানান দেখে মিলিয়ে নাও। পরে সেটার অর্থ, সমার্থক ও বিপরীত শব্দগুলো পাশাপাশি লিখে রাখো। সেগুলো মাঝেমধ্যে দেখলে মনে গেঁথে থাকে। সব শব্দ লিখে রাখা সম্ভব নয়, শুধু অপরিচিতগুলোর ক্ষেত্রে এই পন্থা ব্যবহার করা যায়। এছাড়া হাতের সামনে অভিধান রাখো। প্রয়োজনে বারবার খুলে দ্যাখো।

ভাষা গঠনের দিকটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকরণ শেখায় জোর দিতে হবে। শ্রেণিভিত্তিক শব্দতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বগুলো জানা জরুরি। এতসবের পর যদি বানান ভুল হয়ে যায়, তাহলে ভাষার ব্যবহার যতই ভালো হোক না কেন, তুমি সফল নও। সঠিক বানান গঠন করতে ধ্বনি-বর্ণ-অক্ষর-শব্দ-পদ-বাক্য জেনে পড়ালেখা জরুরি। শিক্ষা দপ্তরের কাছে একটি প্রস্তাব, অন্তত পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে একটি করে ‘আকাদেমি বানান অভিধান’ দেওয়া হোক। তাহলে শিক্ষার্থীদের নতুন বা সঠিক বানান শেখার অভ্যাস তৈরি হবে।

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। সেখানে বহু ভুল বাংলা ব্যবহার হচ্ছে। একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, মিশ্রভাষার আধিক্য, বিশেষত ইংরেজি ও হিন্দির প্রভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার ধীরে ধীরে কমছে। ‘কাজের ভাষা’ হিসেবে ইংরেজি, হিন্দি এগিয়ে যাওয়া একটা বড় কারণ। অধিকাংশ অভিভাবক নিজের সন্তানকে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়াতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা মনে করেন, বাংলা না শিখলেও চলবে। ইংরেজিতে পাকাপোক্ত হওয়া জরুরি। অথচ এটা তাঁদের বোঝা উচিত, মাতৃভাষায় দুর্বল হওয়া মোটেই গর্বের নয়। যে যত ভাষা জানবে, সে তত এগিয়ে থাকবে প্রতিক্ষেত্রে।

অভিভাবক-শিক্ষক-সমাজের মিলিত প্রচেষ্টায় পড়ুয়ারা সঠিক বাংলা শিখতে আগ্রহী হবে নিশ্চয়ই।

‘সব ভাষার মধ্যে একটি দানব আছে। তার কাজ হল ভাষার ভেতরে থেকে তাকে তছনছ করা, ভাষার ভেতরের ও বাইরের রূপ বদলে দেওয়া।’ (ভাষার মানচিত্র-হাসান আজিজুল হক)

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তাই। এই দানব বাইরের নয়, ঘরের। একে প্রতিহত করতে হবে। নয়তো যে সব শব্দ অভিধান থেকে কলমে উঠে এসে প্রতিকারের কথা বলে, মুখের কথায় ব্যবহার, রোজকার কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এবং জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কথা বলে, সেগুলো পাতাতেই সীমাবদ্ধ রয়ে যাবে। পাঠক্রমের সাহিত্য পাঠ্যবইয়ে থেকে যাবে। সম্প্রতি ‘ধ্রুপদি ভাষা’র মর্যাদা পাওয়া বাংলা ভাষা, শুধু অতীত ইতিহাস ও কৌলীন্যে ‘ধ্রুপদি’-ই থাকবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।। ছোটদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে মন ভরল দর্শকদের। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের চলতি বছরের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় দীনবন্ধু মঞ্চে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক পরিবেশন করে ছাত্রীরা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়। ছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (শিলিগুড়ি-নকশালবাড়ি সার্কেল) অম্বরীশ ভট্টাচার্য। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিতা ঘোষ বলেন, ‘দুই মাস ধরে শিক্ষকরা এই অনুষ্ঠানের জন্য পড়ুয়াদের প্রস্তুত করিয়েছেন। তাঁদের সবার মিলিত উদ্যোগেই এত সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্ভব হয়েছে।’

পড়ুয়া টানতে শিশু দিবসে বড় আয়োজন

রবীন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ

পূর্ব চকোয়াখেতি প্রাথমিক বিদ্যালয়

অভিজিৎ ঘোষ

বড় মঞ্চের সামনে বসার জায়গা ভর্তি কানায় কানায়। মাইকে বাজছে রবীন্দ্রসংগীত। মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করছে এক খুদে। সারাদিনের অনুষ্ঠানে ছোটদের আবৃত্তি, নাচ, গানের অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন অভিভাবক সহ এলাকার সাধারণ মানুষও। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সাহেবপোঁতায় আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা জাতীয় সড়কের পাশে মাঠে জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল রবীন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ। পড়ুয়াদের মধ্যে পাপিয়া রায়, বিবেক বৈদ্যরা এদিন নাচ পরিবেশন করেছে। প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে রূপাঞ্জনা দে’র গান। আবৃত্তি করেছে রাজদীপ দাসরা।

বৃহস্পতিবার শিশু দিবসে এত বড় আয়োজন শেষ কবে এখানে হয়েছিল, মনে করতে পারছেন না স্থানীয়রা। সরকারি স্কুলে এমন অনুষ্ঠান সচরাচর চোখেও পড়ে না। একসময় ওই এলাকার একমাত্র প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয় ছিল এটা। তবে কয়েকবছরে আশপাশে বেশ কয়েকটি বেসরকারি স্কুল গড়ে উঠেছে। সরকারি অনুদানের ওপর ভরসা করে চলা রবীন্দ্র প্রাথমিকের পক্ষে বেসরকারি ধাঁচের পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। যার ফলে পড়ুয়া সংখ্যা কমেছে একটু একটু করে। বর্তমানে সংখ্যাটি ৪৭।

নতুন বছরে সাধ্যমতো খামতি মিটিয়ে আরও বেশি সংখ্যায় পড়ুয়া টানতে বিশেষ পরিকল্পনা করেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। যার অঙ্গ, শিশু দিবসে বড় আকারে অনুষ্ঠানের আয়োজন। শুধুমাত্র পঠনপাঠন নয়, শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সংস্কৃতিচর্চাও প্রয়োজন, মনে করে কর্তৃপক্ষ। অঘোষিত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ‘অভিনবত্ব’-এর ছোঁয়া লাগাতে চাইছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের দাবি, এভাবে অভিভাবকদের নজরকাড়া সহজ হয়। আলিপুরদুয়ার শহরে কিছু সরকারি এবং সরকার পোষিত প্রাথমিক স্কুল এভাবে সাফল্যের মুখ দেখেছে। গ্রামের স্কুলগুলো একই রাস্তায় হাঁটতে চাইছে।

রবীন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক রাসবিহারী সরকার বলছিলেন, ‘বর্তমানে আমাদের প্রথম লক্ষ্য, পড়ুয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সেজন্য নতুন বছরে ভর্তির জন্য বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার সাঁটা হয়েছে। বাড়ি বাড়ি যাওয়া হচ্ছে। আশা করছি, অভিভাবকরা সাড়া দেবেন।’ সরকারি স্কুলে কী কী পরিষেবা পাওয়া যায়, সেগুলো নিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। এরই সঙ্গে বর্তমান পড়ুয়াদের স্বার্থে পঠনপাঠনের মান উন্নয়নে জোর দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

স্কুলের শিক্ষিকা প্রিয়াংকা সেন জানালেন, নিয়মিত ক্লাসের পাশাপাশি এধরনের অনুষ্ঠান এবং যোগ, আঁকা ও জিকে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে আলাদাভাবে। পড়ুয়াদের মনোরঞ্জনের জন্য বছরে একবার বনভোজনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

একই লক্ষ্য নিয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব চকোয়াখেতি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চিলাপাতা ও উত্তর চকোয়াখেতির মতো জনজাতি অধ্যুষিত স্কুলটিতে কয়েকদিন আগে পড়ুয়া ছিল ৬৫ জন। তবে নতুন শিক্ষাবর্ষে সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। আগ্রহ দেখাচ্ছেন অভিভাবকরা।

শিশু দিবসে এদিন চারটি আলাদা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল স্কুলটি। নাচ, গান পরিবেশনার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে সমাজকে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া। প্রধান শিক্ষক কালিদাস সরকারের কথায়, ‘এখানে বাচ্চাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা রয়েছে, সেটা মেলে ধরার সুযোগ দিতে চাই আমরা। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ওরা দ্রুত শিখছে। স্কুলের পরিবেশ কেমন, অভিভাবকদের কাছে সেই বার্তা দিয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়। বাচ্চারা বিভিন্ন ইস্যুতে বড়দের সচেতন করেছে।’

খুদেরা মনীষী, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাজে গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল এদিন। এছাড়া পুলিশ, চিকিৎসকের মতো বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সম্পর্কিত সাজে দেখা গিয়েছিল কয়েকজন। আরোহিতা ওরাওঁ নামে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রী শিক্ষিকা সেজে স্কুলের ভূমিকা কী, সেখানে কী কী হয়, কেন বাচ্চাদের স্কুলে আসতে হয়- সেসব নিয়ে গ্রামবাসীকে সচেতন করে। মহিমা ওরাওঁ পুলিশ, কবির চিকবড়াইক চিকিৎসকের সাজে সচেতনতার বার্তা দিয়েছে এলাকাবাসীকে। স্কুলগুলোর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। অংশ নিয়ে খুশি খুদে পড়ুয়ারাও।

আনন্দ পরিসরে আবৃত্তি, কুইজ

গৌতম দাস

লাগাতার ক্লাস করতে করতে যাতে একঘেয়েমি না আসে, তাই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে তুফানগঞ্জের ধলডাবরি ২ নম্বর চতুর্থ পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়। পড়ুয়াদের সংস্কৃতিচর্চায় উৎসাহ বাড়াতে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে ‘আনন্দ পরিসর’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই প্রতিষ্ঠানে। শনিবার সকাল ১১টা থেকে ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে অনুষ্ঠান। প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। কেউ নাচ, কেউ কবিতা পাঠ, আবার কেউ মনীষীদের জীবনযাপন নিয়ে আলোচনা করে সেখানে। বাকিরা দর্শকাসনে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করে।

পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে প্রশ্ন বেছে নিয়ে হয় কুইজ। এই আয়োজন পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে আগ্রহী করে তোলে বলে মনে করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রথম শ্রেণির লোকনাথ সাহা বলছিল, ‘পড়াশোনার পাশাপাশি সপ্তাহে একদিন করে আনন্দ পরিসর অনুষ্ঠান হওয়ায় আমরা ভীষণ খুশি।’

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯৬৭ সালে গড়ে ওঠে ধলডাবরি ২ নম্বর চতুর্থ পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ার সংখ্যা ১২১। শিক্ষক রয়েছেন চারজন। পড়ুয়াদের সুঅভ্যাস তৈরি, সংস্কৃতিচর্চা, খেলাধুলা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে এলাকায় সুনাম অর্জন করেছে স্কুলটি। স্কুল শুরুর আগে নিয়মিত পড়ুয়ারা চারপাশ সাফাই করে। তারপর জাতীয় সংগীত গাওয়া শেষে ঘোষণা করা হয় দিন পরিচিতি। পরবর্তী ধাপে খুদেরা মহাপুরুষদের বাণী পাঠ করে। সবশেষে শুরু হয় পঠনপাঠন।

পঞ্চম শ্রেণির আবদুল মোতালেবের কথায়, ‘আনন্দ পরিসর সত্যিই আমাদের আনন্দ দেয়।’ দ্বিতীয় শ্রেণির অনুপ সাহা জানাল, এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার ভয় কেটেছে অনেকটা।

প্রধান শিক্ষক মৃণালকান্তি সাহা বলেছেন, ‘পড়ুয়াদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এক বছর ধরে প্রতি শনিবার এই অনুষ্ঠান করছি। অভিভাবকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া মিলেছে। আনন্দ পরিসরের দিন উপস্থিতির হার বাকিদের তুলনায় বেশি থাকে।’ আগামীদিনে এই অনুষ্ঠান চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ক্যাম্পাস উৎসব জমজমাট

দেবদর্শন চন্দ

মহাবিদ্যালয়ে বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় পড়ুয়াদের পরিবেশনা অধ্যাপকদের ফিরিয়ে দিল কলেজ জীবনের স্মৃতি। সেরা বিভাগের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে তাঁরা ভাসলেন নস্টালজিয়ায়। দু’দিনব্যাপী ডিপার্টমেন্টাল স্পিরিটের অনুষ্ঠান, অধ্যাপকদের অনুপ্রেরণামূলক আলোচনা, শেষ দিনে স্নেহা মুখোপাধ্যায়ের সংগীতানুষ্ঠানে জমজমাট রইল কোচবিহারের ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজ প্রাঙ্গণ। সিনিয়ারদের সঙ্গে আলাপচারিতা, সৌহার্দ্য বিনিময়, এক মঞ্চে অভিনয়- সবমিলিয়ে জমজমাট উৎসব উপভোগ করলেন পড়ুয়ারা। সোম এবং মঙ্গলবারের অনুষ্ঠান দেখতে সকাল থেকেই পড়ুয়াদের ভিড় ছিল কলেজ ক্যাম্পাসে। দিন গড়িয়ে সন্ধে নামার পরেও তাঁদের উদ্দীপনায় কমতি চোখে পড়েনি।

এই কলেজের ক্যাম্পাস উৎসবের বিশেষ চমক ডিপার্টমেন্টাল স্পিরিট। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ বিভাগের উৎসাহ, আবেগ ছিল পুরোদম। প্রস্তুতি চলেছে বেশ কয়েকদিন ধরে।

অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁরা কেউ দিয়েছেন সমাজ সচেতনতামূলক বার্তা। কেউ বা দিলেন সম্প্রীতির বার্তা। পড়ুয়াদের পরিবেশনা দেখে আপ্লুত কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, অধ্যাপকরা।

সোমবার ছিল ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের নবীনবরণ ও ক্যাম্পাস উৎসবের প্রথমদিন। গত বছরগুলির মতো এবারেও ক্যাম্পাস উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ডিপার্টমেন্টাল স্পিরিটে অংশ নিয়েছিল ভূগোল, ইতিহাস, বাংলা, সংস্কৃত সহ বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়ারা।

সেদিন দুপুরে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক রফিকউজ্জামান। উপস্থিত ছিলেন অন্য অধ্যাপকরাও।

বিভাগীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, নিজেদের বিভাগের প্রতিটি সিমেস্টারের পড়ুয়ার সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা একটি বিষয় বেছে নিয়েছিলেন। এরপর প্রায় ১০-১৫ দিনের মহড়া শেষে নৃত্যনাট্য কিংবা নাটক পরিবেশন করলেন। যাঁরা ডিপার্টমেন্টাল স্পিরিটে অংশ নেননি, তাঁরাও দর্শকাসনে বসে উপভোগের পাশাপাশি উৎসাহ দিলেন সহপাঠীদের।

মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ বিভাগীয় অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ হয়। প্রথম স্থান অধিকার করে সংস্কৃত বিভাগ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান যথাক্রমে ভূগোল ও বাংলা বিভাগ। সেরার শিরোপা জিতে উচ্ছ্বসিত সংস্কৃত বিভাগের পড়ুয়া থেকে অধ্যাপকরা।

সন্ধ্যায় বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে কলেজ পড়ুয়াদের পাশাপাশি ভিড় জমান সদ্য প্রাক্তনরা। ভূগোল বিভাগের পড়ুয়া শুভদীপ আইচের কথা, ‘আমাদের বিভাগের তরফে সম্প্রীতির বার্তা দিতে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। বিভাগের সকলের পরিশ্রমে অনুষ্ঠান ভালোভাবে হয়েছে। পুরো অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে সবাই একসঙ্গে বসে উপভোগ করেছি।’

স্বপন সাহা চেয়ারম্যান থাকার সময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, শহরের কোথাও জলাশয় ভরাট করে কোনও নির্মাণ হবে না। এর আগেও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে জলাশয় বুজিয়ে নির্মাণের অভিযোগ উঠেছিল। এবার জলাজমি ভরাট করে নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সরিতা গিরির স্বামীর বিরুদ্ধে।

জলা বুজিয়ে নির্মাণে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৪ নভেম্বর : জলাভূমি বুজিয়ে নির্মাণকাজের অভিযোগ উঠেছে মাল পুরসভার এক কাউন্সিলারের স্বামীর বিরুদ্ধে। পুরসভার বাসিন্দারা এই ব্যাপারে ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও অভিযোগকে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন কাউন্সিলারের স্বামী তথা ওয়ার্ডের কমিটির সম্পাদক রমেশ গিরি। রমেশ বলেন, 'কোনও জলাজমি ভরাট করে বেআইনি নির্মাণ করা হচ্ছে না। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যবসায়ীদের জন্য শেড তৈরি হবে সেখানে। জনগণের স্বার্থে এই কাজ করা হচ্ছে।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, '১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।'

স্বপন সাহা চেয়ারম্যান থাকার সময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, শহরের কোথাও জলাশয় ভরাট করে কোনও নির্মাণ হবে না। এর আগেও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে জলাশয় বুজিয়ে নির্মাণ করার অভিযোগ উঠেছিল। এবার জলাজমি ভরাট করে নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সরিতা গিরির স্বামীর বিরুদ্ধে। রমেশ একাধারে তৃণমূল হিন্দি প্রকোষ্ঠের টাউন সভাপতির সঙ্গে ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক পদে রয়েছেন। তিনি বরাবরই স্বপন সাহার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। বৃহস্পতিবার এলাকার বাসিন্দারা ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে পুরসভায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা দীপ বিশ্বাস, রাজ মাহালি প্রমুখ বলেন, 'কাউন্সিলারের স্বামী বেআইনিভাবে জলাজমি ভরাট করে সেখানে সরকারি প্রকল্পের কাজ করছেন।' সেখানে কোন সরকারি প্রকল্পের কাজ হবে সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই স্থানীয়দের। তাদের অন্ধকারে রেখেই তৃণমূল নেতার মদতে সেই জলাজমি ভরাট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিতর্কিত সেই জমির ঢিল ছোড়া দূরত্বে বাটাইগোল বাজার। রবিবাসরীয় হাটের সমস্ত আবর্জনা ওই জলাভূমিতে ফেলা হয়।। এমনটাই বলছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, সেখানে গভীর জলাশয় ছিল। বাজারের আবর্জনা ফেলা হচ্ছিল সেখানে। এখন মাটি ফেলে ভরাট করা হচ্ছে।

১২ নম্বর ওয়ার্ডে মাটি ফেলে এভাবেই জলাভূমি বোজানো হয়েছে। –সংবাদচিত্র

রমেশ বলেন, ওই জমিতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক অনুদানে ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য শেড তৈরি করা হবে। ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। শেডটি তৈরি হলে রবিবারের বাজারে রাস্তার দু'ধারে বসা ব্যবসায়ীদের অনেকটা সুবিধা হবে।'

১২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার পুলিন গোলদার বলেন, 'আমার আমলে ওই জমিতে একটি পুকুর খনন করে উদ্যান ও একটি ভবন তৈরির পরিকল্পনা করেছিলাম। পরবর্তীতে সেটা বাস্তবায়িত হয়নি।' বিজেপির টাউন সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'পরিবেশ আইন অনুযায়ী কোনও জলাজমি ভরাট করে নির্মাণ বেআইনি, সেক্ষেত্রে সরকারি প্রকল্পের জন্য সেই জমিটি পুরসভা কোন যুক্তিতে চিহ্নিত করল?'

কী অভিযোগ

- বাসিন্দারা এই ব্যাপারে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন
- অভিযোগকে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন কাউন্সিলারের স্বামী তথা ওয়ার্ডের কমিটির সম্পাদক রমেশ গিরি
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যবসায়ীদের জন্য শেড তৈরির পরিকল্পনা
- এর আগেও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে জলাশয় বুজিয়ে নির্মাণ করার অভিযোগ উঠেছিল

ওয়ার্ডে জুয়ার আসর, ক্ষোভ

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : রাতের অন্ধকার তো দূর, দিনের আলোকেও থোড়াই কেয়ার। একেবারে দিনেরবেলা শহরের আনাচে-কানাচে বসছে মদ-জুয়ার আসর। এমনই অভিযোগ তুলেছেন বাসিন্দারা। ধূপগুড়ি শহরের কুমলাই নদী সংলগ্ন এলাকায় দিনেরবেলাতে বসেছে জুয়ার আসর। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে মদ্যপান। পাশাপাশি শহরের নদীর পার্শ্ববর্তী বেশ কিছু গলিতে দিনদুপুরে টোটোতে বসে মদের আসর জমে উঠছে বলে অভিযোগ। ফলে সেইসব রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করতে পারছেন না এলাকার বাসিন্দারা। বাসিন্দারা বলছেন, রাতের দিকে পুলিশের অভিযান চলে। কিন্তু সেইজন্য রাতের অভিযানের কথা মাথায় রেখে দিনেরবেলায় মদ ও জুয়ার আসর চলছে শহরের আনাচে-কানাচে। এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, দুপুর থেকেই ধূপগুড়ি মহাশ্মশানে দেখা গেল বড়সড়ো জুয়া ও মদের আসর বসেছে। দিনেরবেলা এমন আসর বসায় এলাকার পরিবেশ নষ্ট হবে। পুলিশ প্রশাসনের উচিত এইসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এর আগে পুলিশের তরফে শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে গজিয়ে ওঠা মদের ঠেক ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি স্বয়ং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গিলসেন লেপচা অভিযানে নেমেছিলেন। পুলিশ অবশ্য খোঁজ না নিয়ে কোনও কিছু বলতে নারাজ। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, পুরোটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নজরদারিও বাড়ানো হবে। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে আসতেই পুলিশকে জানানো হয়েছে। শহরের মধ্যে এসব কাজ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

ধূপগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট চত্বরের একটা বড় অংশে দিনেরবেলাতেই মদের আসর বসে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, দিনের আলো বা রাতের অন্ধকার বলে কথা নয়, এই ধরনের আসরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'পুলিশ কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। আগেও অভিযান চালানো হয়েছে। কোথায় এভাবে আসর চলছে, তার খোঁজ পেলেই পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	–	২
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৫
ও নেগেটিভ	–	০

তিনবিঘা ঘুরে খুশি পড়ুয়ারা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : নানান স্বাদে শিশু দিবস পালন করা হল ময়নাগুড়িতে। শহরের ছোট ভান্ডানিতে ৪০ জন শিশুর হাতে এদিন বিভিন্ন জিনিসপত্র তুলে দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি থানার তরফে। অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি সুভাষনগর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের তরফে পড়ুয়াদের ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয় তিনবিঘায়। সেখানেই নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সকালে ময়নাগুড়ি ছোট ভান্ডানির মাঠে ৪০ শিশুর সঙ্গে সময় কাটান ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ সহ অন্যরা। শিশুদের সঙ্গে কথাবার্তা এবং গল্পগুজবের পর আইসি তাদের হাতে ছবি আঁকার খাতা, রঙের বাক্স, পেন্সিল এবং চকোলেট তুলে দেন। সারাদিনের অভিজ্ঞতায় খুশি শিশুরাও। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী ঊর্মিলা রায় বলে, 'পুরো সময়টা দারুণ কাটল। কিছু উপহারও পেয়েছি।' আইসির কথায়, 'বেশ কিছুটা সময় শিশুদের নিয়ে কাটানোই ছিল মূল লক্ষ্য। বেশ ভালো লাগল।'

অন্যদিকে, এদিন সকালে ময়নাগুড়ি সুভাষনগর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ১৩৫ জন পড়ুয়াকে গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হয় তিনবিঘায়। শিশু দিবস উপলক্ষ্যে সেখানে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পড়ুয়ারা সেখানকার জওয়ানদের ফুল দিয়ে বরণ করে। স্কুলের তরফে ওখানে শিশুদের লাল গোলাপ, কপালে তিলক এঁকে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে সকলকে একটি করে কলম দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে তিনবিঘাতেই সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া করে। এরপর সেখান থেকে সোজা গাড়ি নিয়ে চলে যাওয়া হয় জয়ী সেতুতে। পড়ুয়াদের জয়ী সেতু দেখিয়ে সকাল ১১টায় ফের স্কুলে ফিরে আসা হয়। সারাদিনের এই অভিজ্ঞতায় পড়ুয়ারা বেজায় খুশি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌমিক চক্রবর্তী বলেন, 'তিনবিঘাতে শিশু দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে শোনানো হয় পড়ুয়াদের।' এদিন খাগড়াবাড়ি গার্লস হাইস্কুলেও একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণির পড়ুয়ারা নাচ, গান, আবৃত্তি ও নাটক পরিবেশন করে। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল এবং সংস্থার উদ্যোগে দিনটি বিশেষভাবে পালন করা হয়।

তিনবিঘায় ময়নাগুড়ি সুভাষনগর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে নানা কর্মসূচি পালন।

মোটু-পাতলু'র প্রবেশে আনন্দে উল্লসিত ছাত্রীরা। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে।

ছোটরা মজল মোটু-পাতলুতে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : সকাল থেকেই চরম ব্যস্ততা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে। অনুষ্ঠান শুরুর আগে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছোটদের হঠাৎ দেখা গেল প্রধান গেটের দিকে দৌড়ে যেতে। কারণের খোঁজ করতেই জানা গেল দুই কার্টুন চরিত্র মোটু-পাতলু সেখানে হাজির। বৃহস্পতিবার শিশু দিবসে এমনই ছবি দেখা গেল জলপাইগুড়ির সুনীতিবালা সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এদিন মোটু-পাতলুর হাত থেকে চকোলেট পেয়ে আনন্দিত চতুর্থ শ্রেণির তিতলি রায় বলল, 'খুব মজা হয়েছে। দিদিমণিরা বলেছিলেন স্কুল আসতে। কিন্তু এখানে এসে যে মোটু-পাতলুকে দেখতে পাব ভাবিনি।' তিতলির মতো একইরকম মজা পেল প্রথম শ্রেণির প্রিয়া সরকার, মৌমিতা পাল, দ্বিতীয় শ্রেণির দিয়া কুমারীরাও।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান লক্ষ্মোহন রায়। মোটু-পাতলুকে কাছে পেয়ে বাচ্চাদের আনন্দ দেখে খুশি তিনিও। অনুষ্ঠান শেষে বাচ্চাদের মিড-ডে মিলের মেনুতে থাকা মাংস-ভাতও বেশ কিছুটা সময় ধরে পরিবেশন করেন তিনি। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরূপ দে বলেন, 'শিশু দিবসটা একটু অন্যরকমভাবে ওদের সঙ্গে কাটাতে চেয়েছিলাম। সেই মতোই মোটু-পাতলু দুই কার্টুন চরিত্রের সংযোজন। বাচ্চাদের আনন্দ উল্লাস দেখে আমরা আপ্লুত।'

অন্যদিকে, শহরে এদিন শিশু দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্কুল এবং হোমে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। স্কুলের পাশাপাশি এদিন নিজালয় হোমে যান জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার। সেখানে হোমের ছোটরা নাচ ও নাটক পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শেষে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি বাচ্চাদের হাতে উপহার তুলে দেন বিডিও। এছাড়া জলপাইগুড়ির অনুভব হোমের শিশুরা কোরক হোম, স্কুল, আদালত ও সিডব্লিউসি চত্বরে বেশ কিছু ফলের চারাগাছ লাগায়। কোরক হোমে গাছ লাগানোর সময়ে সেখানকার ছোটরাও তাদের সঙ্গে হাত লাগায়।

মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ে শিশু দিবসে শিক্ষিকারা একটি ভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। যেখানে রুমাল চোর, মিউজিক্যাল চেয়ার সহ কাবাডি খেলায় যোগ দেয় সকলে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কোয়েলী রায় বর্মন বলেন, 'বর্তমান প্রজন্মকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের আনন্দ দেওয়ার জন্যই প্রতিযোগিতাহীন এই মজার খেলার আয়োজন করা।'

শোভাযাত্রায় খুদেরা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মজয়ন্তীতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা, খাওয়াদাওয়া এমনকি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় পালিত হল শিশু দিবস। পর্ষদ প্রকাশিত, সরকার পোষিত প্রায় প্রতিটি স্কুলেই দিনটি পালন করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাদামাঠাভাবে হলেও অনেক স্কুলেই মিড-ডে মিলে বিশেষ মেনু বা পড়ুয়াদের নিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়েছে। শহরের উত্তর বৈরাতিগুড়ি কালীবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে এদিন পড়ুয়াদের নিয়ে নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কোনও স্কুলে ফ্রায়েড রাইস আবার কোথাও শেষ পাতে মিষ্টি দিয়ে চলে শিশু দিবসের মিড-ডে মিল।

যেমন খুশি সেজে ধূপগুড়ির রাস্তায়।

বেসরকারি স্কুলগুলোতে শিশু দিবসের জাঁকজমক ছিল অনেক বেশি। নানা অনুষ্ঠানে খুদে পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও অনেক জায়গায় অভিভাবকদেরও শামিল করা হয়। বিকেলে শহরের থানা রোডের এক বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে শহরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়েছে। বিভিন্ন সাজে স্কুল পড়ুয়াদের দেখতে পথে ভিড় জমান বহু মানুষ।

নানা অনুষ্ঠান শিশু দিবসে

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৪ নভেম্বর : শিশু দিবস উপলক্ষ্যে মালের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে স্কুল প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি খুদেদের মাঝে দিনটির মাহাত্ম্য ও জওহরলাল নেহরুর জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর পাশাপাশি কিছু স্কুলে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

শহরের অন্য স্কুলের তুলনায় সুভাষিণী প্রাথমিক গার্লস স্কুলে এদিন খানিকটা অন্যভাবে দিনটি পালন করা হয়। জওহরলাল নেহরুর ফোটোতে মাল্যদান করে কেক কাটা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। এদিনের মিড-ডে মিলে ছিল পনির। এতে স্বাভাবিকভাবেই খুশি পড়ুয়ারা। শিক্ষিকা শিল্পী সরকার বলেন, 'আমরা স্কুলের মনীষীদের জন্মদিন পালন এবং নানান সচেতনামূলক অনুষ্ঠান ক্রমাগত করে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আগামীতেও আমরা এ ধরনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে পড়ুয়াদের মাঝে সংস্কৃতিমনস্কতা বাড়িয়ে তুলতে ইচ্ছুক।' পড়ুয়া অনুষ্কা চৌধুরীর কথায়, 'স্কুলের শিক্ষকরা প্রতিনিয়ত সকল মনীষীর জন্মদিন এবং ঐতিহাসিক দিনগুলিতে তাঁদের জীবন সম্পর্কে এবং তাঁদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেইসঙ্গে নাচ, আবৃত্তি, ছবি আঁকা সহ বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহিত করেন।'

মালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পড়ুয়ারা।

পাহাড় প্রতিযোগিতার পুরস্কার

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কমিটি আয়োজিত কালীপুজোর পাহাড় প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হল বৃহস্পতিবার। এবছর প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে বামনপাড়ার জিৎ রায়, দ্বিতীয় শিষ্যচন্দ্র দেব এবং তৃতীয় সায়ন শীল। এছাড়া জলপাইগুড়ি সেবাদল কংগ্রেস সভাপতি রাজা চক্রবর্তীর তরফে শুভজিৎ বর্মনকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করতে ৩৫ জনকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়।

সচেতনতার পাঠ পড়ুয়াদের

মালবাজার, ১৪ নভেম্বর : রামকৃষ্ণ মিশনের শাশ্বত ভারত বিবেক রথের যাত্রা ওদলাবাড়ি থেকে এসে পৌঁছাল মালবাজার শহরে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে শাশ্বত ভারত রথ এসে এখানকার একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পৌঁছায়। সেখানে স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজরা। ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রগঠন, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, দেশপ্রেম, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সহ বিভিন্ন বিষয়ে বোঝানো হয়। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে সচেতনতার প্রচার করছে জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন।

এদিন, মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়েও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী জিতামোহনানন্দ, স্বামী শিবপ্রেমানন্দ মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য সুমন চৌধুরী, সিজার স্কুলের প্রধান শিক্ষক দিলীপ সরকার, পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ কার্তিকচন্দ্র দে সহ অন্যান্য সকল শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

পলিটেকনিকে প্রাক্তনীদের উপহার

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের তরফে বৃহস্পতিবার কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য ৭০টি বই দেওয়া হল। এর মধ্যে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক এবং টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের বিভিন্ন বই রয়েছে। সংগঠনের ১০০ জন সদস্য বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত হলেও এক বছর ধরে তাঁরা নানা ধরনের সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অপরেশ দত্ত বলেন, 'আমি বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী। আমার মতো এমন অনেকেই আছেন যাঁদের মধ্যে কেউ ব্যবসা করেন, কেউ বা অবসর নিয়েছেন। আমাদের মূল লক্ষ্য হল এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও এখানকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু করা। আমরা এখানে পড়াশোনা করেই নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়েছি। এই ঋণ কখনোই শোধ করা সম্ভব নয়। তাই এখন কিছু করার চেষ্টা করছি।'

জেলাস্তরীয় হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : জেলাস্তরীয় হস্ত ও ক্ষুদ্র শিল্পীদের নিজেদের প্রতিভাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে এগিয়ে এল ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর। রাজ্য সরকারের নির্দেশে জলপাইগুড়ির জেলা শিল্পকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী।

জেলার প্রায় ১৫০ প্রতিযোগী ওই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। পাটের তৈরি ব্যাগ, শোপিস, বেতের ঝুড়ি, মূর্তি, ফুলদানি সহ বিভিন্ন রকমের কাঁথা স্টিচ, শাড়ি, পাঞ্জাবি তৈরি করে প্রদর্শিত করেন তাঁরা। জেলা শিল্পকেন্দ্রর তরফে গৌতম চৌধুরী জানান, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্ষুদ্র শিল্পীরা এই দু'দিনের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। এখন থেকে যাঁরা বিজয়ী হবেন তাঁরা রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন এবং সেখান থেকে সেরাকে বেছে নেওয়া হবে।

হাসপাতালের পাশে অবৈধ পার্কিং

মালবাজার, ১৪ নভেম্বর : মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও এসডিও অফিসের পার্শ্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির মোড় অবৈধ পার্কিয়ের জায়গা হয়ে উঠেছে। ওই হাসপাতালে রোগীদের নিয়ে যেতে এই রাস্তাটি সহজতর মাধ্যম। পাশাপাশি, শহরের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা সেটি। কিন্তু পার্কিংকে কেন্দ্র করে ওই রাস্তায় মানুষের হয়রানি দিন-দিন বাড়ছে।

অভিযোগ, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পাশের ওই রাস্তা দখল করে বাইক, গাড়ি, টোটো পার্কিং করা হচ্ছে। ফলে ওই রাস্তায় চলাচলে প্রচণ্ড নাজেহাল হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয় বাসিন্দা সম্রাট হালদার, রাজীব বিশ্বাসদের বক্তব্য, তাঁদের কাছে রাস্তাটি খুবই দরকারি। এই রাস্তা দিয়েই তাঁরা ওষুধ কিনতে নয়তো হাসপাতালে যাতায়াত করে থাকেন। আবার এসডিও অফিসেও নানা কাজে আসতে হয়। কিন্তু রাস্তার মাঝে অবৈধ পার্কিংয়ের জন্য যাতায়াতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে। পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ বলেন, 'বিগতদিনে পুরসভার তরফে ওই এলাকায় একটি পার্কিং লটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু যাতায়াতে সমস্যার জন্য সেখানে পার্কিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন সেখানে অবৈধভাবে পার্কিং করা হচ্ছে। প্রশাসনকে আমরা এবিষয়ে জানিয়েছি।' ট্রাফিক ওসি বলেন, 'আমরা খবর পেয়েছি, দ্রুত সেখানে নো পার্কিং বোর্ড লাগানো হবে এবং নজরদারি বাড়ানো হবে।'

প্রতিমা গড়ার অপেক্ষায় মৃৎশিল্পীরা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : বিয়ের পর মেয়ে চলে গেলে বাবার বাড়ি শূন্য হয়ে যায়। ঠিক অনেকটা একই অবস্থায় ভুগছেন রতন পাল, মাধব শীল, হরেন বর্মনরা। এক সপ্তাহ আগেও গভীর রাত পর্যন্ত মূর্তি তৈরি করেছেন তাঁরা। আর এখন এক-দুটো বাড়ির পুজোর প্রতিমার অর্ডার ছাড়া কিছুই নেই। প্রায় কাজ ছাড়াই বসে থাকতে হচ্ছে জলপাইগুড়ি শহরের মৃৎশিল্পীদের। দুর্গাপুজো, কালীপুজো এমনকি জগদ্ধাত্রীপুজোরও পালা শেষ। আবার সেই ফেব্রুয়ারি মাসে সরস্বতীপুজো। মাঝের এই তিনটি মাস কীভাবে কাটবে সেটা নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় তাঁরা। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালেও কাজ ছাড়া কি ভালো লাগে। মাটি আর রঙের গন্ধে আমাদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার হয়। আজ সেই প্রাণটা যেন নেই - খড় বাঁধতে বাঁধতে বললেন বর্ষীয়ান মৃৎশিল্পী সুভাষ পাল। একসময় যে কারখানাগুলো দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী প্রতিমায় পরিপূর্ণ থাকত, এখন সেগুলো গড়ের মাঠের মত খাঁখাঁ করছে।

শহরের মৃৎশিল্পী রতন পাল এই সময়টাকে বিয়ের পর মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি যাত্রার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর যুক্তি, 'মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বাপের বাড়ি যেমন শূন্য হয়ে যায়, আমাদের এই কারখানাও সেইরকম নিস্তব্ধতা। দু'একটা বাড়ির পুজোর কালী ও মনসামূর্তি করছি ঠিকই। কিন্তু সেই ছুটোছুটি, ব্যস্ততাটা আর নেই।'

অন্যদিকে তরুণ তুর্কি মাধব জানান, হাতে দু-একটি মনসা মূর্তির কাজ আছে, সেগুলো শেষের পর কয়েকদিন ছুটি নেবেন। তারপর ডিসেম্বরের শেষ থেকে সরস্বতীপুজোর প্রতিমা গড়ার কাজে হাত দেবেন। মোটামুটি একই ছবি দেখা গেল মৃৎশিল্পী হরেন বর্মনের কারখানাতেও। গত প্রায় আট মাস ধরে তাঁর নিরলস কাজ চলেছে। হাতে বড় কোনও কাজ নেই, তাই এবার তিনি ঠিক করেছেন তারাপীঠ এবং দক্ষিণেশ্বর যাবেন মায়ের দর্শনে। হরেন বলেন, 'প্রতিটা শুরুর শেষ আছে। শেষ না হলে শুরু হবে কী করে? মা তার তিন রূপের দর্শন দিয়ে বিদায় নিয়েছেন, আবার ফিরে আসবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এখন শুধু তার ফেরার অপেক্ষা।'

এখন ফাঁকা কুমোরটুলি। ব্যস্ততা নেই মৃৎশিল্পীর। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

এদিকে আরেক মৃৎশিল্পী অসীম পালের কথায়, 'ফেব্রুয়ারিতে সরস্বতীপুজো, তারপরে তাও নেই। ফের কাজ শুরু হবে এপ্রিল-মে মাসে। ততদিন থাকবে একটা লম্বা বিরতি আর পরের পুজোর অপেক্ষা।' জলপাইগুড়ি শহরে ছড়িয়ে থাকা কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের এখন অপেক্ষা আর আক্ষেপে দিন কাটছে। তবে শুধু অপেক্ষা নয়, পুজো শেষের বিষণ্ণতার ছাপ পড়েছে এই কারিগরদের মুখে। এদিকে শহরের কদমতলা মোড়ে বসে আড্ডা দিতে দিতে দুই বন্ধুর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল যে, কিছুদিন আগেও এই রাস্তা দিয়ে কত প্রতিমা, শোভাযাত্রা, ঢাকঢোলের সমারোহ দেখা যেত, আজ সবই ফাঁকা। কেমন যেন খালি খালি লাগছে।

আহত বাসযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছেন বিধায়ক।

বাস দুর্ঘটনায় আহত ২৩

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : যাত্রীবোঝাই বাস এবং একটি কনটেনারের সংঘর্ষে আহত হন ২৩ জন। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে ৩১ ডি জাতীয় সড়কের শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির মাঝামাঝি ফাটাপুকুর মোড়ে। পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।

শিলিগুড়ি থেকে যাত্রী নিয়ে একটি বেসরকারি বাস কালচিনির উদ্দেশে রওনা দেয়। এদিকে, ফাটাপুকুর ট্রাফিক মোড়ে রেড সিগন্যাল হয়ে যাওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে একটি কনটেনার। কিছুটা দূরেই থাকা সেই বেসরকারি বাস এসে সজোরে ধাক্কা মারে কনটেনারটির পেছনে। বাসটির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দুর্ঘটনার ফলে বাসের চালক সহ ২৩ জন যাত্রী আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দা এবং কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ ছুটে এসে বাস থেকে আহতদের উদ্ধার করে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের মধ্যে একজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এবং আরেকজনকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের নাম মহম্মদ জালালউদ্দিন এবং রামপ্রসাদ সরকার।

বেলাকোবা বড়বাড়ির বাসিন্দা হোসেন আলি সেই বাসেই ছিলেন এদিন। বললেন, 'সামনে কনটেনারটি ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাইস্পিডে থাকা বাসটি কনটেনারের পিছনে গিয়ে ধাক্কা মারে। আমার সামান্য আঘাত লেগেছে হাতে।' ওই বাসেই আবার বিহার থেকে কালচিনি যাচ্ছিলেন দিলীপ সাহা। তিনি বলেন, 'বাসটি সজোরে ধাক্কা মারায় ছিটকে পড়ে যাই।'

স্থানীয় বাসিন্দা জয়দীপ শর্মা বলেন, 'ট্রাফিক সিগন্যালে কনটেনারটি দাঁড়িয়ে যায়। সে সময় পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারে বাসটি।'

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে যান বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জলপাইগুড়ি ডিএসপি ট্রাফিক অরিন্দম পালচৌধুরী। বাসযাত্রীদের চিকিৎসার বিষয়টি নিয়ে তিনি হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেন। তাঁর কথায়, 'দুর্ঘটনায় ২৩ জন বাসযাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

সব সরকারি প্রকল্পে সিঁধ দুষ্কৃতীদের

উত্তরের জামতাড়া/২

অরুণ ঝা

চোপড়া, ১৪ নভেম্বর : বাংলায় একখানা বহুল প্রচলিত প্রবাদে আছে, 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'। কিন্তু সত্যিই কি চোরেদের মধ্যে মাসতুতো ভাইয়ের সম্পর্ক থাকে? প্রশ্নটা কুরে-কুরে খেত অনেকদিন ধরেই। ট্যাব কেলেঙ্কারি কাণ্ডে চোপড়ার গ্রাউন্ড জিরোতে না গেলে এই প্রশ্নের উত্তরটা বোধহয় জীবনে অধরাই থেকে যেত।

ট্যাব দুর্নীতির দায়ে একদিন আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন এখানকারই মণ্ডলবস্তির সাদিক হোসেন। সম্পর্কে তাঁরই মাসতুতো দাদাকে সাইবার অপরাধের অভিযোগে বছর চারেক আগে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল তামিলনাড়ুর পুলিশ। সেই সময় মাসতুতো দাদার সাইবার ক্যাফেতেই কাজ করতেন চা বাগান শ্রমিকের ছেলে সাদিক। তাঁরা আদৌ সাইবার 'চোর' কি না তা অবশ্য আদালতে প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু চুরির অভিযোগ ওঠায় মাসতুতো ভাইদের কীর্তি এবং বাংলার বহুল প্রচলিত প্রবাদ নিয়ে এলাকায় চর্চার শেষ নেই।

দাসপাড়া সংলগ্ন লালবাজার থেকে ডানদিকে মোড় নিয়ে লক্ষ্মীপুরগামী সড়ক ধরে কিছুটা এগিয়ে যেতেই পিচের চাদর বিছানো মসৃণ রাস্তা। গন্তব্যস্থল মণ্ডলবস্তি। এই মণ্ডলবস্তি থেকেই সাদিককে জালে তুলেছে পুলিশের সাইবার সেল।

লালবাজার থেকে প্রায় চার কিলোমিটার এগোলে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম মণ্ডলবস্তি। ধনীরহাট বিএসএফ ক্যাম্পের পাশ দিয়ে মণ্ডলবস্তি পৌঁছাতেই কতকগুলি কৌতূহলী চোখ বহিরাগতকে বোঝার চেষ্টা করছিলেন। কিছুক্ষণ আলাপচারিতার পর মণ্ডলবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় চা বাগানের পাশে জটলা পাকিয়ে থাকা বাসিন্দারা মুখ খুলতে শুরু করলেন।

চারপাশ দেখে ইশারায় চা বাগানের ভিতরে যেতে বলে এগিয়ে গেলেন এক ব্যক্তি। সম্পর্কে তিনি সাদিকের আত্মীয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বললেন, 'সাদিকের বাবা চা বাগানের শ্রমিক। ওদের অভাবের সংসারের কথা গ্রামের সকলেরই জানা।' তাঁর কাছেই জানা গেল, মাসতুতো দাদার সাইবার ক্যাফেতেই তাঁর অপরাধের হাতেখড়ি। দাদা গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে সাদিক নিজেই কালা কারবার ফেঁদে বসেন।

গরিবের তালিকায় থাকা সাদিক রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠেছিলেন। প্রায় তিন লক্ষ টাকার বাইক নিয়ে দাপিয়ে বেড়াতেন এলাকায়। সারাদিন সিগারেটের পিছনেই তাঁর খরচ ছিল ৫০০ টাকা।

এই গ্রামেই চারতলা ফাউন্ডেশন দিয়ে বিলাসবহুল বাড়ি তৈরি করছিলেন সাদিক। একটি ছাদ ঢালাইও হয়েছে। গ্রামে কান পাতলেই শোনা যায়, বাড়ির বাজেট নাকি ৫০ লক্ষ টাকা। সাদিক নিজেই সেকথা ভাসিয়ে বেড়াতেন।

কিছুটা এগিয়ে মণ্ডলবস্তি বাজারে এক বাইক মেকানিকের সঙ্গে গল্প জমল। তাঁর কথায়, 'সাইবার অপরাধের নামকরা পান্ডা সাদিকের দাদা একসময় এলাকার বিধায়কের চাইতে বেশি দামি বিলাসবহুল চারচাকা গাড়ি নিয়ে এলাকায় দাপিয়ে বেড়াতেন। এমনকি বিলাসবহুল আধুনিক জামাকাপড়ের শোরুম পর্যন্ত খুলে বসেছিলেন। কত কালো টাকা কামালে এসব করা যায় ভাবুন!'

ডান হাতে বাংলাদেশ সীমান্তকে রেখে তিন কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে মিরচাগছ গ্রামে পৌঁছাতে বিকেল প্রায় তিনটে। ততক্ষণে মিরচাগছ পিএমজি হাট বসানোর তোড়জোড় শুরু করেছেন হাটুরেরা। এই মিরচাগছ থেকে ট্যাব কাণ্ডের আরও এক অভিযুক্ত মোবারককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের সাইবার শাখা। বন্ধ থাকা সারের দোকানের বাইরে বসে মোবারকের ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয়ের সঙ্গে আলাপ শুরু করতেই তিনি প্রথমে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু চেপে ধরতেই মুখ খুললেন তিনি। মোবারক সীমান্ত এলাকায় একটি সাইবার ক্যাফে চালাতেন বলে স্বীকার করে নিলেন। তাঁর যুক্তি, 'ছেলেটি ভালোই ছিল। কীভাবে যে এই ফাঁদে পা দিল বুঝে উঠতে পারছি না। মাসদুয়েক আগে তিন বন্ধুকে নিয়ে দক্ষিণবঙ্গে গিয়েছিল জানি। পরে জানতে পেরেছি সাইবার অপরাধ সিন্ডিকেটের কাছে মোটা টাকা দিয়ে আইডি কিনতে গিয়েছিল। ওই আইডি-ই মোবারকের জন্য কাল হল।'

চোপড়ার বাংলাদেশ সীমান্তের মিরচাগছ পিএমজি হাট বসার প্রস্তুতি চলছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে।

ততক্ষণে হাট জমে উঠেছে। পাশে ভিড় জমানো অনেকেই বলে উঠলেন, 'আধার নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়ে টাকা উপার্জনের লোভে অনেক গরিব মানুষও পুলিশের জালে উঠেছে। এই সাইবার অপরাধীরা সরকারি এমন কোনও প্রকল্প নেই যেখানে সিঁধ কাটেনি। সকলেই সব জানে। কিন্তু এই চক্রকে কেউ ঘাঁটায় না।'

ট্যাব দুর্নীতির শিকড় খুঁজতে গিয়ে যা বোঝা গেল, তাতে সাইবার অপরাধে হাতানো টাকার অর্ধেক পকেটে পুরতে সাধারণ মানুষও লোভে পড়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য তুলে দিচ্ছেন অপরাধীদের হাতে। কমিশন পেতে এজেন্ট সেজে বসে আছে টোটোচালকও। টাকার লোভে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিয়ে বর্মনবস্তির কৃষ্ণপদ বর্মন এবং নয়াবাড়ি গোয়ালগছের সরিফুল ইসলাম গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই দুটি গ্রামে ঢুকে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতেই তাঁরা এমনটাই জানালেন।

একজন তো বলেই বসলেন, 'ওই দুজনের বাড়ির হাল দেখলে আপনিই হয়তো ওদের অর্থসাহায্য করতে বাধ্য হবেন।' *(চলবে)*

পুড়ল ২টি ঘর

বেলাকোবা, ১৪ নভেম্বর : আবারও অগ্নিকাণ্ড ঘটল রাজগঞ্জে। দুটি ঘর পুড়ে গেল। রাজগঞ্জের পানিকৌরি অঞ্চলের গাঠিয়াগছের কাছে ঘটনাটি ঘটে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গাঠিয়াগছের বাসিন্দা তরিকুল মোহাম্মদের বাড়িতে আগুন লাগে। আগুন নেভাতে গিয়ে তিনিও আহত হন। বাড়ির মালিকের অভিযোগ, শর্টসার্কিটের কারণে আগুন লেগেছিল। তবে তদন্তকারীদের অনুমান, ধূপের বা রান্নার আগুন থেকেই এই ঘটনা ঘটে। দুটি ঘরের পাশাপাশি পুড়ে ছাই হয়ে যায় ভিতরে থাকা যাবতীয় জিনিসপত্র। ফুলবাড়ি থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে।

তদন্তে সিট

প্রথম পাতার পর

থানা এলাকা থেকে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ধৃতকে অবশ্য বৃহস্পতিবার কোর্টে পাঠানো হয়নি।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা যে ১৮ লক্ষ পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ার কথা ছিল, তাঁদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। 'বাংলার শিক্ষা' পোর্টাল থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে কীভাবে টাকা গেল, তার খোঁজখবর করছেন। এই পোর্টালের সুরক্ষা আরও বাড়াতে তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।' তিনি জানিয়েছেন, এই ঘটনায় যারাই যুক্ত থাকবে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ করবে।

কোচবিহারে বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে পুণ্ডিবাড়ি আরজিএল হাইস্কুলের ৫৩, হলদিবাড়ি গার্লস হাইস্কুলের ১২, মধুপুর লক্ষ্মীকান্ত হাইস্কুলের ৭, হলদিবাড়ি দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের ৫, কোচবিহারের পূর্ব গুড়িয়াহাটি গার্লস হাইস্কুলের ২, মাথাভাঙ্গার মোহনপুর সাবিত্রী বিদ্যামন্দিরের ১ ও প্রেমেরডাঙ্গা হাইস্কুলের একজন পড়ুয়া।

কলকাতায় অন্তত ৪০ জন পড়ুয়ার বরাদ্দ অন্য অ্যাকাউন্টে যাওয়ার পিছনে ডেটা আপলোড করার সময় তাদের অ্যাকাউন্ট নম্বরের একটি বা দুটি ডিজিট অথবা আইএফএসসি কোডের ডিজিটে ভুলও অন্যতম কারণ।

নির্বাচনে তৃণমূলের জয়জয়কার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : দীর্ঘ ছয় বছর পর সমবায় সমিতি নির্বাচনে তৃণমূল নিজের জয়কে ধরে রাখল। যদিও বিজেপি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। বামেরা ২টি আসনে জিতে সমিতিতে নিজেদের অস্তিত্ব জিইয়ে রেখেছে। জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের অধীনে কোচবিহারের হলদিবাড়ি, শিলিগুড়ির কাছে বিধাননগর, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ৪০০টি সমবায় সমিতি রয়েছে। যার মধ্যে ১৩০টি সমবায় সমিতির নির্বাচনি প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের জোড়দিঘি, বামনপাড়া ও হলদিবাড়ি ব্লকের ফতেমামুদ ও মা আনন্দময়ী সমবায় সমিতির নির্বাচনে ২৭টি আসনের মধ্যে ২৫টিতে তৃণমূল এবং দুটিতে সিপিএম ও ফরওয়ার্ড ব্লক জয়ী হয়েছে।

২০১৮ সালে শেষবার সমবায় সমিতিগুলির নির্বাচন হয়েছিল। তারপর নির্বাচন না হওয়ায় সমিতিগুলি কৃষকদের ঋণ দেওয়া ও আগের ঋণ পরিশোধের কাজে ঘোরতর সমস্যায় পড়েছিল। এই সমস্যা সমাধানে সমিতিগুলির নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জেলা তৃণমূল নেতা ও ব্যাংককর্মী তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে সমবায় ইউনিয়ন, সমিতি ও ব্যাংকের নির্বাচনে শাসকদল ক্ষমতায় আসে। কিন্তু কোভিডের আগে সমবায় সমিতিগুলির শেষ নির্বাচন হয়। গত বছর ব্যাংক ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের নির্বাচনে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু তৃণমূলের শক্ত ভিত তৈরি করতে হলে এই সমবায় সমিতিগুলি ভরসা। তাই দ্রুত নির্বাচন করে তৃণমূল ক্ষমতায় আসতে চাইছে। জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা সমবায় সমিতির নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে দিয়েছি। তিনটি সমিতির ২৭টি আসনের মধ্যে তৃণমূল এককভাবে ২৫টি জিতলেও বামেরা দুটিতে জিতেছেন। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হয়েছে। বাকি ১৩০টি সমিতির নির্বাচন খুব শীঘ্রই করা হবে। আমরা চাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে বিরোধীরাও আসুক।' সমবায় ব্যাংকে একসময় ফরওয়ার্ড ব্লকের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। রাজ্য ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা গোবিন্দ রায় জানান, তাঁরা লড়াইয়ে আছেন। বাকি নির্বাচনগুলিতে তাঁরা জোরদার লড়াই করবেন।

জয়ী সমবায় সমিতির সদস্যদের সঙ্গে ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও অন্য নেতৃত্ব।

এদিকে, পদ্ম শিবির এখনও মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেনি। জেলা বিজেপি সভাপতি বাপি গোস্বামীর কথায়, 'এত গোপনে নির্বাচন করার কী আছে। আমরা মনোনয়নপত্র দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। সমবায় সমিতির নির্বাচনে আমরা থাকছি।'

জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'সমবায় সমিতির নির্বাচনের ঘোষণা গেজেট নোটিফিকেশন করে করা হয়। আমরা কিছু লুকোইনি। বিরোধীদের মনোনয়নপত্র দিতে বাধা দিলে বামেরা ২টি আসনে জিতল কী করে।'

এদিন তৃণমূলের তিনটি সমবায় সমিতিতে জয়ী ২৫ জন সদস্যকে সংবর্ধিত করা হয়। ব্যাংকের তরফে সপ্তাহব্যাপী সমবায় সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়। সেখানে ব্যাংকের সিইও তেনজিং শেরপা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পিঙ্ক পুলিশ

প্রথম পাতার পর

চিকিৎসকরা প্রথমে পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ডে রেখে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। অবস্থা স্থিতিশীল হওয়ার পর তাঁকে পুরুষ মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করা হয়।

মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, সঠিক সময়ে পিঙ্ক পুলিশের টিম চিকিৎসার জন্য নিয়ে এসেছিল। আর কিছুটা দেরি হলেই বড় বিপদের আশঙ্কা ছিল। মানবেন্দ্র বলেন, 'আমি মহিলা পুলিশকর্মীদের কাছে কৃতজ্ঞ। ওঁরা মুহূর্তের মধ্যে আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন বলেই আজ আমি বেঁচে আছি।' ঘটনার সময় ওই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন দেবনগরের বাসিন্দা কার্তিক বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'ভিড় দেখে আমিও দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। তারপর মহিলা পুলিশকর্মীরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই অসুস্থ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন তাঁদের কুর্নিশ জানাই।' জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'যে কোনও ধরনের বিপদে মানুষকে সাহায্য করাই আমাদের কর্তব্য। আমি শুনেছি একজন অসুস্থ গাড়ির চালককে পিঙ্ক পুলিশের টিম উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। পিঙ্ক পুলিশের টিম খুব ভালো কাজ করেছে।'

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ক্রান্তি, ১৪ নভেম্বর : ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাগুরমারি বনবস্তিতে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার স্থায়ী লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য, ধীরে ধীরে গ্রামটিকে বইগ্রামে রূপান্তরিত করা। জমিদাতা শনিচর ওরাওঁয়ের জমিতে এদিন কাজের সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাল মহকুমা পুলিশ অধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ, মালের আইসি সমীর তামাং, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়, ক্রান্তি ট্রাফিক ওসি ফারুক আলম, আপালচাঁদ রেঞ্জের আধিকারিক নবাঙ্কুর ঘোষ, জলপাইগুড়ির একটি ম্যানেজমেন্ট কলেজের কোঅর্ডিনেটর ভাস্কর চক্রবর্তী, ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান স্বাধীন সাহা সহ অন্যরা। সংগঠন সূত্রের খবর, গত চার বছর ধরে মাগুরমারি গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার শিশুদের নিয়ে শিক্ষা ও পুষ্টির জন্য কাজ করে চলেছে তারা। এর সঙ্গে তাদের লক্ষ্য কচিকাঁচাদের মোবাইল আসক্তি থেকে সরিয়ে বইয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলার পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের বইপ্রেমী হিসেবে তুলে ধরা।

নেতার পোস্টে ক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

আমি সেই দিনই বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছিলাম। সেই জুয়া ও মদের ঠেকের প্রতিবাদ জানাতেই আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছি। কিন্তু শ্রমিকদের কাছে আমার সেই পোস্টের ভুল ব্যাখ্যা করে তাদের এদিন জাতীয় সড়কে পথ অবরোধ কর্মসূচিতে নিয়ে আসা হয়েছিল।'

আইএনটিটিইউসির সদর ব্লক (২) কনভেনার রাজু সাহানি বলেন, 'কৃষ্ণ দাস আদিবাসী সম্প্রদায়কে অপমান করেছেন। আমরা তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানাব।' এদিনের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে তৃণমূলের কোনও ঝান্ডা না থাকলেও মহেশ এবং রাজুর মতো যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন প্রত্যেকেই আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি তপন দে'র ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। যে কারণে এদিনের কর্মসূচিতে তপনকে দেখা না গেলেও কৃষ্ণ তাঁর বক্তব্যে তপনকে বিঁধেছেন। এ প্রসঙ্গে তপনের প্রতিক্রিয়া, 'কৃষ্ণ দাস আমাকে জেলা সভাপতি বানাননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন। উনি এর আগেও আমার নামে অনেক আজেবাজে অপমানজনক কথা বলেছেন। আমি বিষয়টি ইতিমধ্যে নেতৃত্বকে জানিয়েছি। নেতৃত্বের পরামর্শে এবার আমি কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করব।'

কোচবিহারে রাসমেলা উপলক্ষ্যে আবার চালু হচ্ছে ফোয়ারা। বৃহস্পতিবার তার মহড়া। ছবি : জয়দেব দাস

মুখ্যমন্ত্রী-অনীত কথা

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : পাহাড়ের বকেয়া, উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা, চা বাগানে জমির পাট্টা সহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৃহস্পতিবার দফায় দফায় আলোচনা করলেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যায় ফেরার পরও অনীতের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে দলীয় সূত্রের খবর।

পাহাড়ের সমস্ত দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য চলতি মাসেই অনীতের নেতৃত্বে জিটিএ'র প্রতিনিধিদল কলকাতায় যাবে। মুখ্যমন্ত্রী সেই বৈঠক নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশাসনের শীর্ষস্তরে নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন অনীত বলেছেন, 'আমরা সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য শীঘ্রই কলকাতায় যাব।'

২০১২-'১৩ আর্থিক বছর থেকে জিটিএ পথ চলা শুরু করেছে। সেই সময় থেকেই প্রতি বছর জিটিএ প্রাপ্য পায়নি বলে লালকুঠি সূত্রের খবর। প্রতি বছর বকেয়ার পরিমাণ বাড়তে বাড়তে প্রায় ৪০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এছাড়া গত বছর সিকিমে লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে কালিম্পংয়েও প্রচুর ক্ষতি হয়। প্রচুর ঘরবাড়ি তিস্তা নদীতে ভেসে গিয়েছে। সেই ঘটনার ক্ষতিপূরণ বাবদ জিটিএ ২৫০ কোটি টাকার প্যাকেজ তৈরি করে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। এখনও সেই ক্ষতিপূরণ মেলেনি। এর আগেও জিটিএ'র সাধারণ সভায় রাজ্য সরকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও সেই বকেয়া মেটানোর আশ্বাস পায়নি জিটিএ। পুরো বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন অনীত।

বন্ধ চা বাগান খোলার গাইডলাইন প্রকাশ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৪ নভেম্বর : বন্ধ, পরিত্যক্ত ও অচল বাগান খুলতে জমি লিজের বিষয়টি নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরি করল রাজ্য সরকার। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই এসওপি তৈরি করা হয়েছে। গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে তা গত মঙ্গলবার জারি করা হয়েছে। ওই সমস্ত বাগানের ক্ষেত্রে নয়া মালিকপক্ষকে ১, ২ বা ৩ বছরের স্বল্পমেয়াদি লিজ প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে পরে দীর্ঘমেয়াদি লিজেও (৩০ বছর) তা পরিবর্তিত হতে পারে। এসওপি বাস্তবায়নের দায়িত্ব শ্রম দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। লিজ প্রদান, লিজ পুনর্নবীকরণ সহ জমি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, শ্রম দপ্তরের মতামত বা সুপারিশ মেনে পদক্ষেপ করবে।

চা নিয়ে গঠিত রাজ্যের মন্ত্রীগোষ্ঠীর একাধিক বৈঠকের পর বাগানের সমস্যা মেটাতে এমন এসওপি তৈরি হতে চলেছে বলে জানানো হয়েছিল। ওই মন্ত্রীগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য এবং

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'মালিকপক্ষ যাতে সঠিকভাবে বাগান চালায় এসএপিতে তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।' মন্ত্রীগোষ্ঠীর আরেক সদস্য ও রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'এসওপি'র মাধ্যমে শ্রমিক স্বার্থ নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে যখন-তখন বাগান বন্ধ বা বাগান ছেড়ে যাওয়ার সাহস পাবে না মালিকপক্ষ।'

ঠিক কী রয়েছে নয়া এসওপিতে? যে সমস্ত বন্ধ বা পরিত্যক্ত বাগানের জমির লিজের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে, সেগুলি শ্রম দপ্তরের তালিকাভুক্ত সংস্থা বা কোনও শিল্পপতির মাধ্যমে খোলার বন্দোবস্ত করা হবে। অন্যদিকে লিজের মেয়াদ না ফুরোলেও শ্রমিকদের পাওনাগন্ডা বকেয়া রেখে ৩ মাসের বেশি বাগান বন্ধ রাখা হলে সেই সমস্ত বাগানের ক্ষেত্রে পুরোনো লিজ বাতিল করে দিয়ে ওই একই পদ্ধতিতে বাগান খোলানোর কথা রয়েছে।

শ্রম দপ্তরের তালিকাভুক্ত হতে গেলে কয়েকটি শর্ত মানতে হবে। যেমন, চা বাগান চালানোর অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বাগান চালানোর সময়কালে শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি, বেতন ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ পাওনার খাতে বার্ষিক অন্তত ২ কোটি টাকা দিতে হবে ইত্যাদি। বন্ধ বা পরিত্যক্ত বাগান নিতে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট বাগানের মোট আয়তনের হেক্টর পিছু ন্যূনতম নিলাম মূল্য দেড় হাজার টাকা ধরা হয়েছে।

চা শ্রমিক সংগঠন এনইউপিডব্লিউইউয়ের সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্নাল এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নকুল সোনার তো এই পদক্ষেপকে ঐতিহাসিক বলেছেন।

চা বণিকসভা আইটিপিএ'র উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তীও মনে করছেন, বন্ধ বাগান নিতে যাঁরা আবেদন করে রয়েছেন তাঁদের সুবিধা হবে।

সিকিমের কাছে হারছে বাংলার পাহাড়

প্রথম পাতার পর

সেখান থেকে আরও তিন ঘণ্টার পথ ভার্সে। সেখানে আবার এপ্রিল-মে'তে হাজার হাজার ভিন্ন রঙের রডোডেনড্রন ফুটে থাকে। সেই উপত্যকা দেখার জন্য ছোটেন অসংখ্য মানুষ।

আমরা দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াংয়ে এমন চেরি, রডোডেনড্রনের পর্যটন করতে পারি না কেন?

আসলে ভাবিই না। ইদানীং মেঘালয় চেরি নিয়ে উৎসব শুরু করেছে শিলংয়ে। বাংলা ভাবেনি, ঘুমিয়ে রয়েছে। পুজোর আগে আগে পাংখাবাড়ি রোড দিয়ে কার্সিয়াং যাওয়ার পথে দেখবেন অসংখ্য সেগুন ফুল ফুটে পাহাড় সোনা হয়ে গিয়েছে। সে সব দেখিয়ে পর্যটক টানার ভাবনাও আমরা করিনি।

আমরা কী করেছি? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অন্য মুখ্যমন্ত্রীদের থেকে বেশি পাহাড়ে গিয়েছেন, তবু পাহাড়ের মানুষের মন পাননি। পাহাড় যে নেতাদের হাতে থেকেছে, তাঁরা নতুন কিছু ভাবেননি। আমাদের যা ছিল, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছেন। সিদ্ধার্থশংকর রায় মিরিক বানিয়েছিলেন, মমতা লামাহাটা বানিয়েছেন। মাঝে কি আমরা পর্যটনের জন্য কিছু বাড়তি ভেবেছি? রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রীকে পাহাড় বা ডুয়ার্সে দেখাই যায় না। মুখ্যমন্ত্রী এই যে পাহাড়ে ঘুরে গেলেন, সেখানেও সঙ্গী ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন সে টিমে নেই।

তা হলে আমরা পর্যটনকে কী অন্য নতুন রূপ দেব? পুরোনো ঘি দিয়েই কতদিন ভাত খাব? আগের পর্যটনমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কেও কাজে লাগানো হয়নি।

সিকিম আর বাংলার পর্যটন নিয়ে তুলনায় বসলেই আমার কী জানি কেন, বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের ক্রিকেটের কথা মনে পড়ে। অনেকটা বোকার মতো। নব্বই দশকের শুরুর দিকেও দুই বাংলার খেলা হলে আমরা স্বচ্ছন্দে ওপার বাংলাকে হারাতাম। বাংলা থেকে বহু ক্রিকেটারকে ঢাকায় ক্রিকেট লিগে রাজকীয়ভাবে নিয়ে যেতেন ওপারের কর্তারা। সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ বর্মন, উদয়ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম সোম...। ওঁরা বাংলাদেশেও নায়ক।

দিন গেল, রাত গেল...বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম শক্তি হয়ে উঠতে লাগল। আমাদের টাকা অনেক বেশি, অথচ পরিকল্পনার অভাবে আমরা তলিয়ে যেতে লাগলাম। ওপারে বাঙালিদের মধ্যে থেকে বিশ্বমানের প্রতিভা বেরোতে থাকল, আমাদের প্রতিভা শেষ হতে লাগল। শুধু সৌরভ-ঋদ্ধিমানকে নিয়েই আমাদের সব গর্ব আবর্তিত।

বাংলাদেশ তখন দেশ। পশ্চিমবঙ্গ তখন রাজ্য। এই সুবিধেটা দারুণভাবে কাজে লাগাল বাংলাদেশ। ঠিক সেভাবে সিকিম একটা রাজ্য। দার্জিলিং-কালিম্পং-কার্সিয়াং একটা রাজ্যের অংশ। সিকিম তার পরিকাঠামো তৈরির ব্যাপারটা কাজে লাগিয়েছে চমৎকার, বাংলার পাহাড় পারেনি। বাংলার সুবিধে ছিল, সিকিম তার ওপর পুরো নির্ভরশীল। সড়কপথে গেলে বাংলা টপকেই যেতে হবে সিকিমে। সুবিধেটা কি নিতে পেরেছে বাংলা?

বাংলার পাহাড়ের সমস্যা মূলত অনেক।

এক, এক-এক সময় আলাদা নেতা উঠে এসেছেন এবং নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছেন পাহাড়কে। পর্যটনকে আরও আধুনিক করার কথা ভাবেননি। নইলে গিদ্দা পাহাড়ের কাছে রোপওয়ে এত বছর অর্ধসমাপ্ত পড়ে থাকে?

দুই, জিটিএ নামক সংস্থায় হরির লুট হয়েছে টাকার। যে পার্টি গিয়েছে ক্ষমতায়, তারাই অপব্যবহার করেছে প্রচুর টাকার। রাজ্য সরকার ভয়েই কিছু বলতে পারেনি। দার্জিলিং পাহাড়ের মূল রাস্তা হয়তো ভালো, ততটাই খারাপ গ্রামের পথ। প্লাস্টিক সার্জারি করে কোনওমতে চলে, আবার টাকা তোলা হয় কুমিরছানা দেখানোর স্টাইলে। কোনও নজরদারি নেই। প্রধান আকর্ষণ দার্জিলিংয়ে জলের হাহাকার, অবৈধ নির্মাণের মিছিল, জঞ্জালের স্তূপ, ট্রাফিক ব্যবস্থা ভয়ংকর, গাড়ির বিশ্রী ভাড়া--কেউ দেখার নেই। এতদিনেও ম্যালের বিকল্প আকর্ষণ তৈরি হল না।

তিন, সিকিমে ভালো রাস্তার দৌলতে অনেক দুর্গম জায়গায় যাচ্ছেন লোকজন। বাংলার পাহাড়ে সেসব হয়নি। সান্দাকফু যাওয়ার রাস্তা পর্যটন আর বন দপ্তরের টানাপোড়েনে আদিম আমলে পড়ে। অন্যদিকে, নেপাল একাধিক চমৎকার রাস্তা বানিয়ে ওদিক থেকে সান্দাকফু নিয়ে যাচ্ছে বিদেশি পর্যটকদের।

চার, আমরা গ্রামীণ হোমস্টে খাপছাড়াভাবে বেড়ে উঠতে দিয়েছি। সিকিম সেখানে এক-এক জায়গায় নতুন নতুন দেখার জায়গা তৈরি করেছে। মমতারই কৃতিত্ব হোমস্টেকে অন্য মাত্রা দেওয়ার, যা তাঁর দুই পূর্বসূরি ভাবেনইনি। অথচ এক যুগ পরে হোমস্টে হয়ে উঠেছে বাংলায় দুর্নীতির অঙ্গ। আমলাতান্ত্রিক মনোভাবে। হোমস্টের অনুদান নিয়েও চলে দুর্নীতি।

পাঁচ, সিকিম পাহাড়ে ১,২০০ হোমস্টে থাকলে দার্জিলিং-কালিম্পং পাহাড়ে সংখ্যাটা অন্তত ৩,৫০০। সবচেয়ে বেশি হোমস্টে সিতং এবং লাভা-আলগাড়া এলাকায়। এঁদের সরকারি অনুদান কমেছে অনেকটাই। এমনিতে পাহাড়ে সমতলের লোকেরা সম্পত্তি কিনতে পারেন না। অথচ অনেক হোটেল বা হোমস্টে সমতলের ধনীরা লিজ নিয়ে নিচ্ছেন। সেটা হয়ে উঠছে ডিজে কালচারের অঙ্গ। মমতার প্রধান সাফল্যে লাগছে ব্যর্থতার দাগ। কেউ দেখার নেই সেসব। পাহাড় আজ কৃষি থেকে সম্পূর্ণ সরে পর্যটনে ঝুঁকছে। পর্যটন ধসে গেলে পাহাড়ের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হতে বাধ্য।

ছয়, মুখ্যমন্ত্রী তো নানা নির্দেশ, প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলেন দার্জিলিং থেকে। তারপর তা মানা হল কি না, সেটা দেখবে কে? সেটা দেখার কেউ নেই। বাংলায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাবে পর্যটন সংস্থাগুলোর পরামর্শ নেওয়ার কেউ থাকে না। আমলারা চূড়ান্ত ব্যর্থ এবং পুরোনো ধ্যানধারণার। তাই আজও আটকে থাকে গিদ্দা পাহাড়ের রোপওয়ে, মুছে যায় ত্রিবেণির ওয়াটার র‍্যাফটিং। ডেলো বা দার্জিলিংয়ে প্যারাগ্লাইডিং যাঁরা করান, তাঁদের সার্টিফিকেট অধিকাংশ ভিনরাজ্যের। আকাশ থেকে পড়ে কেউ মারা গেলে, তাঁর ইনসুরেন্স পেতে সমস্যা। দেখবেটা কে? আমলারা দর্শক। কাল তো অন্যত্র বদলি হয়ে যাবেন, কেন বেশি ভাববেন?

সাত, আমাদের ভালো জিনিস তুলে ধরারও ভাবনা নেই। সেটা সরকারি পর্যটনের অতি সাদামাঠা ওয়েবসাইটে ঢুকলেই বুঝতে পারবেন। পেশক আর লোপচু চা বাগানের মাঝে পাহাড়ের গায়েই এক অসাধারণ প্রাকৃতিক স্টেডিয়াম রয়েছে। এত ভালো স্টেডিয়াম বাংলাতেই নেই, ভারতে আছে কি না সন্দেহ। জিটিএরই উদ্যোগ। নিজের ভালো কাজও তুলে ধরতে পারে না এরা।

অতি সম্প্রতি দু'দুটো ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামলে উঠেছে সিকিম। তবু উত্তর সিকিম অনেকটাই স্তব্ধ। বাংলার পাহাড় সেই সুবিধেও নিতে পারছে না ব্যাপকহারে। এবছর অন্তত সিকিমের তুলনায় পর্যটক বেশি আমাদের। কী নতুন দিতে পারলাম ওঁদের, যে ফিরে আসবেন বারবার? এনজেপি স্টেশনে নামলে তীব্র অব্যবস্থা ও দালালদের দাপট দেখেই তো অর্ধেক ভক্তি-ভালোবাসা মুছে যায়! কেউই দেখার নেই।

খেলায় আজ

১৯৮৯ : করাচি টেস্টে একসঙ্গে অভিষেক হল দুই কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার ও ওয়াকার ইউনিসের। প্রথম ইনিংসে শচীন ১৫ রানে আউট হয়ে গেলেও ইউনিস ৮০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে শচীন ব্যাটিং পাননি। ইউনিসের ঝুলিতেও কোনও উইকেট জমা পড়েনি। ভারত-পাকিস্তানের এই টেস্টটি ড্র হয়।

সেরা অফবিট খবর

গাছে উঠে বিরাট দর্শন

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির জন্য অস্ট্রেলিয়ায় বুধবার বিরাট কোহলি প্রথমবার অনুশীলনে নেমেছিলেন। নেটে তাঁর ব্যাটিং দেখতে কিছু অতি উৎসাহী পারথের ওয়াকা স্টেডিয়ামের পার্শ্ববর্তী গাছে চড়ে বসেন। সিরিজের সম্প্রচারকারী সংস্থার তরফে যে ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

ভাইরাল

গোলরক্ষক না ফিল্ডার

১৫.৫ ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার শর্ট পিচ বলে সপাটে চালিয়েছিলেন ডেভিড মিলার। ডিপ মিড উইকেটের ওপর দিয়ে বল বাউন্ডারি অতিক্রম করার সময় অক্ষর প্যাটেল অনেকটা লাফিয়ে মাথার ওপর দুই হাত জড়ো করে বল ক্যাচ করেন। এই সময় তাঁর শরীর ধনুকের মতো বেঁকে ছিল। যা দেখে সামাজিক মাধ্যমে অনেক রসিক দর্শকের প্রশ্ন, অক্ষর ওখানে ফিল্ডিং দিতে গিয়েছিল না গোলকিপিং করছিল?

ইনস্টা সেরা

অস্ট্রেলিয়ার পারথে একটি কফি শপের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা। দুইজনের হাতেই ছিল কফির কাপ। তাঁদের সঙ্গে ছিল ভামিকাও। বিরাট ফোটোগ্রাফারদের অনুরোধ করেছিলেন অনুষ্কা ও মেয়ের ছবি না তোলার জন্য।

উত্তরের মুখ

উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার অর্ক দাস (ডানদিকে) ১১০ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল আইডলস ক্রিকেট ক্লাব ১৮ রানে প্রতিবাদ ক্লাবকে হারিয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কোন বছর থেকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন টেনিস হার্ডকোর্টে খেলা শুরু হয়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. সূর্যকুমার যাদব, ২. ৬.৪ মিটার।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, সুজন মহন্ত, অসীম হালদার, সবুজ উপাধ্যায়, সমরেশ বিশ্বাস, নীরাধিপ চক্রবর্তী।

তিন নম্বরে খেলতে চাই সূর্যকে বলেন তিলকই

সেঞ্চুরিয়ান, ১৪ নভেম্বর : তিন নম্বরে খেলতে চাই। সূর্যকুমার যাদবের ঘরে গিয়ে নিজেই আবদার করেছিলেন। সতীর্থের সেই অনুরোধ ফেলেননি ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়ক। ফল সবার সামনে। তিলক ভার্মার রাজকীয় শতরানে সেঞ্চুরিয়ানে দক্ষিণ আফ্রিকা বধ। ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া।

ম্যাচ শেষে তিলকের তিন নম্বরে খেলার রহস্য ভেদ করেন স্বয়ং সূর্য। বলেছেন, 'তিলককে নিয়ে আর কি বলব? গেবারহাতে গত ম্যাচের পর আমার ঘরে এসে তিলক বলে, আমাকে তিন নম্বরে সুযোগ দাও। আমি পারফর্ম করে দেখাতে চাই। ওকে বলি, ঠিক আছে। তিন নম্বরে যাও এবং নিজেকে মেলে ধরো। নিজের কথা রাখল, পারফর্ম করে দেখাল। ওর এবং ওর পরিবারের জন্য ভালো লাগছে।'

তিলকের আবদার মেনে সূর্য নিজে তিন নম্বর জায়গা ছেড়ে দেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সতীর্থকে। হতাশ করেননি হায়দরাবাদের বছর বাইশের তরুণ ব্যাটার। সূর্যকুমারের মতে, এত অল্প বয়সে যেরকম আগ্রাসন, ব্যাটিং দক্ষতা বড় ব্যাপার। সঙ্গে চোখে পড়ার মতো আত্মবিশ্বাস। পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানে সূর্য জানিয়েও দেন, পছন্দের তিন নম্বরেই আপাতত খেলবেন তিলক।

দেশের হয়ে প্রথম শতরানের (৫৬ বলে অপরাজিত ১০৭) ঘোর নিয়ে তিলকের প্রতিক্রিয়া, 'স্বপ্ন দেখতাম, লম্বা চুলের একটা ছেলে শতরান করছে। এদিন সেঞ্চুরিয়ানে যে স্বপ্নটা পূরণ। আমি খুশি।'

চোটের জন্য বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে। ফলে ফেরা এবং পায়ের নীচের জমি শক্ত করা সহজ ছিল না। তিলকের কথায়, 'গত ২-৩টি সিরিজ খেলতে পারিনি চোটের জন্য। অনেকেই বলছিল, এখান থেকে ফেরা কঠিন হবে। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল। জানতাম ঠিক সময়ে সুযোগ এবং রান পাব। তাই শতরানের পর ঈশ্বরকেই স্মরণ করেছি।' ম্যাচের দ্বিতীয় বলে সঞ্জু স্যামসন ফেরার পর ক্রিজে তিলক। অভিষেক শর্মাকে নিয়ে শতরানের যুগলবন্দি দিয়ে শুরু। শেষপর্যন্ত ক্রিজে থেকে দলকে ২১৯ স্কোরে পৌঁছে দেওয়া। তিলকের কথায়, 'অভিষেক এবং আমি, দুইজনেই চাপে ছিলাম। সেদিক থেকে এদিনের ইনিংস দুজনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। শুরুটা সত্যিই কঠিন ছিল। কিছু বল নীচু হচ্ছিল। চেষ্টা করেছি ক্রিকেট বেসিকে ভরসা রাখতে।'

কনিষ্ঠতম ভারতীয় হিসেবে টি২০ আন্তর্জাতিকে শতরানের পর তিলক ভার্মা।

জো'বার্গেও জয় হো মেজাজে টিম ইন্ডিয়া

জোহানেসবার্গ, ১৪ নভেম্বর : ভারত-২ দক্ষিণ আফ্রিকা-১।

চার ম্যাচের চলতি টি২০ সিরিজের স্কোরলাইন। বুধবার সেঞ্চুরিয়ানে তৃতীয় ম্যাচে ১১ রানে প্রোটিয়া-বধে সিরিজ হাতছাড়ার আশঙ্কা দূর। সুযোগ এবার সিরিজ দখলের। শুক্রবার জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়ামে যে লক্ষ্যে নামছে সূর্যকুমার যাদবের তরুণ ভারতীয় ব্রিগেড।

প্রথম ম্যাচে সঞ্জু স্যামসনের সেঞ্চুরি বড় জয় এনে দেয়। বুধবার তিলক ভার্মার শতরানে ২-১। গেবারহাতে বরুণ চক্রবর্তীর (১৭/৫) স্বপ্নের বোলিংয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচ হাতছাড়া না হলে স্কোরলাইন ৩-০ হওয়ার কথা।

ভিভিএস লক্ষ্মণরা অবশ্য পিছনের দিকে তাকাতে নারাজ। সেঞ্চুরিয়ানে আসে উত্তেজক জয়ের রসদ নিয়ে ওয়ান্ডারার্সে ফের বাজিমাতের ছক। তবে ব্যাটিং, বোলিংয়ে একাধিক ফাঁকফোকর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। ছন্দে নেই স্বয়ং সূর্যকুমার যাদব।

অবশ্য শুক্রবার রসদ জোগাবে গত বছর ওয়ান্ডারার্সে করা সেঞ্চুরি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেটাই স্কাইয়ের শেষ শতরান। আগামীকাল তেমন একটা চিত্তাকর্ষক ইনিংসের তাগিদ প্রত্যাশিত। ব্যর্থতা লম্বা হচ্ছে রিঙ্কু সিংয়েরও (১১, ৯ ও ৮ রান)। শেষ দুইয়ে শূন্যতে আউট সঞ্জু।

যদিও ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নিয়ে কাটাছেঁড়ার বদলে দলগত সাফল্য অগ্রাধিকার পাচ্ছে। রসদ জোগাচ্ছে তিন নম্বরে নেমে তিলকের দুরন্ত ব্যাটিং, অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক মেজাজে রানে ফেরা। দুজনের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের দৌলতে ইনিংসে মোট ১৩টি ছক্কা। যার সুবাদে প্রথম দল হিসেবে এক বছরে টি২০ ফর্ম্যাটে দুশো ছক্কার নজির। নজির এক বছরে সবাধিক আটবার ২০০ প্লাস স্কোরেরও।

ছন্দ ধরে রাখতে আগামীকালও দুই তরুণের বিস্ফোরক যুগলবন্দির প্রার্থনা। হার্দিকের ছন্দে থাকার ইঙ্গিতও ভরসা জোগাচ্ছে। তিলক-অভিষেকের হাতে বেধড়ক ঠ্যাঙানির পর চাপ আপাতত প্রোটিয়া বোলিংয়ের ওপর। ব্যতিক্রম মার্কো জানসেন।

গতির সঙ্গে শারীরিক উচ্চতা কাজে লাগিয়ে বাউন্স আদায় করে নিচ্ছেন। যার সামনে পড়ে গত দুই ম্যাচে শূন্যতে আটকে গিয়েছেন সঞ্জু। আগামীকাল সঞ্জুর জন্য থাকবে জানসেনের হার্ডল অতিক্রমের চ্যালেঞ্জ।

ব্যাটার জানসেনও (১৭ বলে ৫৪) সেঞ্চুরিয়ানে আরেকটু হলে আটকে যাচ্ছিল ভারত। ২১৯/৬ রানের জবাবে শেষপর্যন্ত ২০৮/৭ স্কোরে আটকে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। অল্পের জন্য শেষরক্ষা। শুক্রবারের নির্ণায়ক ম্যাচে জানসেনের অলরাউন্ড দক্ষতা ফের কাঁটা হতে পারে।

প্রোটিয়া ব্রিগেডের মূল চিন্তা ব্যাটিং। ভালো শুরু করেও, ইনিংস লম্বা খেলতে ব্যর্থ রায়ান রিকেলটন, রেজা হেনড্রিক্স, আইডেন মার্করামরা। চাপ আলগা করতে নারাজ ভারতীয় বোলাররা।

অর্শদীপ সিং গত ম্যাচে ভুবনেশ্বর কুমারকে (৯০ উইকেট) পিছনে ফেলে ভারতীয় পেস বোলার হিসেবে সবাধিক টি২০ উইকেটের রেকর্ড গড়েছেন। আগামীকালও নতুন বলে অর্শদীপ ভরসা। অবশ্য মাঝের ওভারে হেনরিচ ক্লাসেন, ডেভিড মিলারদের সঙ্গে ভারতীয় স্পিন ব্রিগেডের দ্বৈরথে লুকিয়ে ম্যাচের চাবিকাঠি।

বুধবার মার খেলেও উইকেট নেওয়ার অভ্যাস বজায় বরুণের। প্রথম ভারতীয় হিসেবে কোনও টি২০ সিরিজে ১০ উইকেটের নজির ইতিমধ্যেই তাঁর ঝোলায়। আগামীকাল সংখ্যাটা কোথায় দাঁড়ায়, চোখ থাকবে।

ব্যাটিং নিয়ে চিন্তার কথা স্বীকার করছেন মার্করামও। সাফ কথা, 'টপ অর্ডারকে দায়িত্ব নিতে হবে। লোয়ার অর্ডার যেরকম খেলেছে, তাতে আমি গর্বিত। ২২০ করা সম্ভব ছিল। শুরুতে পার্টনারশিপ দরকার। পরের ম্যাচে অনেক জায়গায় উন্নতি প্রয়োজন।'

ওয়ান্ডারার্সের পিচ তুলনামূলক ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি। শট খেলা উপভোগ করবেন ব্যাটাররা। পাশাপাশি স্পিনারদের তুলনায় পেসাররা বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বাড়তি পেসার হিসেবে অভিষেক ঘটতে পারে যশ দয়াল, বিজয়কুমার ব্যাশকের মধ্যে কারও। স্পিনাররা যদি বাউন্সটা ঠিকঠাক ব্যবহার করে সাফল্য পাবে। চলতি সিরিজে ঠিক সেটাই করে দেখাচ্ছেন বরুণ-বিষ্ণোইরা।

ওয়ান্ডারার্স মানে ভারতের জন্য সুখ-দুঃখের ককটেল। ২০০৩ সালে ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতীয় দলের। চার বছর পর ওয়ান্ডারার্সেই সেই ক্ষতে প্রলেপ মহেন্দ্র সিং ধোনিদের ২০০৭ টি২০ বিশ্বজয়ে।

আগামীকাল? সাফল্য নাকি ব্যর্থতার পাল্লা ভারী হয়, সেটাই দেখার।

দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ভারত

আজ চতুর্থ টি২০

সময় : রাত ৮.৩০ মিনিট
স্থান : জোহানেসবার্গ
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

'ছেলের ১০ বছর নষ্ট করেছে ধোনিরা'

সঞ্জুর বাবার দাবি নিয়ে বিতর্ক

জোড়া শতরানের পরই জোড়া শূন্য সঞ্জু স্যামসনের ক্রিকেটে উলটপুরাণ।

তিরুবনন্তপুরম, ১৪ নভেম্বর : বাংলাদেশের পর দক্ষিণ আফ্রিকা।

টানা দুইটি টি২০ ম্যাচে সেঞ্চুরিতে ফের নিজের উপস্থিতি বোঝাচ্ছেন সঞ্জু স্যামসন। কেরলের উইকেটকিপার-ব্যাটারের নতুন যে রূপে মজেছে ক্রিকেটমহলও। এর মধ্যেই বিস্ফোরক মন্তব্য সঞ্জুর বাবার। দাবি, মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা তাঁর ছেলের দশটা মূল্যবান বছর নষ্ট করেছেন!

অতীতে যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ সিং সরাসরি ধোনির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। প্রকাশ্যেই যুবরাজের কেরিয়ার শেষদিকে নষ্টের জন্য ধোনিকে দায়ী করেন। এবার সেই পথেই সঞ্জুর বাবাও। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওয় ধোনির সঙ্গে পরবর্তী দুই ভারত অধিনায়ক বিরাট, রোহিতের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ করতে দেখা গিয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সঞ্জু স্যামসনের বাবা বিশ্বনাথের অভিযোগ, 'তিন-চারজন আছেন, যাঁরা আমার ছেলের কেরিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ ১০ বছর নষ্ট করেছেন। ধোনিজি, বিরাটজি, রোহিতজির মতো অধিনায়ক এবং (রাহুল) দ্রাবিড়জির মতো কোচ। এই চারজন আমার ছেলের জীবনটা নষ্ট করেছেন। কিন্তু তারপরও সঞ্জু ঠিক ঘুরে দাঁড়িয়েছে।'

২০১৫ সালে প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পান ২১ বছর বয়সে। প্রতিভাবান ক্রিকেটার ধরা হলেও দ্বিতীয় সুযোগের জন্য সঞ্জুকে অপেক্ষা করতে হয় ২০২০ পর্যন্ত। আইপিএল, ঘরোয়া ক্রিকেটে সাফল্য পেলেও ভারতীয় দলে নিজের জায়গা পাকা করতে পারেননি। বারবার ছাঁটাইয়ের মুখে পড়তে হয়েছে। টানা সুযোগ পাননি। ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় এহেন পরিস্থিতির জন্য ধোনি সহ তিনজন ভারতীয় অধিনায়কের দিকেই আঙুল তুলেছেন সঞ্জুর বাবা।

টি২০ ভারতীয় দলের বর্তমান অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। গত দলীপ ট্রফির সময়ই সঞ্জুকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, পরের সাতটি ম্যাচেই (বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় চারটি) সঞ্জু ওপেন করবেন। ফলাফল যাইহোক না কেন, ওপেনিং থেকে সরানো হবে না। সুফলও হাতেনাতে। দুই সিরিজেই শতরান করে দলকে ম্যাচ জিতিয়েছেন সঞ্জু স্যামসন।

সঞ্জুর বাবার দাবি, ধোনি, বিরাট, রোহিতদের থেকে এই সহযোগিতা কিছুটা পেলে, তাঁর ছেলের কেরিয়ারের এতগুলি বছর নষ্ট হত না।

সমালোচনায় সরব কেন

এথেন্স, ১৪ নভেম্বর : ফিল ফোডেন, বুকায়ো সাকা, ডেকলান রাইস, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড, তালিকাটা দীর্ঘ। চোটের আশঙ্কায় ইংল্যান্ডের মোট ৯ ফুটবলার নেশনস লিগের স্কোয়াড থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ব্রিটিশ অধিনায়ক হ্যারি কেন অবশ্য এই বিষয়ে সতীর্থদের ওপর বেশ ক্ষুব্ধ। তাঁর কাছে জাতীয় দলই সবার আগে।

কেন মনে করছেন, গ্যারেথ সাউথগেটের জমানায় ফুটবলাররা জাতীয় শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন। সাউথগেট সেই রকমই একটা পরিবেশ তৈরি করেছিলেন দলের মধ্যে। ইংরেজ অধিনায়ক বলেছেন, 'আমার মনে

প্রস্তুতিতে ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন।

হয় ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার যে আনন্দ, সাউথগেট সেটা ফিরিয়ে এনেছিলেন। আমার কাছে ক্লাবের আগে জাতীয় দল।' একই সঙ্গে জাতীয় শিবির থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়াকে লজ্জার বলেও উল্লেখ করেছেন কেন। তাঁর মন্তব্য, 'মরশুমে এটা কঠিন সময় জানি। অনেকে তার সুবিধা কাজে লাগাচ্ছে। এটা কখনোই হওয়া উচিত নয়।' এমনকি নাম প্রত্যাহার করে নেওয়াকে লজ্জার বলেও উল্লেখ করেছেন হ্যারি কেন।

এদিকে, পরিবর্ত হিসাবে বেশ কয়েকজন নতুন মুখকে ইংল্যান্ড শিবিরে ডেকেছেন দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ লি কার্সলে। দলের অধিনায়ক বলেছেন, 'যাঁরা নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন তাঁদের পরিবর্তে অনেকে সুযোগ পাচ্ছেন। তাঁদের নিয়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় আমরা।'

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রোমো প্রকাশ করতেই লাহোরে ট্রাকের গায়ে টুর্নামেন্টের নতুন লোগো ও ক্যাচলাইন আঁকা হল।

পাকিস্তান রাজি না হলে ভারতে হতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাচ্ছেন না, আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও ভারতকে নিয়ে চেষ্টা ছাড়েনি পাকিস্তান। সম্প্রতি পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে, নিজেদের দেশে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করতে না পারলে পাকিস্তানই প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিয়েছে। বাস্তবে পাকিস্তান শেষপর্যন্ত কী করবে, সময় বলবে। কিন্তু নিয়মিত বদলে যাওয়া পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও জল মাপছে প্রবলভাবে। এমনকি পাকিস্তান সরে দাঁড়ালে ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনে তৈরি বলেও জানা গিয়েছে। রাতের দিকে মুম্বই থেকে বোর্ডের এক কর্তা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। কিন্তু পাকিস্তান যদি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে সরে দাঁড়ায়, তাহলে ভারতে হতেই পারে সেই প্রতিযোগিতা। এই ব্যাপারে প্রয়োজন হলে আমরা আইসিসি-র সঙ্গে দ্রুত কথা বলব।'

বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যালেন্ডারে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির। আর প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে শুরু থেকেই আয়োজক দেশ পাকিস্তানে খেলতে যাওয়া নিয়ে বিতর্ক। বিসিসিআই রোহিতরা পাকিস্তানে যাবেন না বলে ঘোষণার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। ২০২৩ সালে এশিয়া কাপেরও আয়োজক ছিল পাকিস্তান। টিম ইন্ডিয়া ওয়াঘা সীমান্তের ওপারে যায়নি। প্রতিযোগিতা হয়েছিল হাইব্রিড মডেলে। পাকিস্তান নিজেদের মাঠে খেলেছিল। আর টিম ইন্ডিয়া খেলেছিল শ্রীলঙ্কায়। এবারও তেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু হাইব্রিড মডেল নিয়েও পাকিস্তান প্রবল আপত্তি জানানোর পাশে প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিয়ে ভারতের কাজটা সহজ করে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্ভবত সেই কারণেই আজ বিসিসিআইয়ের তরফে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের ব্যাপারে আগ্রহের কথা দুনিয়ার দরবারে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিতে চলা বিসিসিআই সচিব জয় শা-র জন্যও বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। জয় শেষপর্যন্ত কী করেন, সেটাই দেখার।

ভারত আসবেই, বিশ্বাস আফ্রিদির

লাহোর, ১৪ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে জট খোলেনি। এহেন ডামাডোলের মধ্যে প্রকাশ্যে ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আইসিসি-র প্রোমো। আয়োজক হিসেবে পাকিস্তান যে প্রোমোতে বিশেষ জায়গা পেয়েছে। কিন্তু আদৌ পাকিস্তানে টুর্নামেন্ট হবে তো? প্রশ্নের সদুত্তর এখনও মেলেনি। ভারতের অনড় অবস্থানের পালটা হিসেবে পাকিস্তান সরকার, সেদেশের বোর্ডও কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে। টুর্নামেন্ট সরানো হলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে বয়কটও করতে পারে পাকিস্তান।

আর চলতি পরিস্থিতির জন্য ভারতকে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে ওয়াঘার ওপার থেকে। এদিন যেমন শাহিদ আফ্রিদির নিশানায় ভারত, তবে কিছুটা ভিন্ন সুর। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে

ক্রিকেট উন্নতিতে এক হওয়ার ডাক

যাওয়ার বার্তা দিয়ে আফ্রিদির আশা, ইগো ভুলে ভারত সহ আটটি দেশই পাকিস্তানে খেলবে।

আফ্রিদি বলেছেন, 'ক্রিকেট বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে। ১৯৭০ সালের পর সম্ভবত এই রকম কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি ক্রিকেট। যাবতীয় বিতর্ক সরিয়ে রেখে এবার সবার এক হওয়া দরকার। ঐতিহাসিক আঙিনায় বিভাজিত দুই দেশও যদি অলিম্পিক আয়োজনে সহমত হতে পারে, তাহলে ক্রিকেট, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য আমরা এক হতে পারব না কেন? আমাদেরও সেই স্পিরিট দেখাতে হবে।'

এদিকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা দাবি করেছেন, পাকিস্তান টুর্নামেন্ট বয়কট করলেও ধাক্কা খাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। যুক্তি, ভারতের অংশগ্রহণ আইসিসি-র আয়ের বড় উৎস। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানের ভূমিকাও। ভারত-পাক ম্যাচ না হলেও কিন্তু ধাক্কা খাবে আইসিসি-র রেভিনিউ।

নতুন অধ্যায় শুরু ফোরলানের

মন্টেভিডিও, ১৪ নভেম্বর : তাঁর পায়েই জাবুলানি বল পোষ মেনেছিল। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছিলেন। সেই উরুগুয়ে তারকা দিয়েগো ফোরলান ফুটবল থেকে বিদায় নেওয়ার পর নতুন অধ্যায় শুরু করলেন। বুধবার এটিপি-র দ্বিতীয় সারির চ্যালেঞ্জ ট্যুর দিয়ে পেশাদার টেনিস কেরিয়ার শুরু করেছেন তিনি। আর্জেন্টাইন টেনিস খেলোয়াড় ফেডেরিকো কোরিয়ার সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলতে নেমেছিলেন ফোরলান। তবে অভিষেকটা মোটেও সুখের হয়নি উরুগুয়ের এই তারকার। বলিভিয়ার বরিস আরিয়াস ও ফেডেরিকো জাবেলাসের কাছে ফোরলানরা হারেন ৬-১, ৬-২ গেমে।

ম্যাচের পর ফোরলান বলেছেন, 'আমি খেলাটা উপভোগ করেছি। যদিও জানতাম ম্যাচটা কঠিন হতে চলেছে। সেইমতো প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, যাতে ম্যাচটা উপভোগ করতে পারি। যাঁরা এদিন খেলা দেখতে এসেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ।'

৪৫ বছরের এই তারকা গত পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন অ্যামেচার টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। এবার ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রির দ্বারা এটিপি চ্যালেঞ্জ ট্যুরে নেমেছিলেন তিনি।

টেনিস র‍্যাকেট হাতে উরুগুয়ের দিয়েগো ফোরলান।

এমবাপেকে নিয়ে বিরক্ত দেশ

প্যারিস, ১৪ নভেম্বর : কিলিয়ান এমবাপের ওপর কি ক্ষুব্ধ ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশ? দিনদুয়েক আগে ফরাসি তারকার প্রসঙ্গ তিনি যেভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন, তাতে এই প্রশ্ন ওঠাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ইজরায়েল ম্যাচে নামার আগে দেশঁর মন্তব্যে সেই জল্পনা আরও জোরালো হল।

চোট সারিয়ে ফেরার পর রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেললেও গত মাসে নেশনস লিগে ফ্রান্সের স্কোয়াড থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন এমবাপে। আর এবার তাঁকে বাদ দিয়েছেন কোচ দেশঁ। স্বাভাবিকভাবেই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নামার আগে কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়ে ফরাসি কোচের দিকে ধেয়ে আসে একের পর এক প্রশ্ন। বেশ বিরক্তির সুরেই তিনি উত্তরে বলেছেন, 'যা বলেছি তা যথেষ্ট। আপনাদের বাকস্বাধীনতা রয়েছে। বুঝে নিয়ে যেমন ইচ্ছা লিখতে পারেন। আমার দলে ২৩ জন ফুটবলার রয়েছে। কিলিয়ান সেখানে নেই। ওকে ওর মতো থাকতে দিন।'

এরপরই একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, দেশঁ ফরাসি তারকাকে নিয়ে বেশ বিরক্ত। যদিও এই পরিস্থিতিতে জাতীয় দলের সতীর্থদের পাশে পেয়েছেন এমবাপে। এদিকে একাধিক ফরাসি সংবাদমাধ্যমের তরফে দাবি করা হয়েছে, মানসিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এমবাপে। রিয়াল মাদ্রিদে অনভ্যস্ত পজিশনে তাঁকে খেলতে

> আপনাদের বাকস্বাধীনতা রয়েছে। বুঝে নিয়ে যেমন ইচ্ছা লিখতে পারেন। আমার দলে ২৩ জন ফুটবলার রয়েছে। কিলিয়ান সেখানে নেই। ওকে ওর মতো থাকতে দিন।
>
> **দিদিয়ের দেশ** *(সাংবাদিকদের উদ্দেশে)*

হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই পারফরমেন্সে তার প্রভাব পড়ছে। সেদিক থেকে এমবাপের ওপর একটা চাপ রয়েছেই। একইসঙ্গে ফ্রান্স শিবিরেও তাঁকে নিয়ে অশান্তি যে বাড়ছে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

চার শিকারে প্রত্যাবর্তনেই নায়ক

জয়ের স্বপ্ন বাংলার

বাংলা-২২৮ ও ১৭০/৫
মধ্যপ্রদেশ-১৬৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : চারটি উইকেট নিলেন। বাংলাকে তিন পয়েন্ট দিলেন। সঙ্গে সরাসরি ম্যাচ জয়ের স্বপ্নও উসকে দিলেন মহম্মদ সামি।

এক বছর পর ক্রিকেটে ফিরেছেন। গতকাল ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম দিনে করেছিলেন মোট ১০ ওভার। উইকেট পাননি। আজ পেলেন। ১৯-৪-৫৪-৪ বোলিংয়ের মধ্যে রয়েছে ভরপুর আত্মবিশ্বাস ও অতীতের ছন্দ। মূলত সামির জন্যই মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ইন্দোরে চলতি রনজি ট্রফির ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষেই সরাসরি জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে টিম বাংলা। গতকালের ১০৩/১ থেকে শুরু করে আজ ১৬৭ রানে শেষ হয়ে যায় মধ্যপ্রদেশের প্রথম ইনিংস। ৬১ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলার সংগ্রহ ১৭০/৫। সবমিলিয়ে মোট ২৩১ রানে এগিয়ে শুক্রবারই সরাসরি মধ্যপ্রদেশ জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা (১৯)। আগামীকাল বাংলার লিড আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়ে আপাতত উইকেটে রয়েছেন ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় (অপরাজিত ৩৩) ও ঋদ্ধিমান সাহা (অপরাজিত ২১)।

'দীর্ঘসময় ধরে ক্রিকেট খেলেছি। এখন কোচিং করাচ্ছি। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এমন প্রত্যাবর্তন এতদিন রূপকথায় হয় বলে জানতাম। সামি আজ সেটাই বাস্তবে করে দেখাল', সন্ধ্যার দিকে ইন্দোরে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে ফোন করতেই এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে দিলেন তিনি। অধিনায়ক অনুষ্টুপ আরও এক কদম এগিয়ে জানালেন চমকপ্রদ তথ্য। বলে দিলেন, 'মধ্যপ্রদেশের ইনিংসে একটা বড় পার্টনারশিপ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল। সেই সময় সামি আমার থেকে নিজেই বোলিং চেয়ে নেয়। বাকি সময়ে ও দেখাল, মাঠে ফেরার জন্য কতটা মরিয়া হয়ে ছিল ও।' সামির পাশে আজ মহম্মদ কাইফ (৪১/২), রোহিত কুমার (২৭/১), সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালরাও (৩৫/২) দারুণ বোলিং করেছেন। বাংলা অধিনায়ক অনুষ্টুপের কথায়, 'দুর্দান্ত একটা দিন গেল আমাদের। সামি যদি সেরা বোলিং করে বাংলাকে ভরসা দিয়ে থাকে, তাহলে বাকিরাও পিছিয়ে ছিল না। কাইফ-সুরজরা সামির কাজটাও সহজ করে দেয়।'

প্রথম ইনিংসে ৬১ রানের লিড পাওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেও ওপেনার শুভম দে-র (৪) উইকেট হারিয়েছিল বাংলা। পরে সুদীপ ঘরামি (৪০), সুদীপ চট্টোপাধ্যায়রা (৪০) দলকে ভরসা দিয়েছেন। যদিও বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, শট বাছাইয়ের 'বদরোগের' কারণে আজ কিছু উইকেট হারাতে হয়েছে বাংলা দলকে। না হলে পরিস্থিতি আরও বেশি নিয়ন্ত্রণে থাকত। আপাতত ২৩১ রানের লিড রয়েছে। শুক্রবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে কত রানের লিড হলে ভালো? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র কোচ লক্ষ্মীরতন বলে দিলেন, 'অন্তত ৩০০ রানের লিড তো নিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত কত রানের লিড হবে, জানি না। কিন্তু সামি আজ যে ছন্দ দেখিয়েছে, তারপর এই ম্যাচ থেকে জয় ছাড়া আর কিছু ভাবতে চাইছি না। দেখা যাক আগামীকাল কী হয়।' মধ্যপ্রদেশ ইনিংসের শেষ দুই উইকেট পরপর দুই বলে নিয়েছেন সামি। সোজাকথায় তিনি হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে। মধ্যপ্রদেশের রান তাড়ার সময় আগামীকাল প্রথম বলে সামি উইকেট পেলে হ্যাটট্রিকও করে ফেলতে পারেন।

সামির স্বপ্নের দৌড় শুরুর পর তিনি মিশন অস্ট্রেলিয়ার বিমানে কবে উঠতে পারেন, সেটাই এখন দেখার।

> সামি ফিট। এক বছর পর একজন জোরে বোলারের এমন দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন কখনও দেখিনি আমি। ও অস্ট্রেলিয়াতে না গেলেই আমি অবাক হব।
> – লক্ষ্মীরতন শুক্লা

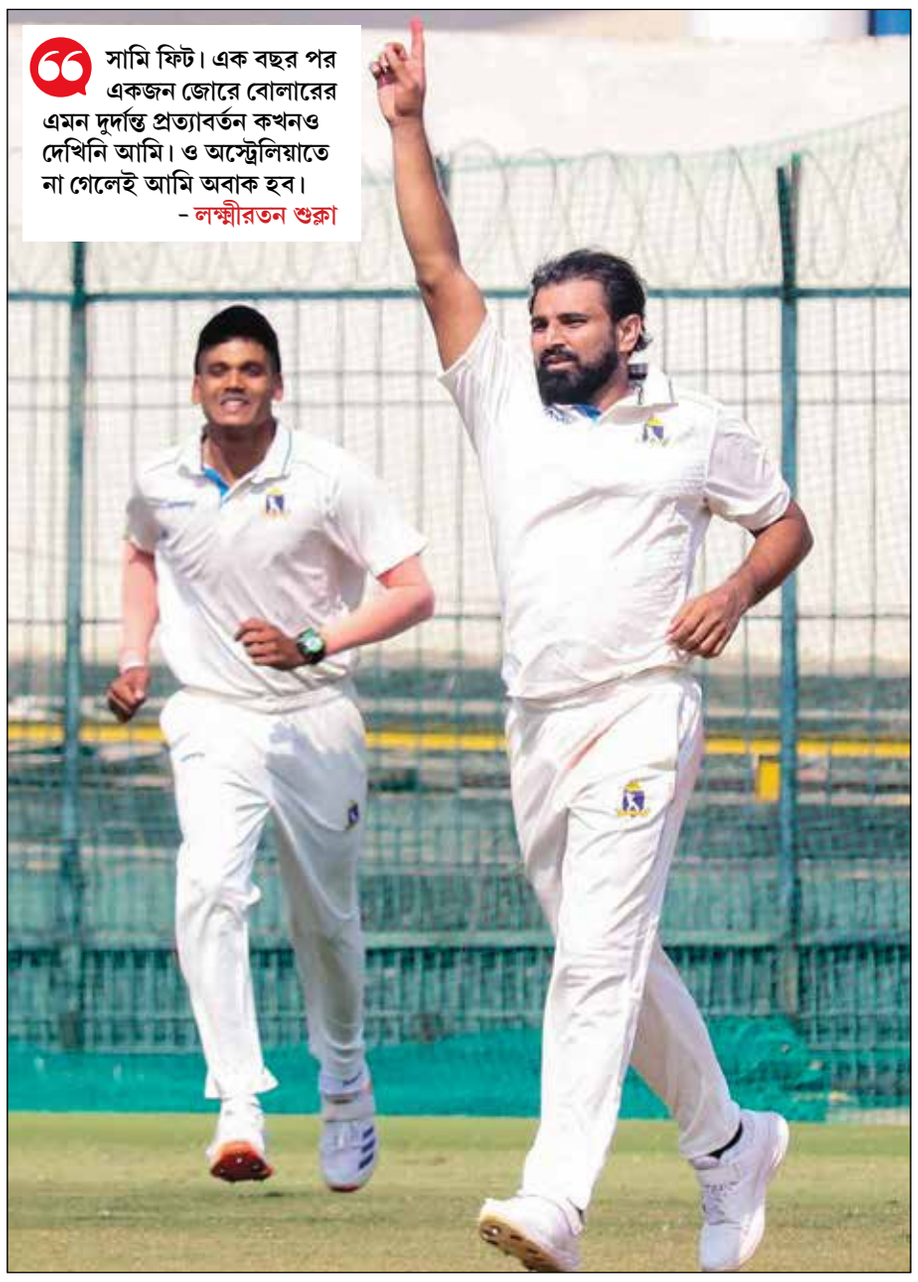

৪ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস মহম্মদ সামির। মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় ইনিংসে থাকছে হ্যাটট্রিকের হাতছানিও।

অ্যাডিলেডেই হয়তো বিরাটদের পাশে সামি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন। দুরন্ত বোলিং। চার উইকেট দখল। ভাগ্য সহায় হলে সংখ্যাটা বাড়তেই পারত।

১৯ নভেম্বর ২০২৩। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালের আসরে শেষবার ক্রিকেট মাঠে দেখা গিয়েছিল মহম্মদ সামিকে। মাঝে এক বছর পার। গতকাল থেকে ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে বাংলা বনাম মধ্যপ্রদেশ ম্যাচে ফের মাঠে ফিরেছেন সামি।

আর ফিরেই বল হাতে চমক। বাংলার হয়ে প্রথম ইনিংসে মোট ১৯ ওভার করেছেন সামি। যার মধ্যে রয়েছে মোট ৯০টি ডট বল। অতীতের ছন্দে তাঁকে দেখা গিয়েছে হোলকার স্টেডিয়ামে। তাঁর ফিটনেস নিয়েও ঘনিষ্ঠমহলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সামির সঙ্গে ইন্দোরে থাকা বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফিজিও নীতীন প্যাটেল। বাংলা-মধ্যপ্রদেশ ম্যাচ এখনও শেষ হয়নি বলে তাঁর রিপোর্ট নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও জাতীয় নির্বাচকরা এখনও মুখ বন্ধ রেখেছেন। যদিও সূত্রের খবর, সামি পুরো ফিট। ১৯ ওভার বল করার পরও তাঁর কোনও সমস্যা হয়নি। এমন বিষয় জাতীয় নির্বাচকদের নজরে আসার পরই তাঁকে দ্রুত অস্ট্রেলিয়া পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, বড় অঘটন না হলে ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেডে নির্দিষ্ট থাকা গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টের মঞ্চেই আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে সামির। বোর্ডের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, 'সামি দুর্দান্তভাবে ক্রিকেটে কামব্যাক করল। বাংলা বনাম মধ্যপ্রদেশ ম্যাচের দিকে আমাদের সবারই নজর রয়েছে। গম্ভীররাও পারথ থেকে সামির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। আগামী কয়েকদিনে ওর চোট নিয়ে নতুন সমস্যা না হলে সামি অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। হয়তো অ্যাডিলেড টেস্টের আগেই।'

শেষ পর্যন্ত সামি স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে হাজির হয়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে অংশ নিতে পারবেন কিনা, আর কয়েকদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে ছবিটা। তার আগে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলে দিচ্ছেন, 'সামি ফিট। এক বছর পর একজন জোরে বোলারের এমন দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন কখনও দেখিনি আমি। ও অস্ট্রেলিয়াতে না গেলেই আমি অবাক হব।' বাংলার অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদারও তাঁর সতীর্থ সামিকে নিয়ে প্রবল আশাবাদী। বলছিলেন, 'গতকাল সামি দশ ওভার করেছিল। আজ আরও নয় ওভার করেছে। ওর বোলিং দেখে মনেই হয়নি এক বছর ও ক্রিকেটের বাইরে ছিল। আজ তো নিজেই আমার থেকে বল চেয়ে নিয়েছিল একসময়। জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনার কথা জানা নেই আমার। তবে আমি জাতীয় নির্বাচক হলে সামির বোলিং দেখার পর ওকে অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া পাঠিয়ে দিতাম।'

মধ্যপ্রদেশকে হারিয়ে সামি টিম বাংলাকে রনজি ট্রফিতে অক্সিজেন দিতে পারবেন কিনা, আগামীকালই স্পষ্ট হবে। সঙ্গে শুক্রবারই হয়তো স্পষ্ট হবে সামির মিশন অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাবনাও। প্যাট কামিন্সদের উদ্বেগ বাড়তে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

বাংলাকে ম্যাচে ফেরালেন যাঁরা- রোহিত কুমার, মহম্মদ সামি, মহম্মদ কাইফ ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (বাঁদিক থেকে)। ইন্দোরে বৃহস্পতিবার।

রনজিতে নজির কাশ্যপ-স্নেহালের

মারগাঁও, ১৪ নভেম্বর : রনজি ট্রফিতে নয়া ইতিহাস গড়লেন গোয়ার কাশ্যপ বাকলে ও স্নেহাল কৌথানকার। অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে তৃতীয় উইকেট জুটিতে তারা ৬০৬ রান যোগ করেন। রনজি ট্রফির ৯০ বছরের ইতিহাসে এটাই যে কোনও উইকেট জুটিতে সর্বাধিক রানের পার্টনারশিপ। স্নেহালরা ভেঙেছেন মহারাষ্ট্রের দুই ব্যাটার স্বপ্নিল গুগালে ও অঙ্কিত বাউনের ৫৯৪ রানের রেকর্ড। ২০১৬-'১৭ মরশুমে দিল্লির বিরুদ্ধে এই নজির গড়েছিলেন মহারাষ্ট্রের দুই ব্যাটার।

স্নেহাল-কাশ্যপের এই ইনিংস প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে যে কোনও উইকেট জুটিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের পার্টনারশিপ। প্রথমস্থানে রয়েছে শ্রীলঙ্কান তারকা মাহেলা জয়বর্ধনে-কুমার সাঙ্গাকারার ৬২৪ রানের ইনিংস। ২০০৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাঁরা এই নজির গড়েছিলেন।

এদিন কাশ্যপ (৩০০) ও স্নেহালের (৩১৪) রানের সুবাদে প্রথম ইনিংসে গোয়া ২ উইকেটে ৭২৭ রান করে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। রনজিতে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার একই ইনিংসে জোড়া ত্রিশতরানের ঘটনা ঘটেছে। আগেরদিন প্রথম ইনিংসে অরুণাচল প্রদেশ ৮৪ রানে অলআউট হওয়ার পর দিনের শেষে গোয়ার সংগ্রহ ছিল ২ উইকেটে ৪১৪ রান। এদিন দ্বিতীয় ইনিংসে অরুণাচল প্রদেশ ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৯২ রানে অলআউট হয়। ফলে এক ইনিংস ও ৫৫১ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় পায় গোয়া।

এদিকে, রনজিতে রাজস্থান বনাম উত্তরাখণ্ড ম্যাচে ত্রিশতরান হাঁকিয়েছেন রাজস্থানের মাহিপাল লোমরোর। তিনি ৩৬০ বলে ৩০০ রান করে অপরাজিত থাকেন। যার সুবাদে রাজস্থান প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেটে ৬৬০ রান করেছে। জবাবে উত্তরাখণ্ড দিনের শেষে ২ উইকেটে ১০৯ রান করেছে।

ত্রিশতরানের পর স্নেহাল কৌথানকার (উপরে) ও কাশ্যপ বাকলে।

অন্যদিকে, রনজির অপর ম্যাচে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে মুম্বই দিনের শেষে ৮ উইকেটে ২৫৩ রান সংগ্রহ করেছে। বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে ৬ উইকেটে ১৯২ রান নিয়ে খেলতে নামে সার্ভিসেস। শার্দূল ঠাকুরের দাপটে মাত্র ২৪০ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। শার্দূল ৪৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট পান। জবাবে আয়ুষ মাত্রের দুরন্ত ১১৬ রানের সুবাদে প্রথম ইনিংসে লিড পেয়েছে মুম্বই।

চোটই চিন্তা স্পেন শিবিরে

লিসবন ও কোপেনহেগেন, ১৪ নভেম্বর : মাসখানেক আগে নেশনস লিগে গ্রুপে প্রথম পর্বের ম্যাচে পোল্যান্ডকে তাদের মাটিতে গিয়ে হারিয়ে এসেছিল পর্তুগাল। শুক্রবার ঘরের মাঠে পোল্যান্ডের মুখোমুখি হওয়ার আগে আরও আত্মবিশ্বাসী রবার্তো মার্টিনেজের দল।

অঙ্কের হিসেব বলছে এক পয়েন্ট পেলেই নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলবে পর্তুগাল। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের আগে পর্তুগালের কোচ বলেছেন, 'ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের পর আমরা নতুন লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছি। মিশন ২০২৬ বিশ্বকাপ। এই মুহূর্তে দল আগের থেকে অনেক ভালো জায়গায় রয়েছে। প্লেয়াররা যে মানসিকতা নিয়ে খেলছে তাতে আমি খুশি।' তবে নেশনস লিগের এই পর্বে মাঠে নামার আগে পর্তুগালকে চিন্তায় রাখছে দলের রক্ষণ। চোটের কারণে পাওয়া যাবে না রুবেন ডিয়াস ও গঞ্জালো ইনাসিওকে। মার্টিনেজ বলছেন, 'আমাদের গোল হজম করা থেকে বিরত থাকতে হবে।' একই সঙ্গে এই ম্যাচে দলে নতুন মুখ দেখা যাবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের কোচ।

অন্যদিকে শুক্রবার ডেনমার্কের বিরুদ্ধে খেলবে ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন। লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দল ইতিমধ্যেই শেষ আট নিশ্চিত করে ফেলেছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা যে এই ম্যাচে পরীক্ষানিরীক্ষার পথে হাঁটবে তা আশা করাই যায়। তবে ডেনমার্ক ম্যাচের আগে একাধিক ফুটবলারের চোট নিয়ে চিন্তাও রয়েছে স্পেন শিবিরে। ফুয়েন্তে পাবেন না তাঁর দলের অন্যতম সেরা অস্ত্র লামিনে ইয়ামালকে। ইয়ামালের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথাও বলেছেন স্পেনের জাতীয় দলের কোচ। তিনি মেনেও নিচ্ছেন জাতীয় দলে ইয়ামালের বিকল্প পাওয়া কঠিন।

এদিকে রড্রি, ড্যানি কার্বাহালরা বাকি মরশুমের জন্য ছিটকে গিয়েছেন। পাওয়া যাচ্ছে না উনাই সিমন, রবিন লে নরম্যান্ড, ড্যানি ওলমো ও নিকো উইলিয়ামসকেও। ফুয়েন্তে যদিও বলছেন, 'বেঞ্চে থাকা ফুটবলারদের কাছে এটাই সুযোগ।'

কার্লসেনের দাপট অব্যহত

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : টাটা স্টিল চেস প্রতিযোগিতায় র‍্যাপিড রাউন্ডে দ্বিতীয় দিনের শেষে শীর্ষে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেন। তিনি ৫ পয়েন্ট পেয়েছেন। ভারতের রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ ৩ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন।

পঞ্চম স্থানে থাকা এসএল নারায়ণন ২.৫ পয়েন্ট পেয়েছেন। পয়েন্ট টেবিলে সবার শেষে রয়েছেন ভিদিত গুজারাটি, নিহাল সারিন ও অর্জুন এরিগাইসি। তাঁদের প্রাপ্ত পয়েন্ট ২। মহিলাদের বিভাগে ৪.৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আলেকজান্ডার গায়কোচিয়া। ভারতের অবন্তিকা আগরওয়াল ও হরিকা দ্রোণাভালি ৩.৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। ২.৫ পয়েন্ট পঞ্চম স্থানে দিব্যা দেশমুখ। ১ পয়েন্ট নিয়ে সবার শেষে রয়েছেন রমেশবাবু বৈশালী।

বিদায় সিন্ধুর

টোকিও, ১৪ নভেম্বর : জাপান মাস্টার্সে ভারতের আশা শেষ। দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন পিভি সিন্ধু। বৃহস্পতিবার তিনি কানাডার মিশেল লি-র কাছে ২১-১৭, ১৬-২১, ১৭-২১ পয়েন্টে পরাজিত হন।

e-TENDER NOTICE
Office of the Lataguri Gram Panchayat Kranti :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT Nos. eNIT-12/15th-TIED/LTG/KRANTI/24-25 dated 14-11-2024. For further details following site may be visited https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan, Lataguri G.P. Kranti :: Jalpaiguri

কনুইয়ে চোট পেলেন সরফরাজ

পারথ, ১৪ নভেম্বর : লক্ষ্য নতুন শুরু। পরিকল্পনা অতীত ভুলে সামনে তাকানো।

সেই লক্ষ্যেই পারথের ওয়াকা ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ক্রমশ জমে উঠেছে সেই অনুশীলন। পারথের ওয়াকা স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শুরুর সঙ্গেই সেখানকার সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যেও তুমুল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এতটাই যে, দর্শক প্রবেশের ক্ষেত্রে ওয়াকা স্টেডিয়ামে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও গাছের ডালে উঠে বিরাট কোহলি দর্শনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি নেই স্থানীয়দের মধ্যে। আজ অস্ট্রেলিয়ার ফক্স স্পোর্টস চ্যানেলে পারথের ওয়াকা স্টেডিয়ামের একটি ভিডিও সমাজমাধ্যম দেওয়া হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বিরাট, যশস্বী জয়সওয়ালদের অনুশীলনের জায়গার পুরোটাই কালো কাপড়ে ঢাকা। মাটিতে দাঁড়িয়ে আশপাশ থেকে ভারতীয় দলের অনুশীলন দেখার কোনও সুযোগই নেই। কিন্তু তাতে কী? মাঠের ধারে থাকা কয়েকটি গাছের ডালে বসলে স্পষ্ট দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন। অগত্যা, গাছের ডালই ভরসা কোহলি দর্শনে।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ২২ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্ট। তার আগে ওয়াকা স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে আজ অঘটন। নেটে ব্যাটিংয়ের সময় স্থানীয় এক নেট বোলারের আচমকা লাফিয়ে ওঠা বল সরফরাজ খানের কনুইয়ে আঘাত করে। রীতিমতো যন্ত্রণা নিয়ে তাঁকে নেট থেকে ব্যাট বগলে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে বলে খবর। তাঁর চোট কতটা গুরুতর, স্পষ্ট নয়। তবে জানা গিয়েছে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগামীকাল থেকে নিজেদের মধ্যে যে অনুশীলন ম্যাচ খেলার কথা, সেই ম্যাচে হয়তো খেলবেন না সরফরাজ। জীবনে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হওয়ার পর অনুশীলনে সরফরাজ চোট পাওয়ার ফলে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়েও নতুনভাবে চর্চা শুরু হয়েছে। অধিনায়ক রোহিত শর্মা ব্যক্তিগত কারণে এখনও অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছাননি। তিনি কবে পৌঁছোবেন, স্পষ্ট নয়। হিটম্যানের অনুপস্থিতিতে লোকেশ রাহুল যশস্বীর সঙ্গে ইনিংস ওপেন করবেন। মিডল অর্ডারে খেলার সম্ভাবনা ছিল সরফরাজের।

আজ তাঁর আচমকা কনুইয়ে পাওয়া চোট ছবিটা বদলে দিয়েছে। মেলবোর্নে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে বেসরকারি টেস্টের দুই ইনিংসেই রান পাওয়া ধ্রুব জুরেলের পারথ টেস্টের প্রথম একাদশে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যদিও পারথ টেস্টের আগে হাতে এখনও সময় থাকায় সরফরাজকে নিয়ে আপাতত ধীরে চলো নীতির মনোভাব দেখাচ্ছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিকে, আজ পারথের ওয়াকা স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মূল আকর্ষণ ছিলেন কোহলি। দলের সহ অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহর বোলিংয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘসময় ব্যাটিং করেছেন তিনি। সাবলীল ছন্দেই দেখা গিয়েছে কোহলিকে। কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গেও বারকয়েক নিজের ব্যাটিং নিয়ে আলোচনা সেরেছেন বিরাট।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে পা রাখার পর থেকেই তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া সাফল্যের প্রত্যাশাটা ভালোরকম টের পাচ্ছেন কোহলি। ব্যাটে রান না আসা পর্যন্ত প্রত্যাশার এই চাপ তাঁকে তাড়া করবেই।

অনুশীলন শুরুর আগে শুভমান গিলকে ব্যাট উপহার সরফরাজ খানের।

বুমরাহকে সামলাতে তৈরি খোয়াজা

মেলবোর্ন, ১৪ নভেম্বর : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি শুরু হতে কয়েকদিন বাকি। ২২ নভেম্বর পারথে প্রথম টেস্ট শুরু হবে। তাঁর আগে ভারতীয় পেস বোলিংয়ের স্তম্ভ জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে কিছুটা সাবধানী অজি পেসার উসমান খোয়াজা। তাঁর মতে, প্রথমবার ভারতীয় পেসারের বোলিং খেলার সময় অস্বস্তিতে পড়তে পারেন ব্যাটাররা। খোয়াজা বলেছেন, 'যখন কেউ প্রথমবার বুমরাহর মুখোমুখি হবে, তখন সে অস্বস্তিতে পড়বে। ভারতীয় পেসারের বোলিং অ্যাকশনের পাশাপাশি বলের রিলিজ পয়েন্টও সবার থেকে আলাদা। ফলে ব্যাটারের প্রত্যাশার থেকেও অনেক দ্রুতগতিতে বল আসে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'প্রথমদিকে বুমরাহর বলে অস্বস্তি লাগলেও পরেরদিকে কোনও অস্বস্তি মনে হয় না। তবে মনে রাখতে হবে, ও একজন দুর্দান্ত বোলার।'

বুমরাহর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ৭টি টেস্টে ১৫৫টি বল খেলে ৪৩ রান করেছেন খোয়াজা। একবারও ভারতীয় পেসারের বলে আউট হননি তিনি। সেই প্রসঙ্গে বুমরাহকে হালকা খোঁচা দিয়েই অজি ওপেনার বলেছেন, 'বুমরাহ আমাকে কোন ম্যাচে আউট করেছে, সেসব নিয়ে ভাবছি না। বরং এটাই মাথায় রাখছি, ওর বিরুদ্ধে কোন ম্যাচে রান করেছি।'

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা বাবর আলি - কে 06.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80D 45141 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার পর আমার জীবন অনেক সহজ এবং আলোকিত হয়ে উঠেছে। ডিয়ার লটারি আমার আর্থিক কষ্ট দূর করে আমাকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সুন্দর পথ প্রদান করেছে। আমাকে এই রকম একটি চমৎকার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

মালয়েশিয়া নয়, মার্চে নজর গুরপ্রীতদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : মালয়েশিয়া ম্যাচ নয়, ভারতীয় দলের মূল লক্ষ্য হল আগামী মার্চের এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব।

তবে আপাতত এক বিশেষ কারণে মালয়েশিয়াকে হারাতে চায় ভারত। গত বছর অক্টোবরে মারডেকা কাপের সেমিফাইনালে এই মালয়েশিয়ার কাছেই হেরে বিদায় নিতে হয় ভারতকে। সেই ম্যাচে ৪-২ ব্যবধানে জিতে ফাইনালে তাজিকিস্তানের মুখোমুখি হয় আয়োজক মালয়েশিয়া। সেদিন থাইল্যান্ডের রেফারির একাধিক ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হতে হয় ভারতীয় দলকে। এমনকি, একশো শতাংশ ন্যায্য গোলও দেওয়া হয়নি তাদের। সেই গোল দিলে ভারত ৩-৩ করে ম্যাচের ছবিটাই পালটে দিতে পারত। কিন্তু সে সুযোগ পায়নি তারা। ভারতের হয়ে সেই ম্যাচে গোল করেন নাওরেম মহেশ সিং ও সুনীল ছেত্রী। ৫৭ মিনিটের মাথায় বক্সের ডানদিক থেকে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের গোলমুখী শট গোলকিপারের গায়ে লেগে গোললাইন পার করে যাওয়ার পর তা ক্লিয়ার করেন মালয়েশিয়ার এক ডিফেন্ডার। তা সত্ত্বেও রেফারি কিন্তু গোলের বাঁশি বাজাননি! বারবার টিভি রিপ্লে দেখার অনুরোধ করেন তখনকার ভারত অধিনায়ক সুনীল। কিন্তু তাতেও কর্ণপাত করেননি রেফারি।

বিতর্ক ভুলে তৈরি হচ্ছেন আনোয়ার আলি।

সেই ম্যাচের প্রসঙ্গে এখনকার অধিনায়ক গুরপ্রীত সিং সান্ধু বলেছেন, 'মালয়েশিয়ায় গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতাটা অন্যরকম। ওদের অনেক নতুন ফুটবলার আছে, যারা বিদেশে খেলে। মারডেকার ওই ম্যাচে আমাদের হার ছিল দুর্ভাগ্যজনক। ওই ম্যাচে আমরা ভালো ফল করতেই পারতাম। একটা গোল আমরা করেছিলাম, যা বাতিল করে দেওয়া হয়। তবে ফুটবলে এই রকম হয়। তাই সেসব ভুলে গিয়ে এখন এই ম্যাচটার দিকে নতুন করে তাকাতে হবে এবং ঘরের মাঠে আমাদের জিততে হবে।' গুরপ্রীত ছাড়াও দলের আর দুই গোলকিপার বিশাল কেইথ ও অমরিন্দর সিংও এই মুহূর্তে ভালো ফর্মে। তাই গোলকিপারদের নিজেদের মধ্যে এক কঠিন প্রতিযোগিতা রয়েছে। এই প্রতিযোগিতা নিয়ে খুশি ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'জাতীয় দলে খেলা মানে বিশাল দায়িত্ব। জায়গাটা খুব সম্মানজনক এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অমরিন্দর ও বিশালের মতো দুর্দান্ত গোলকিপার আমাদের দলে আছে। ওরা আমাকে আরও উন্নতি করার তাগিদ জোগায়। আমিও একই কাজ করি। আমি ভাগ্যবান যে দলের মধ্যে এই সুস্থ প্রতিযোগিতাটা আছে। তবে এটা শুধু গোলকিপারদের ক্ষেত্রে নয়, সব পজিশনেই এই প্রতিযোগিতা আছে।'

তিনি এই কথা বললেও তাঁর পরিবর্তে কেন সেরা ফর্মে থাকা বিশালকে খেলানো হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই।